বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

www.rthd.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

নির্দেশনায়

মো: নজরুল ইসলাম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মো: আব্দুল মালেক

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সম্পাদনা কমিটি

১. মো: আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব-আহবায়ক

২. মো: মাহবুবের রহমান, যুগ্মসচিব- সদস্য

৩. ডা. সৈয়দা সালমা বেগম, উপসচিব- সদস্য

৪. সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব- সদস্য

৫. এ এম এম রিজওয়ানুল হক, উপসচিব- সদস্য

৬. ফারজানা জেসমিন, উপসচিব- সদস্য

৭. নীলিমা আফরোজ, উপসচিব- সদস্য সচিব

স্বত্ব: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সূচিপত্র

প্রতিষ্ঠান	পৃষ্ঠা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (আরটিএইচডি)	০৬-৩১
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)	৩৩-১৬২
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	১৬৪-১৭৭
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১৭৯-১৯৩
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১৯৫-২০৮
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	২১০-২৪৩
বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)	২৪৫-২৫০

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম ধারক নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ অব্যাহত কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের পাশাপাশি উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের ধারাবাহিক কর্মপ্রয়াস চলমান আছে। বর্তমানে এ বিভাগের ৮টি অনুবিভাগ, ১৭টি অধিশাখা ও আইসিটি অধিশাখাধীন ৮টি ইউনিটসহ ৪৫টি শাখা/ইউনিট সমন্বয়ে এ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ৬টি দপ্তর/ সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)
- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)
- বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং এতদসংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুসরণে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণকে উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও এ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার উর্দ্ধে সকল কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন তদারকি এ কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি স্বমূল্যায়নে শতভাগ। শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লক্ষ্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১জন সংস্থা প্রধান এবং ০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক মূল্যায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে এ বিভাগের অর্জন ৯৩.৪। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নে ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২য় স্থান অধিকার করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজ্জামেল হক এর নিকট হতে সম্মাননা গ্রহণ করছেন এ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) লিংক-এ যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এ বিভাগসহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের ওপর অভিযোগ দাখিল ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫৪টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরামর্শের শতভাগ জবাব প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ নীতি অনুসরণে এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এ তথ্য অধিকার (RTI) নামে একটি লিংক রয়েছে। জনসাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদনের শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়।

অডিট

এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দীর্ঘ অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির স্বার্থে বর্তমানে ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় অডিট টিম কাজ করছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন সম্ভব হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর (ফাপাড) কর্তৃক ১৯১৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিসহ ১৯৫টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়।

বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র

বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের নীচতলায় ৭ ও ৮ নম্বর কক্ষে বিআরটিএ সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে রবিবার ও মঙ্গলবার প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাগণের মোটরযান এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত মোটরযানের যথানিয়মে ফিটনেস সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬৫৭ টি গাড়ির ফিটনেস সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

পেনশন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার সকল গ্রেডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারির পেনশন কেইস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। মাসিক সমন্বয় সভায় অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ জন অতিরিক্ত সচিব, ০১ জন যুগ্মসচিব এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ২২ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই।

নথি বিনষ্টকরণ

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণে ধারাবাহিকভাবে নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় নথি বাছাই করে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে খ, গ ও ঘ শ্রেণির মোট ১১০টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

মনিটরিং

মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি এবং বিআরটিএ ও বিআরটিসির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে ২০টি মনিটরিং টিম রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত মনিটরিং টিমের পাশাপাশি অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৭০টি সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। উর্ধ্বতন পর্যায় হতে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম তদারকিসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে ধর্মীয় উৎসবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতকারী মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারেন। এছাড়াও দুর্যোগকালীন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সরাসরি সম্পৃক্ত। এ প্রেক্ষাপটে বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপনে এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতোমধ্যে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা (দ্বিতীয় কাঁচপুর), দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ও পটুয়াখালী জেলায় পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু ও পায়রা সমুদ্রবন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। পর্যটকসহ সামুদ্রিক সম্পদ পরিবহনের জন্য ফরিদপুর (ভাঙ্গা)-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর ও ড্রাইপোর্টসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতীয় মহাসড়কসমূহের সঙ্গে সংযোগকারী মহাসড়ক নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশলগত পরিকল্পনা এ বিভাগের রয়েছে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ব্লু-ইকোনমি সেল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে এ বিভাগ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে এ বিভাগের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জের পানগাঁও নদী বন্দরে কন্টেইনার পরিবহন অধিকতর কার্যকরী করার লক্ষ্যে পানগাঁও থেকে বহির্গমন মহাসড়ক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়ে সরকারের নীতিগত অনুমোদন রয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শূন্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি

বিগত অর্থবছরে ১৩-২০ গ্রেডের ০৪ ক্যাটাগরির ২৪টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে অনলাইনে আবেদনকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গত ১৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের দিন ধার্য থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮,০০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯,৩৩৫ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনলাইনে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ২৫টি প্রশিক্ষণ সরাসরি অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১০-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে সরকারি কর্মচারি আইন, ২০১৮, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৭৯, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮, ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ, ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজন, এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নৈতিকতা ও অফিস শিষ্টাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে কর্মচারিদের আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা ও চট্টগ্রামে ৫দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগ ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এপিএ নির্দেশিকা ও এপিএ কাঠামো, উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার বিরবণ নিম্নে দেয়া হল:

অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

অনাকাঙ্খিত অগ্নিকান্ডের কারণে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি রোধকল্পে এ বিভাগে নিয়োজিত সকল গ্রেডের কর্মচারিদের অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অগ্নি নির্বাপণের বিভিন্ন কলা কৌশল হাতে-কলমে শিক্ষা দানের জন্য বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহায়তায় ১৮, ১৯, ২০ ও ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ৪টি ব্যাচে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে গত ০৮-০৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিআরটিএ'র সম্মেলন কক্ষে এ বিভাগের ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

ই-নথি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

কাগজবিহীন সরকারি দপ্তর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিতকরণে ই-নথি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ই-নথির মাধ্যমে সময় ও স্থান নির্বিশেষে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই'র সহযোগিতায় ২০২১ সালের ৩১ মে, ০১, ০২ ও ০৩ জুন তারিখে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ২টি ব্যাচে ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়নে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ম গ্রেডের কর্মচারিদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই ধারাবাহিকতায় ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারিদের গত ১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে এপিএ নির্দেশিকা ও এপিএ কাঠামো সম্পর্কে এবং ২৫ মে ২০২১ তারিখে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারিদের অংশগ্রহণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীগণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকারি কর্মচারিদের নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের ১০ম-২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের গত ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজন, এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

কোভিড-১৯ জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অফিসের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ অলনাইনে আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে প্রযুক্তিগত ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগের ১০ম-১৫তম গ্রেডের কর্মচারিদের ৭ জুন ২০২১ তারিখে ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজনে এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্লাউড মিটিং/কনফারেন্স আয়োজনে এ্যাকাউন্ট তৈরি ও অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ:

কর্মচারিদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের ১০ম-১৬তম গ্রেডের কর্মচারিদের আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনায় ১টি ব্যাচে ২৯ জনকে এবং সরকারি টিচার্চ ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রামে ১টি ব্যাচে ৩০ জনকে ৫ দিনব্যাপী সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চট্টগ্রামে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎকর্ষ সাধন ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে UN-ESCAP, JICA, KOICA, World Bank, Asian Development Bank কর্তৃক আয়োজিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে বিভাগের কর্মকর্তাগণ একক অথবা দলভিত্তিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত বৈদেশিক শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষণেও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

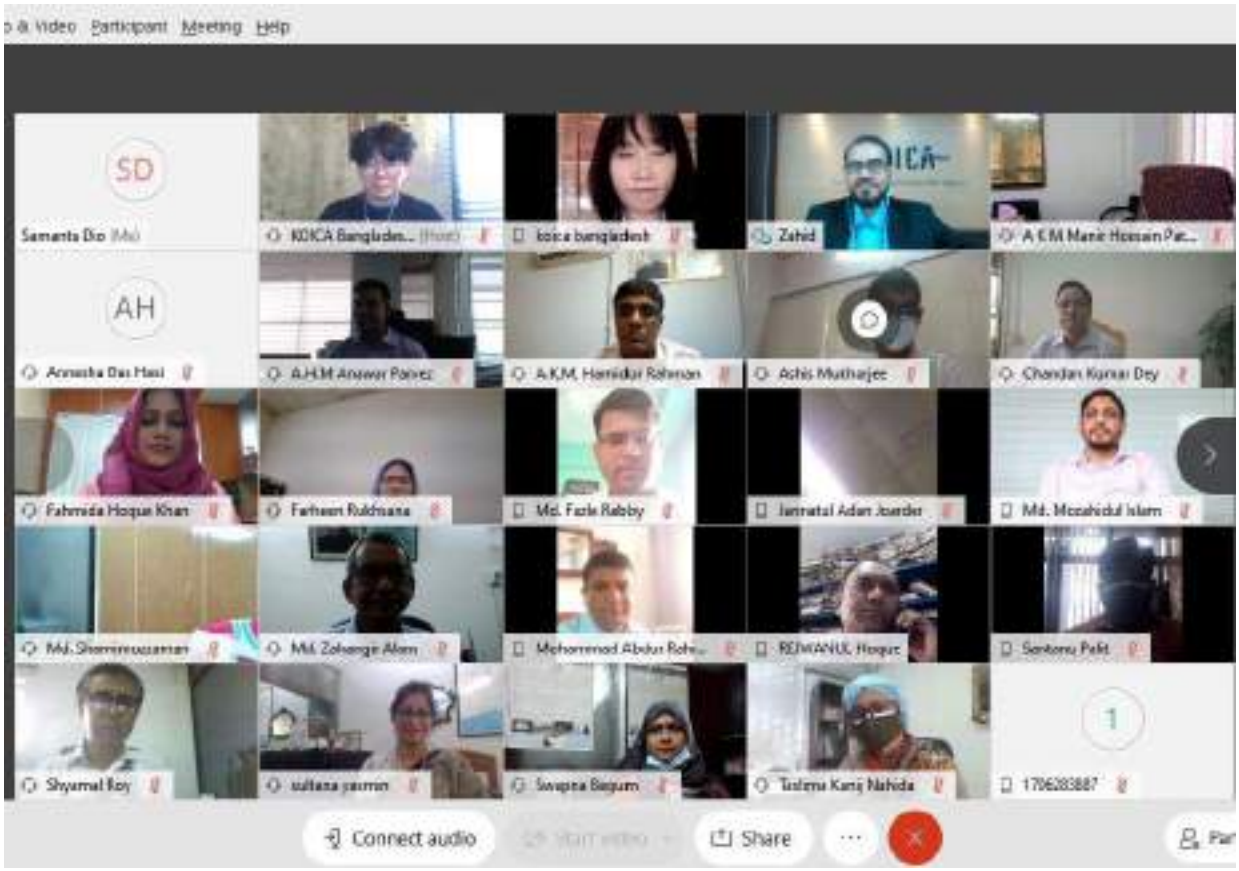

KOICA কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত ফেলোশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীগণ

কর্মশালা

উদ্ভাবন বিষয়ে কর্মশালা:

গত ২১-২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এ বিভাগের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩০ জন কর্মচারির অংশগ্রহণে ও গত ২৪ মে ২০২১ তারিখে ১০ম গ্রেডের সকল কর্মচারির অংশগ্রহণে উদ্ভাবন বিষয়ে অনলাইন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

সেবা সহজিকরণ বিষয়ে কর্মশালা:

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে গত ২৩ মে ২০২১ তারিখে এ বিভাগের ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারিদের অংশগ্রহণে সেবা সহজিকরণ বিষয়ে অনলাইন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

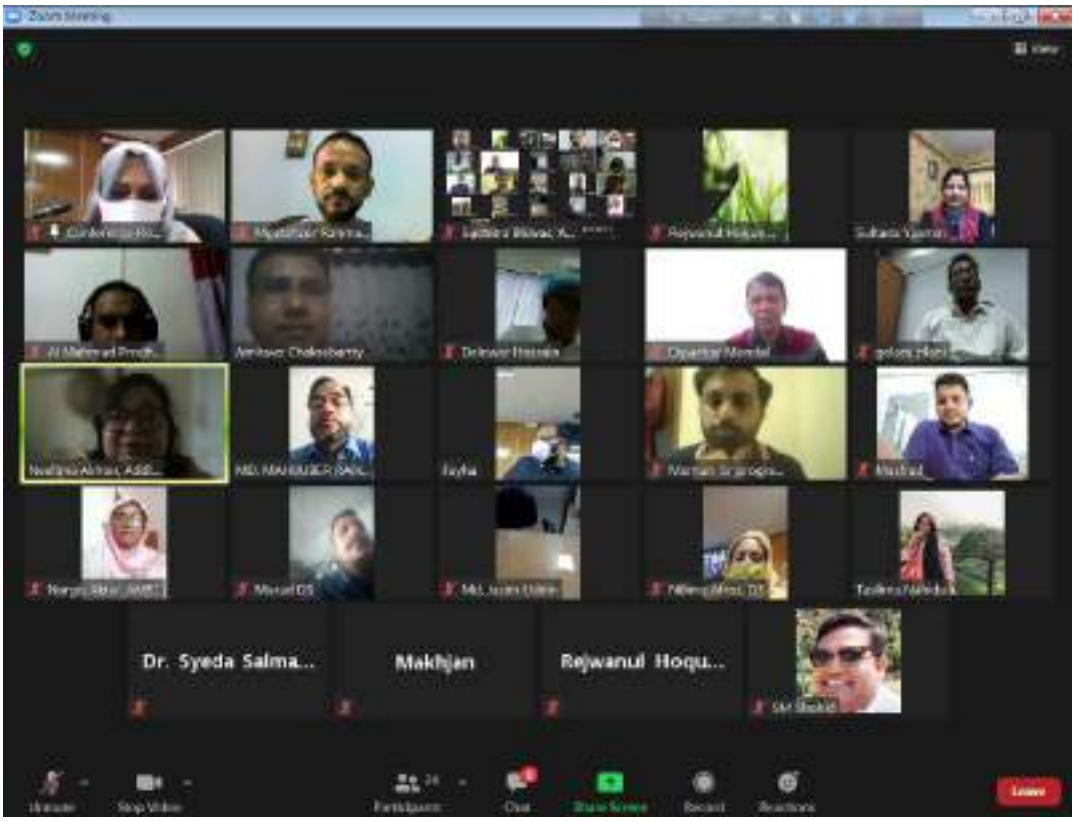

সেবা সহজিকরণ বিষয়ে অনলাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/প্রবিধানমালা

আইন

মহাসড়ক আইন, ২০২১

মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ২০২১ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত খসড়া 'মহাসড়ক আইন ২০২১' বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে।

নীতিমালা

মহাসড়ক ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা, ২০২০

মহাসড়কে নান্দনিকতা সৃজন, সড়ক নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস, সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি, যানবাহন কর্তৃক সৃষ্ট শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গ্রামীণ মহাসড়ক, নগর মহাসড়ক, শব্দ সংবেদী এলাকা, শিল্প এলাকায় পরিকল্পিত উপায়ে সবুজায়নের উদ্দ্যেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা, ২০২০ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর আওতায় প্রণয়নাধীন বিধিমালা

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত এর আওতায় খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ প্রস্তুত করা হয়েছে যা ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়কসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কারের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ এর অধীন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল নীতিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শাহাদাত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

নিরাপদ সড়ক দিবস

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করেছে। ২০১৭ সালে 'সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরবো বাড়ি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রথম বারের মতো এ দিবস পালন করা হয়। ২০১৮ সালে 'আইন মেনে চলবো, নিরাপদ সড়ক গড়বো', ২০১৯ সালে 'জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়' এবং ২০২০ সালে 'মুজিব বর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ' প্রতিপাদ্যে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে (ভার্চুয়াল) জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২০ এর আলোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে অগ্রগতির শতকরা ৮২.২১ ভাগের বিপরীতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রগতি ছিল ৯৪.০৩ শতাংশ। এ অর্থবছরে জিওবি অর্থায়নে ১৯২টি এবং বৈদেশিক সহায়তায় ৩২টিসহ মোট ২২৪টি প্রকল্প, যার মধ্যে ২৬টি মেগা প্রকল্প। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫৭৬১.৪৩ কোটি টাকা। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১৫৭৫.৯৯ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়। ছাড়যোগ্য ২৪১৮৫.১১ কোটি টাকার মধ্যে ২২৭৪২.২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৩টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যেও সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৯৪.০৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে, যা বিগত বছরের তুলনায় ৮.২৫ শতাংশ বেশি।

ডিজিটাল কার্যক্রম

একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেবাসমূহ সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী এবং সহজ পদ্ধতিতে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

ওয়েবসাইট

জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সহজ, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী তথ্য প্রাপ্তি এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত হয়ে একটি সমৃদ্ধ ওয়েব সাইট (www.rthd.gov.bd) উন্নয়ন করেছে। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন সেবা বক্সের মাধ্যমে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, খবর, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মনিটরিং কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির তথ্য, সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী, দরপত্র-বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিদেশ ভ্রমণের জিও, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি, পাসপোর্ট অনাপত্তির পত্র (NOC), বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প এবং মেগা প্রকল্পসহ সকল প্রকল্পের তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়মিত প্রকাশ/হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিভিন্ন প্রকাশনা, উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত ছবি/ভিডিও ও গুরুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ ওয়েবসাইট-এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট-এর মাধ্যমে নতুন প্রণীত আইন, নীতিমালা ও বিধিমালার খসড়া ওপর সরাসরি অনলাইনে জনগণের মতামত গ্রহণ করা যাচ্ছে। এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), তথ্য অধিকার , বাজেট ও ক্রয় পরিকল্পনা, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ই-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা

কর্মচারিবৃন্দের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করেছে। এ পদ্ধতি চালুর ফলে কর্মচারিদের অননুমোদিত ছুটি ভোগ এবং বিলম্বে অফিসে উপস্থিত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। কর্মচারিগণের বিভিন্ন সভায় উপস্থিতি, ছুটির তথ্য ইত্যাদি সহজে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে এন্ট্রির সুবিধার জন্য ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনার মোবাইল এ্যাপ পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে।

ডিজিটাল হাজিরা মেশিন

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী বিস্তৃত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও বিআরটিসি'র মূল্যবান ভূসম্পত্তির মৌজাভিত্তিক তথ্য, মহাসড়ক ও স্থাপনাভিত্তিক রেকর্ড এ সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, ইজারা প্রদত্ত ভূমি ইত্যাদির তথ্য সংযোজন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এ সফটওয়্যারে সড়ক বিভাগ ভিত্তিক এবং মহাসড়কওয়ারি জমির প্রতিবেদন সহজেই প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান জমির তথ্য এবং স্থাপনাভিত্তিক রেকর্ড সফটওয়্যারে অর্ন্তভুক্ত করার লক্ষ্যে সফটওয়্যারটিকে নতুন করে কাস্টমাইজড করা হয়েছে।

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সফটওয়্যার-এ সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া সড়ক বিভাগসমূহের অর্থবছর ও অফিসভিত্তিক অডিট আপত্তির তথ্য এবং অডিটের সর্বশেষ অবস্থা জানার ব্যবস্থা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল জোন, মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল এবং সওজ বিভাগসমূহ এ সফটওয়্যারে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। এ সফটওয়্যার-এ তথ্যের সঠিকতা বজায় রাখার জন্য অডিট লগ প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তথ্যের পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে ভবিষ্যতে এ সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

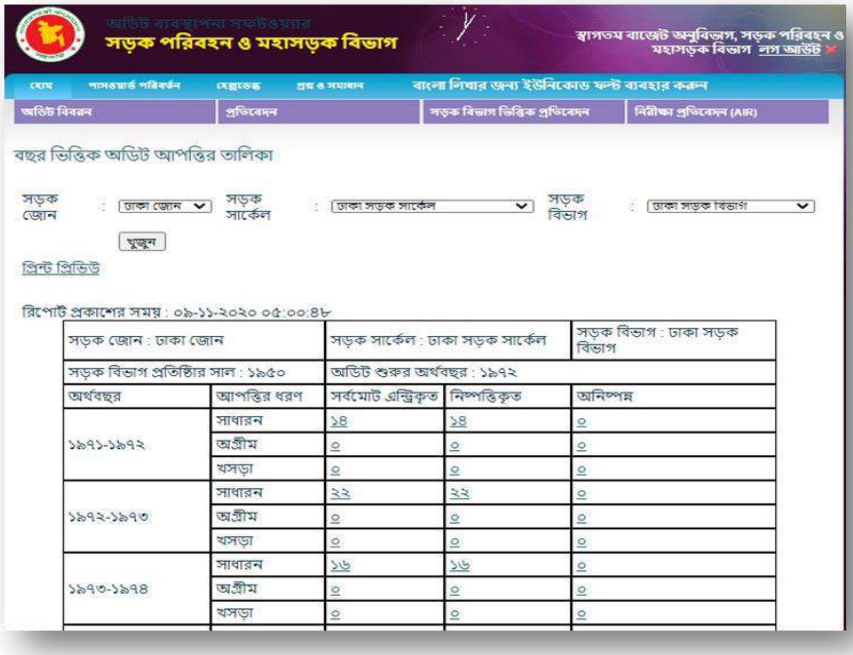

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধীন অফিসসমূহের মামলা পরিচালনা ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার জন্য অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারে বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রত্যেকটি মামলার তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করার ফলে সংশ্লিষ্ট মামলার তথ্য অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার লক্ষ্যে ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম নিষ্পন্ন ও মনিটরিং সহজ হয়েছে।

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে "প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার" প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কাজে অতিবাহিত সময় এবং কার্যক্রমের ধাপসমূহ সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে। এ বিভাগের আইসিটি ইউনিট ও সওজ মনিটরিং সার্কেলের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সফটওয়্যারটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

প্রকল্প অগ্রগতি মনিটরিং সফটওয়্যার

অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

অনলাইন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের এসিআর জমাদানের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে একজন কর্মকর্তা তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) জমা প্রদানের তথ্য অবগত হতে পারেন। এছাড়া এ সফটওয়্যারে বিগত বছরসমূহের এসিআর জমা প্রদানের তথ্য এবং এখতিয়ার অনুযায়ী মূল্যায়ন তথ্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তার তথ্য এই সফটওয়্যারে সংযুক্ত করা হবে।

অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ই-যানবাহন ব্যবস্থাপনা

ই-যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে বিআরটিসি বাস বহরের সকল বাসের উপাত্ত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সফটওয়্যার-এ প্রত্যেকটি বাসের অবস্থানসহ হালনাগাদ তথ্য এবং বাসভিত্তিক দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত এন্ট্রি করার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এ সফটওয়্যার থেকে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর বর্তমান অবস্থা ও আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার সুযোগ রয়েছে। বিআরটিসি'র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রায় সকল বাসে জিপিএস ট্রেকার লাগানো রয়েছে যা দিয়ে প্রধান কার্যালয় থেকে বাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এছাড়া একটি মোবাইল এ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ব্যবহার করে যাত্রী সাধারণ যেকোন স্থান থেকে বিভিন্ন গন্তব্য অভিমুখী বাসের অবস্থান জানতে পারবে। ভবিষ্যত পরিকল্পনায় এ্যাপের মাধ্যমে টিকিট ক্রয় এবং বাসের আসন সম্পর্কিত তথ্যও জানা সম্ভব হবে।

ই-নথি ব্যবস্থাপনা

দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ এবং আওতাধীন অফিসসমূহে ই-নথির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের সকল শাখায় নথি প্রক্রিয়াকরণ ও পত্র জারিতে ই-নথির ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাগণ যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তি ও পত্রজারি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে এ বিভাগের দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, অফিস, পরিদর্শন বাংলো; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি'র (বিআরটিএ) অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর অফিস, বাস ডিপো, ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে ছবিসহ চিহ্নিত করায় স্থাপনাসমূহ অনলাইনে

দেখা সম্ভব হচ্ছে। এ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত ১০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ২৮১টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ২৬টি ডিপো এবং ৫টি প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান চিহ্নিত করে ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়মিত ছবি সন্নিবেশনের কাজও চলমান আছে।

উত্তম চর্চা

১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সওজ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থবছরে ১০টি জোনে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সড়ক জোন এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম ও সওজ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। জোনাল সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মামলা ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা, ফেরি সার্ভিস পরিচালনা, টোল আদায়, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২. মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের গুণগতমান ও অগ্রগতি নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও সওজ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে ২০টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিম ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে ৭০টি প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩. মহামারী কোভিড-১৯ প্রতিকূলতার মধ্যেও জুম অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং অন্যান্য জিওবি প্রকল্প ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

৪. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও জুম অনলাইনে ৪৭টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি), এবং ৪২টি বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) এবং ২৯টি অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ ও মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পেভমেন্টের বাইরের অব্যবহৃত ভূমি অপদখলের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে ২০১৫ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার শুরু করা হয়। সফটওয়্যারের তথ্য বিভিন্ন সড়ক বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমির মৌজাভিত্তিক তফসিল (খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও জমির পরিমাণ, স্থাপনার বিবরণ ইত্যাদি) যথাযথ সংরক্ষণ ও নির্ভুল তথ্য এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান আছে।

৬. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিম কর্তৃক 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' ও 'সেবা সহজীকরণ' কর্মশালার বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উদ্ভাবিত ধারণাসমূহের মধ্যে 'মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং', প্রকল্প পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা', 'সড়ক ও সেতু নির্মাণ মনিটরিং' এবং 'বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ' এ্যাপস ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের এসিআর জমাদানের তথ্য অবহিতকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে 'ট্রাফিক সার্কুলেশন সার্টিফিকেট সেবা' এর মাধ্যমে ঢাকায় বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমণ ও চলাচল সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন ও এতদসংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য একটি ওয়েব পেইজ (tcc.dtca.gov.bd) ডেভেলপ করা হয়েছে। অনলাইনে মোটরযানের ট্যাক্স-টোকেন নবায়ন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ'র যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অনলাইনে রুট পারমিট ইস্যু করার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান আছে। এছাড়া, Rapid Pass ক্রয় ও রিচার্জ প্রক্রিয়া সহজলভ্য করার লক্ষ্যে অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

৭. করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের লক্ষ্যে অফিসের প্রবেশমুখে জীবানুনাশক স্প্রে মেশিন স্থাপন, সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিকে মাস্ক,

হ্যান্ড স্যানিটাইজার, স্যাভলন, সাবান ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের পাশাপাশি প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহও এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা হয়।

৮. এ বিভাগে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা ৮৭৬টি। তন্মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের নতুন ৭৪টি বই সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরী পরিচালনা এবং তদারকির জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত স্থায়ী ০১ জন ক্যাটালগার রয়েছেন।

অনুদান

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদান

২০২০-২১ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ৫৬ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্যে ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এপিএ'র সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা হিসেবে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে একটি ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

এপিএ'র স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ বিভাগের স্কোর ৭২.৪৯%। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

২০২০-২১ অর্থবছর

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০	৯৩
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪৫	৪৫
৩.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদানকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫	২৫
৪.	ঢাকা-পদ্মা-ভাঙ্গা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০	১০০
৫.	আশুগঞ্জ নদী বন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৩০	৩০
৬.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৫০
৭.	পুনঃর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২৮০	৪১৬.৮৪
৮.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৯৮০	১৭১২
৯.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮০০	১১৬৪.২২
১০.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২৬০০	৩৬৪৭.৯৯
১১.	মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সওজ অংশের রোড প্যাকেজ-৩ নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিত) বাস্তবায়ন	শতাংশ	৫০	৫০
১২.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫	৭৯.৭৬
১৩.	ডব্লিউ.বি.বি.আই.পি বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫	৭৫.৪৮
১৪.	তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫	৮৩
১৫.	কালনা সেতুসহ ক্রসবর্ডার প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০	৫০.৫০
১৬.	কঁচা নদীর উপর ১৪২৭ মিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭০	৭০
১৭.	নির্মিত,মেরামতকৃত ও পুনর্বাসিত ফেরী ও পন্টুন	সংখ্যা	৪০	৪৯
১৮.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৪৭৫০	৭৬০০.৯৪
১৯.	পুনঃনির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩২৫০	৪৭৬৪.৩
২০.	পেশাদার গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার) প্রদান	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৮০	০.৭৬১
২১.	বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ সেশনসমূহ পরীবীক্ষিত	সংখ্যা	১২	১২
২২.	ইনফরমেটরি ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিঃ মিঃ পোস্ট স্থাপন	সংখ্যা	৮০০০	১২২৪৮.৫
২৩.	সেফটি অডিটকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২০০	৩০০
২৪.	টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২৫	২৫
২৫.	ওভারলোড নিয়ন্ত্রিনের জন্য এক্সেল লোড বাস্তবায়িত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০	১০
২৬.	মহাসড়ক অবৈধ দখলমুক্তকরণের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ভূমি	হেক্টর	১৮২.৯৫	২২৬.৭২
২৭.	ঢাকার সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরবান রোড সেফটি ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ	তারিখ	৩০.০৪.২১	২০.০৪.২১

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২৮.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ (পিতলগঞ্জ ডিপো) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮০	৮০
২৯.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত EOI আহবানকৃত	তারিখ	১৫.০৬.২১	১৬.০২.২১
৩০.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণের জন্য ডিপোর ভূমি উন্নয়নের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	১২.০৬.২১	১০.০৬.২১
৩১.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫: নর্দান রুট) নির্মাণের জন্য বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	৮০	১০০
৩২.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫: নর্দান রুট) নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সিএলসি এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	২০.০৬.২১	০৯.০৬.২১
৩৩.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫: সাউদার্ন রুট) নির্মাণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	১৮.০৬.২১	২৯.০৩.২১
৩৪.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫: সাউদার্ন রুট) নির্মাণের জন্য বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	১৫	১৫
৩৫.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-২) নির্মাণের লক্ষ্যে ডিটেইলড ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এর জন্য প্রিলিমিনারি স্টাডি সম্পন্নকৃত	শতাংশ	৫০	৬০
৩৬.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬৫	৬৫.১২
৩৭.	বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশনের জন্য বাস টার্মিনাল/ডিপোর সম্ভাব্যতা খসড়া সমীক্ষা দাখিল	তারিখ	৩০.০৪.২১	২৮.০৪.২১
৩৮.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) লাইন-৭ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	৩০.১১.২০	৩০.১১.২০
৩৯.	টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম চালু	সংখ্যা	২	২
৪০.	যানবাহনের ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগারপ্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৪০	৩৫
৪১.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৩	২
৪২.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৪	৩
৪৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়কৃত	কোটি টাকায়	১৫০০	১৫০৫.৫১
৪৪.	বিআরটিসির ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	হাজার টন	৫০০	৬৫৪.৭৬
৪৫.	সওজের সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট মডেল প্রস্তুতের জন্য সার্ভে কাজ সম্পন্নকরণ	তারিখ	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১
৪৬.	বাংলাদেশের জন্য ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট এর নকশা মেকানিস্টিক-এম্পরিকাল করার লক্ষ্যে AASHTO are Pavement ME Design সফটওয়্যারটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ ট্রাফিকের চলাচলের উপযোগী মহাসড়কে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন মডেল (লেভেল-২) প্রণয়ন করা	তারিখ	০৩.০৬.২১	০৩.০২.২১
৪৭.	সহকারী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীগণকে GIS Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	তারিখ	৩০.০৪.২১	২৪.০২.২১
৪৮.	পিপিপি'র ভিত্তিতে গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি চূড়ান্তকরণ	তারিখ	৩০.০৫.২১	২৩.০৫.২১
৪৯.	পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০	১০

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনার আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অংশে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০০
২.	উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
৩.	আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধারখার-আখাউড়া-স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	শতাংশ	৪২
৪.	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারি হতে রাউজান সড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭৫
৫.	সাপোর্ট টু ঢাকা (কাঁচপুর)-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদানকৃত (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
৬.	পুনঃনির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২৫০
৭.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৭৭০
৮.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৭৫০
৯.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২০৫০
১০.	মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সওজ অংশের রোড প্যাকেজ-৩ নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিত) বাস্তবায়ন	শতাংশ	৬০
১১.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৪
১২.	ডব্লিউ.বি.বি.আই.পি বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৮৫
১৩.	তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫
১৪.	ক্রস বর্ডার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কালনা সেতু (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫
১৫.	কঁচা নদীর উপর ১৪২৭ মিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-চীন ৮ম মৈত্রী সেতু নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫
১৬.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৫০৩৯
১৭.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৩৩৮২
১৮.	পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২০
১৯.	পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	তারিখ	৩১.০৩.২২
২০.	পেশাদার গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার) প্রদান	সংখ্যা (হাজার)	৬০
২১.	বিআরটিএ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন	সংখ্যা	১৮
২২.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	৮০০০
২৩.	ইনফরমেটরি ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিঃমিঃ পোস্ট স্থাপন	সংখ্যা	৯০০০
২৪.	রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১৭৫০
২৫.	সেফটি অডিতকৃত মহাসড়কের আন্তঃবাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থপনা/বৃক্ষ অপসারণ	কিলোমিটার	২৫০
২৬.	পেভমেন্টের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন প্রণয়ন	কিলোমিটার	৪০

২৭.	টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৪০
২৮.	ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সেল-লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	২০
২৯.	ঢাকার সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ার্ক জোন সেফটি এন্ড মবিলিটি গাইড লাইন প্রস্তুতকরণ	তারিখ	৩১.১২.২১
৩০.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৬) নির্মাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯০
৩১.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ (পিতলগঞ্জ ডিপো) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৯৫
৩২.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শক নিয়োগকৃত	তারিখ	৩১.০৫.২২
৩৩.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-১) ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত	তারিখ	৩১.০৫.২২
৩৪.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) নর্দান রুট (হেমায়েতপুর ডিপো) নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৫
৩৫.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) নর্দান রুট ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
৩৬.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) সাউথার্ন রুট ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৭০
৩৭.	ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (লাইন-৫) সাউথার্ন রুট বেসিক ডিজাইন সম্পন্নকরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫০
৩৮.	ডিটেইলড ডিজাইন, কন্সট্রাকশন, অপারেশন ও মেইনটেন্স (এমআরটি লাইন-২) প্রিলিমিনারি স্টাডি সম্পন্ন	তারিখ	৩১.০৫.২২
৩৯.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সওজ অংশ বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৮০
৪০.	সরকারি পরিবহন সেবা সম্প্রসারণে বিআরটিসির বাস ও ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫০০
৪১.	সরকারি পরিবহন সেবা সম্প্রসারণে বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত পণ্য	হাজার টন	৫৫০
৪২.	উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য মনিটরিং টিমের ভিজিট	সংখ্যা	৬০
৪৩.	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সওজের Technical Specification অনুযায়ী বিভিন্ন সড়কের লেয়ার সেম্পলিং ও টেস্টিং কার্যক্রম সম্পাদন করা	সংখ্যা	১২
৪৪.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান (জনসংখ্যা)	সমষ্টি	৩০০
৪৫.	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সমষ্টি	১২
৪৬.	বাস রুট র‍্যাশনালাইজেশন এর জন্য বাস টার্মিনাল/ডিপোর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ	তারিখ	৩০.০৯.২১
৪৭.	টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম চালু	সমষ্টি	৩
৪৮.	ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	৩৫
৪৯.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য গৃহীত সময় (গড়)	দিন	২
৫০.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়ের প্রবৃদ্ধি	শতাংশ	৬.৭

বিনোদন ও সৌহার্দ্যমূলক কর্মকান্ড

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি বছর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারসহ বার্ষিক বনভোজনে অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২০২০ ও ২০২১ সালে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

(খ) সহকর্মীদের কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ কর্তৃক কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা প্রদানের প্রথা চালু রয়েছে।

অন্যাত্র বদলী হওয়ায় যুগ্মসচিব বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদাকে এ বিভাগের সচিব জনাব মো: নজরুল ইসলাম এর উপস্থিতিতে বিদায় সংবর্ধনা

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ০২ জন কর্মকর্তা পিআরএল-এ গমন, ১০ জন কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী হয়েছেনঃ

ক্রম	অবমুক্তির তারিখ	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি
১.	১০/০৪/২০২১ (পিআরএল)	জনাব মোঃ আবু ছাইদ শেখ (২১০৫)	অতিরিক্ত সচিব
২.	২৫/০৯/২০২০ (পিআরএল)	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	যুগ্মসচিব
৩.	২৯/১১/২০২০	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	অতিরিক্ত সচিব
৪.	৩০/০৯/২০২০	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	অতিরিক্ত সচিব
৫.	১৭/০৬/২০২১	জনাব তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	যুগ্মসচিব
৬.	২৯/১০/২০২০	জনাব জেসমিন নাহার (৬৫৬৮)	যুগ্মসচিব
৭.	০৫/০৮/২০২১	জনাব রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মন (২০২১৩)	যুগ্মসচিব
৮.	২০/০৫/২০২১	জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান (১৫৪৫৪)	উপসচিব
৯.	২৫/১০/২০২০	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম খান (১৫৬৩১)	উপসচিব
১০.	৩১/১২/২০২০	জনাব অঞ্জনা খান মজলিশ (১৫৩৫২)	উপসচিব
১১.	০৩/০৯/২০২০	জনাব জনাব সালমা আক্তার খুকী (২০৬৭১)	উপসচিব
১২.	২৫/০৫/২০২১	জনাব মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)	সিনিয়র সহকারী সচিব

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৫৭৯)	সচিব	১৫-১০-২০১৭
২.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	অতিরিক্ত সচিব	০৪-০৫-২০১১
৩.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী (৪৯০২)	অতিরিক্ত সচিব	২৪-১১-২০২০
৪.	জনাব নীলিমা আখতার (৫৬৫৩)	অতিরিক্ত সচিব	০৭-০১-২০২০
৫.	জনাব মোঃ ইউছুব আলী মোল্লা (৫৭০৭)	অতিরিক্ত সচিব	০৫-০৭-২০২০
৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (২০১৮৩)	অতিরিক্ত সচিব	০৬-০৫-২০১৩
৭.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯-০১-২০১৪
৮.	জনাব গৌতম চন্দ্র পাল (৬৫১৮)	যুগ্মসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	১০-০৬-২০২০
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	যুগ্মসচিব	১৯-১০-২০০৯
১০.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান (৭৭৮৭)	যুগ্মসচিব	১১-০২-২০২০
১১.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫-০৫-২০১৪
১২.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	০৪-০৭-২০১১
১৩.	জনাব মো: আব্দুল মোত্তাদের	উপসচিব	১৪-০৫-২০১৮
১৪.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪-০৫-২০১৫
১৫.	সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন (৬৮৯৪)	উপসচিব	২৭-০৬-২০২১
১৬.	জনাব মো: সামীমুজ্জামান (০৩৮৯)	উপপ্রধান	০৫-০৭-২০১৮
১৭.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১৩-১০-২০১৪
১৮.	ফাহমিদা হক খান (৮০৭৯)	উপসচিব	১৯-১২-২০১৮
১৯.	জনাব ফারজানা জেস্‌মিন (১৫৯৩৭)	উপসচিব	০৯-০৬-২০২১
২০.	জনাব এ.এম.এম. রিজওয়ানুল হক (২০৪৫২)	উপসচিব	২৬-০২-২০২০
২১.	জনাব নীলিমা আফরোজ (১৬১১৩)	উপসচিব	০৮-০৩-২০২১
২২.	জনাব মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ (১৬১৩৭)	উপসচিব	০৮-০৩-২০২১
২৩.	জনাব মো. আবু নাছের (১৫২০০১০৪০০০৮)	উপসচিব	০১-০৪-২০২১
২৪.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬-০১-২০১২
২৫.	শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ	তথ্য অফিসার	০৮-০৬-২০২১
২৬.	জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রহিম সুজন (১৭০৪৪)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩-০৮-২০২০
২৭.	জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ (০৫৯৪)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১০-০৭-২০১৬
২৮.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মাসুদ (০৬০২)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১১-০২-২০১৯
২৯.	জনাব টিনা পাল (১৬৯৬৭)	সিনিয়রসহকারী সচিব	২১-১২-২০১৫
৩০.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭-০৫-২০১৫
৩১.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৯-০৪-২০১৩
৩২.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫০৪-২০১৩
৩৩.	জনাব এস, এম সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০-১০-২০১১
৩৪.	কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	২৯-০৯-২০১১
৩৫.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০-০৫-২০১৬
৩৬.	জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন (১১২৯০)	সহকারী সচিব	২০-০৯-২০১৮
৩৭.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (১১৫৩৬)	সহকারী সচিব	১৪-০১-২০১৯
৩৮.	জনাব বিনা রানী দাস (১১৫৪০)	সহকারী সচিব	১৪-০১-২০১৯
৩৯.	জনাব মোঃ মুর্শিদ আলম (১১৫৯৯)	সহকারী সচিব	২০-১২-২০২০
৪০.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬-১০-২০১১
৪১.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯-১২-২০১০
৪২.	জনাব নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২-০৬-২০১১
৪৩.	জনাব সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১-১১-২০১২
৪৪.	জনাব মো: সেলিম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৩-১০-২০১৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ১৫টি কর্মসূচি/কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য ০৫টি মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। গৃহিত কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ০৮টি সম্পূর্ণ ও ০৩টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অন্যদিকে ১৫টি কার্যক্রম/কর্মসূচির অতিরিক্ত গৃহিত আরও ০৮টি কর্মসূচির মধ্যে ০৭টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন;
- ০৬ মার্চ ২০২১ তারিখে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরঁ সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জিয়ারত;
- জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত কোটপিন, কলমদানি ও বিশেষ খাম মুদ্রণ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা আয়োজন।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অনুসরণে এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)'কে আহবায়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রণীত ১১টি কর্মসূচির তালিকা গত ০১ মার্চ ২০২১ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অনুযায়ী অবাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

১৯৬২ সালে তদানীন্তন কন্সট্রাকশন ও বিল্ডিং (সংক্ষেপে সিএন্ডবি) বিভক্ত হয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সেই সময় হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশের প্রধান সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২২,৪২৮.৪৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস অনুযায়ী ১০৮টি জাতীয় মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৯৮৯.২৪৮ কিলোমিটার। ১৪৮টি আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৪৮৯৭.৭০৮ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার এবং ৭০৮টি জেলা মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ১৩,৫৪১.৪৯৮ কিলোমিটার, যার প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ও দৈর্ঘ্যের ৪২৯৭ টি সেতু এবং ১৫০৮৪ টি কালভার্ট রয়েছে।

মহাসড়ক যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুগোপযোগী ও সময় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সদর দপ্তরের ৪টি উইং সহ মাঠ পর্যায়ের ১০টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল উইং-এর মাধ্যমে ৪২টি ফেরিঘাটে সক্রিয় ১১৪টি ফেরী কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ২১২টি প্রকল্প (সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯১টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ২১টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮১১২.৯৯ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ১৪৯০২.৮৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা ৩২১০.১৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট ১৬৪৩৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯০.৭৩ শতাংশ।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এডিপি বাস্তবায়নের বিগত অর্থবছরগুলোর তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত এই অধিদপ্তর প্রায় শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯০ শতাংশের কম হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধনের নির্দেশনা থাকায় শতভাগ এডিপি বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি। তবে বিগত অর্থবছরের কোভিড-১৯ মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অভিজ্ঞতার আলোকে এ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৯০.৭৩ শতাংশ যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৩.৮০ শতাংশ বেশি।

বিগত অর্থবছরগুলোতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এডিপি বাস্তবায়নের বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০২০-২১	২১২	১৮১১২.৯৯	৯০.৭৩%
২০১৯-২০	২০৬	১৮৬৮২.৯২	৮৬.৯৩%
২০১৮-১৯	১৭৯	১৬৬১৮.৮৫	৯৯.৮২%
২০১৭-১৮	১৪০	১৪১৪৪.৬৮	৯৯.৮৯%

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%

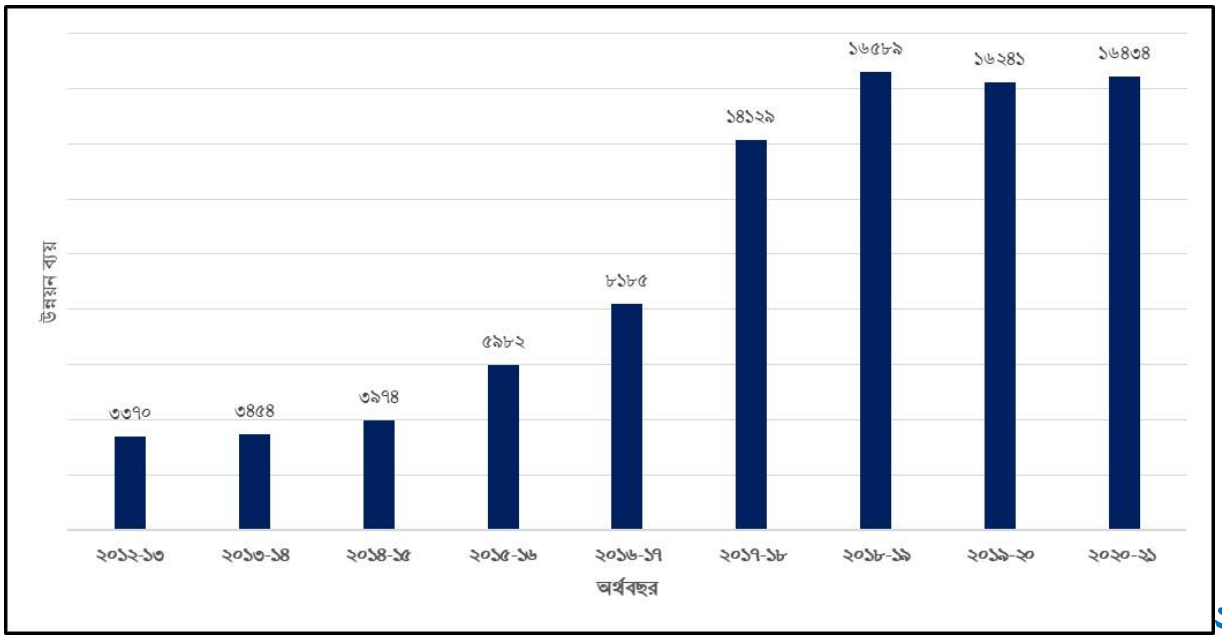

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ৫২.৪৩ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
- ২৭৮.৫৯ কিলোমিটার ফেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ১৪৯৫.৭৯ কিলোমিটার সার্ফেসিং
- ৭৩.৭১ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ১১০৭.০৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- ৯৬২.২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
- ১৬৩টি/ ৯২৩০.২৮ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ৬৬০টি/ ২৮৫০.৮৫ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ।

২০২০-২১ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪২টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩০টি, সেতু নির্মান প্রকল্প ৬টি, আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ৫টি।

পরিচালন খাত (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ২৬৮৬.৫৯ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৯৭ শতাংশ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পরিচালন খাতের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদনকৃত প্রধান কাজের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- ১২১৫.৮৮ কিলোমিটার মহাসড়কে ওভারলে
- ২৪৪.৪৪ কিলোমিটার মহাসড়কে ডিবিএসটি
- ৪২৯.০১ কিলোমিটার এসবিএসটি
- ৩০১.৮৩ কিলোমিটার মহাসড়কে কার্পেটিং
- ১২৫৫.৬০ কিলোমিটার মহাসড়কে সীলকোট
- ২৫.৭৩ কিলোমিটার মহাসড়কে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ
- মোট ১১১৯.০২ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৯টি সেতু নির্মাণ
- মোট ৭৩০.৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১১৯টি কালভার্ট নির্মাণ
- ২৯.৪০ কিলোমিটার সড়ক ড্রেন নির্মাণ
- ৩৫.৮৮ কিলোমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ।

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

টেকসই উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩টি নতুন প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ৭টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ৬টি) অনুমোদিত হয়েছে। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১০টি এবং সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৩টি।

২০২০-২১ অর্থবছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা:

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন

২. উইকেয়ার ফেজ-১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন

৩. সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ

৪. মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় (এন-৪০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৫. বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ

৬. কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) আঞ্চলিক মহাসড়কটির কুষ্টিয়া হতে মেহেরপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৭. দাউদকান্দি-গোয়ালমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উত্তর (ছেঙ্গারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৮. মতলব-মেঘনা-ধনাগোদা-বেড়ীবাঁধ (জেড-১০৬৯) সড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

৯. জামালপুর জেলার দিগপাইত-সরিষাবাড়ি-তারাকান্দি সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১০. নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ক্ষতিগ্রস্ত কবিরহাট-ছমির মুন্সীরহাট সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪১০) এবং সেনবাগ-বেগমগঞ্জ গ্যাসফিল্ড-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪৪৬) উন্নয়ন

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ -রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর উপর পানগুচি সেতু নির্মাণ

২. বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকি (জেড-৮০৪৪) জেলা মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপরে নলুয়া বাহেরচর সেতু নির্মাণ

৩. খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত ৪২টি প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩০টি, সেতু নির্মান প্রকল্প ৬টি, আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ৫টি।

মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ

২. সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন

৩. যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৬) যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪. সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন

৫. ইজতেমা মহাসড়ক (আর-৩০৩) ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৬. ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) সড়ক উন্নয়ন

৭. শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

৮. সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) সড়ক উন্নয়ন

৯. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

১০. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন)

১১. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন)

১২. মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (আর-৩১৫)

১৩. হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৪) যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

১৪. সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ (আর-৩১২)

১৫. বাগেরহাট-চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

১৬. জয়পুরহাট-আক্কেলপুর-বদলগাছী (জেড-৫৪৫২) এবং ক্ষেতলাল-গোপিনাথপুর-আক্কেলপুর (জেড-৫৫০৮) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১৭. শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতিকরণ

১৮. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ

১৯. খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (জেড-৭০২৩)

২০. কেরানীহাট-সাতকানিয়া-গুনাগরী জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-১০১৯)

২১. ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকারণ ও মজবুতিকরণ

২২. বিজরা বাজার-হরিশ্চর জেলা মহাসড়ক ও হরিশ্চর-কাশিনগর-মিয়াবাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৩. ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-১০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৪. মরজাল বেলাব সড়ক ও পোড়াদিয়া বেলাব জেলা মহাসড়ক দুটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৫. চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা জেলা মহাসড়ক (জেড-৭০৩১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

২৬. বীরগঞ্জ-খানসামা-দাড়োয়ানী, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

২৭. ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গি-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০২) এর রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ অংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

২৮. পূনর্ভবা নদীর উপর ১১২.৫৬৬ মিটার কাহারোল সেতু নির্মাণ এবং বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৭) যথাযথমানে উন্নীতকরণ

২৯. মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

৩০. নোয়াখালী জেলার পেশকারহাট-চরএলাহী (জেড-১৪৩১) জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

২. বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ তম কিঃ মিঃ এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

৩. আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ১০৩.৪৩ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৪. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়কের ১ম কিলোমিটারে ৬৩.৭৯৮ মিটার (হেতালিয়া) ও ৭ম কিলোমিটারে ৭৫.৭৯৮ মিটার (মাদারসী) সেতু নির্মাণ

৫. কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) সড়কের ৭৯তম কিলোমিটারে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

৬. পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের (জেড-১০৭০) ৯ম কিলোমিটারে কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প

১. ঢাকা এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ

অন্যান্য প্রকল্প

১. ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/ পূনর্বাসন (২য় পর্যায়)

২. ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক (এন-০৫) হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-০৮) এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক (এন-০৮) হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম (এন-০১) মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মিডল রিং রোডের দক্ষিণ অংশ)

৩. টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর ঢাকা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

৪. Study on the Effect of Climate Change on National and Regional Highways of Bangladesh and Climate Resilient Design for Highways of the Costal Region

৫. Feasibility Study and Detailed Design for Construction of Kewatkhali Bridge over the river Brahmaputra at Mymensingh with Railway Overpass and 4-Lane Approach (including Service Road) Road

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়কের উদ্বোধন করেন। হাওরের বুক চিরে চলে যাওয়া ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ অলওয়েদার সড়কে মোট ৫৯০.৪৭ মিটার দীর্ঘ তিনটি পিসি গার্ডার, মোট ১৯০ মিটার দীর্ঘ ৬২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, মোট ২৬৯.৬৮ মিটার দীর্ঘ ১১টি আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষায় ভাঙন থেকে সড়ক রক্ষায় ৭.৬০ লাখ বর্গমিটার সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রটেকশনের কাজ করা হয়েছে। ৮৪৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সড়ক উদ্বোধনের ফলে কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা তিনটির মধ্যে সকল মৌসুমে যাতায়াত উপযোগী সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

হাওরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যবেষ্টিত এ সড়কটি ইতোমধ্যে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। বর্ষায় সড়কের দু'পাশে অথৈ জলরাশি, নির্মল বাতাস আর মনকাড়া ঢেউ, শুকনো মৌসুমে মাইলের পর মাইল ফসলি জমি, যেখানে সবুজ আর সোনালি রং মিলেমিশে একাকার। কখনো ঝকঝকে নীল আকাশ, কখনো আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। ভোরের সূর্য আর গোধূলীতে ভিন্ন রূপে সাজে হাওরের আকাশ। হাওরের বুকে বিশাল খোলা আকাশের রূপে মুগ্ধ ভ্রমণপিপাসুরা। উপরন্তু ২৬১.৮১ মিটার দীর্ঘ ভাতশালা সেতু, ১৭১.৯৬৪ মিটার ঢাকী সেতু ও ১৫৬.৭২ মিটার দীর্ঘ চিলনী সেতু সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকেই হাওরের নৈসর্গিক রূপ দেখতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এখানে ছুটে আসছে পর্যটক। তাই এ সড়কটি শুধু হাওরবাসীর চলাচল সুগমই করেনি, নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উদ্বোধন

বর্ষায় ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক

শুষ্ক মৌসুমে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক

বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২৩টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ১২টি মেগা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ

South Asia Sub-Reginal Economic Cooperation (SASEC) ফোরামটি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম । এ ফোরামের আওতায় সদস্য দেশসমূহের ২১টি উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাসেক উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট (ওএফআইডি) এবং আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেণ্ট (এডিএফডি) এর অর্থায়নে "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

"সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ" প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের একমাত্র করিডোরের জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়কটি ধীর গতির যানবাহনের পৃথক লেনসহ চার-লেনে উন্নীতকরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে ৯টি উড়াল সড়ক, ৫৩টি সেতু, ৭৬টি কালভার্ট, ১৩টি আন্ডারপাস, ৩০টি যাত্রী ছাউনি, সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ও পথচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল মহাসড়কের উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে এই মহাসড়কটি উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি ২০১৬ থেকে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসসহ সড়কের সম্পূর্ণ কাজ ২০২২ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ মহাসড়কটি সাসেক সংশ্লিষ্ট সকল দেশের মধ্যে দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নসহ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে যেমন ভূমিকা রাখবে, তেমনি রাজধানীর সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- ৬৮ কিলোমিটার মূল মহাসড়কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৫৩টি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৬টি উড়াল সড়কের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ৭২টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- ১১টি আন্ডারপাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- সড়কের উভয়পাশে ২৫ কিলোমিটার ড্রেনসহ ফুটপাত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- মূল সড়কের উভয়পাশের ১৪০ কিলোমিটার ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের মধ্যে ১১০ কিলোমিটারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নতুন সদর দপ্তর সড়ক ভবনের মূল কাঠামোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের এইচডিএম সার্কেলের জন্য অত্যাধুনিক সার্ভে যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে
- প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮০.১৮ শতাংশ।

সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক (এন-৪)

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত সড়ক ভবন

সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে ১৬,৬৬২.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন "সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাসেক ফোরামের উদ্যোগে গৃহীত দ্বিতীয় প্রকল্প। দেশের উত্তর-পশ্চিম করিডোর দিয়ে যোগাযোগ আরও উন্নত করার

লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গা হতে হাটিকামরুল হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং একস্তর নিচু দিয়ে উভয়পার্শ্বে পৃথক সার্ভিসলেন নির্মাণ করা হচ্ছে। মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে, বিমসটেক করিডোর এবং সার্ক হাইওয়ের অংশ হওয়ায় উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ মহাসড়কটি পরবর্তীতে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বাজার, নিচু এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা সহ আন্ডারপাস, ওভারপাস, ইউ-টার্ন, উড়ালসেতু সমূহের নিকটে মোট ৫০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা হবে, যার ফলে জলাবদ্ধতাজনিত সড়ক মেরামতের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে এবং জনগণের দূর্ভোগ লাঘব হবে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম সমুহের মধ্যে হাটিকামরুলে একটি মডিফাইড ক্লোভারলীফ ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ; এলেঙ্গা, কড্ডা, গোবিন্দগঞ্জ, মাটিডালী, পলাশবাড়ী এবং সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উড়ালসেতু নির্মাণ, সিরাজগঞ্জের ঝাওল এবং বগুড়ার তিনমাথা এলাকায় দুইটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ, ২৬টি নতুন সেতু নির্মাণ সহ বিদ্যমান ৭টি সেতু পূনর্বাসন, ৩৯টি আন্ডারপাস নির্মাণ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নির্মাণ তদারকি পরামর্শক কর্মরত এবং ৮টির মধ্যে ৭টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজের কাজ চলমান।
- অবশিষ্ট ১টি সড়ক নির্মাণ প্যাকেজের (WP-05) এবং হাটিকামরুল ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ প্যাকেজের (WP-13) ঠিকাদারকে নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান।
- সওজ এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিতব্য সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্ত প্যাকেজের (WP-14) ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সিসিজিপিতে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রোড অপারেশন ইউনিট প্যাকেজের (WP-15) দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান।
- ভূমি অধিগ্রহণ, পূনর্বাসন এবং ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ প্রায় ৭০% সমাপ্ত হয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪২৬৫.০১ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতিঃ ভৌত- ৩০.২০ শতাংশ এবং আর্থিক- ২৫.৬০ শতাংশ।

প্রস্তাবিত হাটিকামরুল ইন্টারচেঞ্জ

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যাত্রী, পণ্য ও কার্গো যানবাহনসহ বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ যানবাহনের দ্রুত, সহজ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে ১৬,৯১৮.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা (কাঁচপুর) হতে সিলেট পর্যন্ত ২০৯.৩২৮ কিলোমিটার মহাসড়ক পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ৬৬টি সেতু, ৩০৫টি কালভার্ট, ৭টি ফ্লাইওভার/ ওভারপাস, ৬টি রেলওভার ওভারপাস, ৩৭ টি ইউ-টার্ণ, ৮টি রাউন্ড এবাউট ও ২৬টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে মহাসড়কটির সীমিত ট্রাফিক ধারণ ক্ষমতা ও ক্ষতিগ্রস্থ পেভমেন্ট অবস্থার কারণে প্রত্যাশিত মাত্রায় ও বেগে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে এবং একই সাথে সড়ক নিরাপত্তা ব্যহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মহাসড়কটির দুইপাশে পৃথক সার্ভিস লেনের সংস্থান রেখে চার লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর অর্থায়নে এসআরটিপিপিএফ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক এবং পূর্ত কাজের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে নির্মিতব্য তারাবো রাউন্ড-এবাউটের প্রক্ষেপিত চিত্র

সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

তামাবিল বন্দরের সাথে সিলেট তথা সারা দেশের যোগাযোগ দ্রুততর এবং নিরাপদ করার মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং এআইআইবি'র অর্থায়নে ৩৫৮৩.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ৩টি পূর্ত প্যাকেজের মাধ্যমে সিলেট থেকে তামাবিল পর্যন্ত ৫৬.১৬ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক দুপাশে পৃথক এসএমভিটি লেনসহ চারলেনে উন্নীত করা হবে। এছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেটে মডিফাইড এসফল্ট এবং ইমালসন প্ল্যান্টসহ একটি সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং দরপত্র প্রণয়নের কাজ চলমান।

উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্য দিয়ে উপ-আঞ্চলিক সড়ক করিডোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪১৮৭.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৮.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের উভয়পাশে পৃথক সার্ভিসলেনসহ মূল সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। উল্লেখ্য যে মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে,সার্ক হাইওয়েজ করিডোর, বিমসটেক রোড করিডোর, সাসেক রোড করিডোর এর হাটিকামরুল অংশের সাথে যুক্ত। এছাড়া যশোর অংশে মহাসড়কটি বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মায়ানমার করিডোর এর সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২-লেন সার্ভিস লেনসহ ৪ লেনে ৪৮.৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নীতকরণ, ১ টি ফ্লাইওভার, ৪ টি সেতু, ৫৫ টি কালভার্ট, ১১ টি বাস বে ও ১ টি আন্ডারপাস নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া স্মার্ট হাইওয়ে নির্মাণের অংশ হিসেবে Intelligent Transportation System (ITS) ও Optical Fiber Cable ডিজাইন প্রণয়ন উক্ত প্রকল্পের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ। বর্তমানে প্রকল্পটির বিভিন্ন সেবা প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উইকেয়ার ফেজ ১: ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবিত সড়কের প্রক্ষেপিত চিত্র

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক

৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভারতীয় Line of Credit (LOC) এর আওতায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু, ০২টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৩টি আন্ডারপাস, ৩৬টি কালভার্ট , ১০টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে।
জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- পূর্ত কাজের প্যাকেজ ০১ ও ০২ এর ঠিকাদার কর্তৃক কাজ চলমান রয়েছে এবং প্যাকেজ ০৩ এর ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
- ২৪.৪ কিলোমিটার মহাসড়কে সড়ক বাঁধ নির্মাণ, ৮ টি সেতু ও ১ টি রেলওয়ে ওভারপাসের সাবস্ট্রাকচারের কাজ, ২০ টি কালভার্ট নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে।
- নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন
- প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৫.০২ শতাংশ।

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায় দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ৪২৬৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোরিডোর স্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটি ব্যবস্থা চালু হলে গাজীপুর-এয়ারপোর্ট রুটে প্রতি দিকে প্রতি ঘন্টায় ২৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এবং যাতায়াত সময় বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

<u>জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u>

সওজ অংশ:

- সকল সার্ভিস পাইল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং পিয়ার ক্যাপসমূহের অগ্রগতি ৯২.৩৯ শতাংশ
- ২৪,১২০ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ৬টি ফ্লাইওভারের Sub-Structure এর কাজ শেষে Super-Structure-এর কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ৭০.৭৯ শতাংশ বক্স গার্ডার সেগমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে
- সড়ক প্রশস্থকরণের কাজ ১৭৫৬০ মিটার সম্পন্ন হয়েছে
- ভৌত অগ্রগতি – ৫৯.৭৭ শতাংশ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ:

- সার্ভিস পাইল ৭১.৬২ শতাংশ,পাইল ক্যাপ ৬২.২২ শতাংশ, পিয়ার ৬২.২২ শতাংশ এবং পিয়ারক্যাপ ৪৭.২৭ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে
- ৬,৩০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে

- ৫৭৩টি আই-গার্ডার নির্মিত হয়েছে
- ভৌত অগ্রগতি - ২৯.৭০ শতাংশ

এলজিইডি অংশ:

- গাজীপুর বাস ডিপোর সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ৩৩,৬০০ মিটার সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় **১,৫৪০.১৩** কোটি টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের **৩৬.০৮** শতাংশ।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের আওতায় এয়ারপোর্টে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার

মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (সওজ অংশ)

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বহিঃবাণিজ্যিক চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দরের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ীতে উন্নয়ন সহযোগী জাইকার সহায়তায় মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করেছে। নির্মান সম্পন্ন হলে এটি হবে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর। প্রকল্পটি নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে দুইটি সংস্থা বাস্তবায়ন করবে। বন্দর অংশটি বাস্তবায়ন করবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মান করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭,৭৭৭.১৬ কোটি টাকা, তন্মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ৮,৮২১.৩৪ কোটি টাকা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ২০.৬৪৬ কিলোমিটার ৪ লেন মহাসড়ক (২-লেন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত এবং ২-লেন সার্ভিস মহাসড়ক) ও মোট ৭০৫৪ মিটার দীর্ঘ ১৭টি সেতু নির্মান করা হবে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট মেগা প্রকল্প (সেতু উন্নয়ন প্রকল্প)

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে নির্মিত পায়রা সেতু

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের লেবুখালী নামক স্থানে পায়রা নদীর ওপর ১৪৪৭.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪-লেন বিশিষ্ট ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সেতুটির স্প্যানের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার যা বাংলাদেশের নির্মিত/নির্মাণাধীন সেতুসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। পদ্মা সেতু এবং এ সেতুটির নির্মাণ সমাপ্ত হলে ঢাকা থেকে সাগর কন্যা কুয়াকাটার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ফলে কুয়াকাটায় দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগম বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, সেতুটি পায়রা বন্দরের পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। নদী শাসনসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে।

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে নির্মিত পায়রা সেতু

শীতলক্ষ্যা (২য় কাঁচপুর), ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

৭০২২.৮৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে ৪-লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ শীতলক্ষ্যা সেতু (দ্বিতীয় কাঁচপুর), মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতুসমূহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যান চলাচলের জন্য শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে ৩টি সেতুর এপ্রোচে ৩টি ফুটওভার ব্রীজসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।

৪-লেন বিশিষ্ট শীতলক্ষ্যা সেতু (২য় কাঁচপুর সেতু)

৪-লেন বিশিষ্ট গোমতী সেতু

৪-লেন বিশিষ্ট মেঘনা সেতু

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

জাইকার র্অথায়নে ২ হাজার ৯ শত ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলতি ব্যয়ে ওয়েস্টাণ বাংলাদশে ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৮২টি ঝুঁকিপূর্ণ ও সরু সেতু পুনর্নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ৭টি প্যাকেজের আওতায় ৫টি সড়ক জোনে ৬০টি সেতু ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.৭৩ শতাংশ।

ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নাটোর-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে নির্মিত আত্রাই সেতু

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

৩৬৮৪.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্ত ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) বাস্তবায়নাধীন আছে।

সেতু ও কালভার্টসমূহের অবস্থান:

ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক	- ৫টি সেতু
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক	- ৪টি সেতু
রামগড়-বাইরেয়ারহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	- ১৫টি (৮টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট)

নির্মিতব্য ১৭টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট ও ৯টি সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। ৪-লেন বিশিষ্ট সকল সেতুর উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে। কালনা সেতু নির্মাণসহ অন্যান্য সেতুসমূহ প্রতিস্থাপিত হলে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জুন ২০২১ নাগাদ কালনা সেতু নির্মাণের অগ্রগতি ৫২ শতাংশ। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪৬.২৬ শতাংশ।

নির্মাণাধীন কালনা সেতু

সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্প:

ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয় প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ

দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে হিসেবে ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-পদ্মাসেতু-ভাংগা মহাসড়কের মূল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে এ মহাসড়কটির শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৪১১১.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৯১.৫২ শতাংশ।

মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসয়ওয়ে

পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়ককে একস্তর নীচু দিয়ে উভয় পার্শ্বে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (ডাঙ্গা বাজার-ইসলামপুর লিংকসহ)

২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাঙ্গা -ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪৮৯.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৮.২৮ শতাংশ।

শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন

শরীয়তপুর জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৬৮২.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর-জাজিরা-নাওডোবা (পদ্মা ব্রীজ এপ্রোচ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২০৩০.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৫৩.৪৩ শতাংশ।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১৪৮৫.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪৮.৯৩ শতাংশ।

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম পর্যায়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০.৭৯ শতাংশ।

চলমান পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণকাজ

হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে লিংক প্রকল্প

১২০৯.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) ভিত্তিতে হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাংরোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

১১৯০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা জোনের আওতাধীন জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জোনের আওতাধীন বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত ৮১ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে।

সাপোর্ট টু ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীকরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ৩৮৮৫.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীককরণ এবং উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত ১,৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্রমবর্ধমান ওভারলোডের কারনে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ১৬৩০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের পূর্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প:

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি ৮৯৪.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি:

- ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- মূল সেতুর ১০ টি পিয়ার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন; বর্তমানে বক্স গার্ডার নির্মাণ কাজ চলমান
- ভায়াডাক্টের ১৫ টি পিয়ার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন; বর্তমানে বক্স গার্ডার নির্মাণ কাজ চলমান
- উভয় প্রান্তে সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫৫২.৭৩ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি ৬১.৮২ শতাংশ

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার ও সৌদি উন্নয়ন তহবিল (এসএফডি) এর যৌথ অর্থায়নে ৫৯৯.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ১২৩৪.৫০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে জাতীয় মহাসড়ক এন-১ এর সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- নদীর তলদেশে ১১৬ টি সহ মূল সেতু ও ভায়াডাক্টের মোট ২৮২ টি পাইল নির্মাণ সম্পন্ন
- মূলসেতু ও ভায়াডাক্টের মোট ৩৮ টি স্প্যানের সকল পিয়ার ও পিয়ারক্যাপ নির্মাণ সম্পন্ন
- সেতুর পশ্চিম প্রান্ত সৈয়দপুরে ভায়াডাক্ট অংশের ১৩ টি স্প্যানের প্রি-কাস্টবক্স-গার্ডার নির্মাণ ও স্থাপন সম্পন্ন
- নদীর পূর্ব প্রান্ত মদনগঞ্জে ভায়াডাক্ট অংশের ২০ টি স্প্যানের প্রি-কাস্টবক্স-গার্ডার নির্মাণ ও স্থাপন কাজ চলমান
- মূল সেতুর ৫ টি স্প্যানের কাস্ট-ইন-প্লেস টুইনবক্স-গার্ডার নির্মান কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে ।
- নদীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ চলমান
- ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৭৮.৬৮ কোটি টাকা। সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৮৩.০০ শতাংশ

শীতলক্ষ্যা নদীর উপর মূল সেতু

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে সরকার কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে জাইকার অর্থায়নে ১২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য জাইকার অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মাতারবাড়ি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২.৬৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ / পুনর্বাসন এবং কোহেলিয়া নদীর উপরে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মিত হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৪.৯৭ শতাংশ।

কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর আর্থিক অনুদানে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কের কক্সবাজার-টেকনাফ অংশের উন্নয়নের নিমিত্ত ৪৫৮.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দু'টি চুক্তির আওতায় মহাসড়কটির ৫০ কিলোমিটারের উন্নয়ন কাজ চলছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬২.৪৪ শতাংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৬০টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় ৭২টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত এবং ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ১০ টি প্রকল্প/কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ, নেত্রকোণা জেলায় মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ বালাই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পিপিপি ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস সড়ক উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, আশুগঞ্জ-নবীনগর সড়ক পাকাকরণ, নারায়ণগঞ্জে বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় দুধকুমর নদীর ওপর সোনাহাট সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর ওপর লেবুখালী সেতু নির্মাণ ইত্যাদি অন্যতম।

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম:

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় Public Private Partnership (PPP) পদ্ধতিতে বাস্তাবয়নের জন্য ৬টি প্রকল্প তালিকাভুক্ত ছিল। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

- উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেন উন্নীতকরণের জন্য ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের জন্য Financing Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। Independent Engineer নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সার্পোট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা-বাইপাস) শীর্ষক লিংক প্রকল্পের অগ্রগতি ২৫.৭৫ শতাংশ।

ঢাকা বাইপাস ৪-লেনে উন্নীতকরণের অংশ হিসেবে নতুন কাঞ্চন সেতুর পাইলিং এর চিত্র

- পৃথক সার্ভিসলেনসহ হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (চিটাগাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংক মহাসড়কসহ) পিপিপি ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত বিনিয়োগকারী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য একটি Link Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী হয়েছে।
- উভয়পাশে সার্ভিসলেনসহ গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়ে-তে উন্নীতকরণের নিমিত্ত CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত Transaction Advisor কর্তৃক দাখিলকৃত চুড়ান্ত Feasibility Study রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সাপোর্ট প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।
- পিপিপি পদ্ধতিতে উভয়পাশে সার্ভিস লেনসহ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ-এর লক্ষ্যে CCEA কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটি জাপানের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক BUET কে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাক্কলনসহ Financial Modelling এবং সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান।
- ঢাকা আউটার রিং রোড: দক্ষিণ অংশ (কড্ডা-ঢাকা ইপিজেড-বাইপাইল-নবীনগর-হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু এপ্রোচ-মুক্তারপুর সেতু এ্যপ্রোচ) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক Technical Study সম্পন্ন হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান।
- ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন-৩) এক্সপ্রেসওয়ে কোরিয়ান জি টু জি ভিত্তিক পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Transaction Advisor নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজিটাল কার্যক্রম

এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ Axle Load Control Station এর কর্মকান্ড ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেমএর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ই-নথির ব্যবহার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম

ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প, সেতুর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ Available নথিসমূহ ডিজিটালাইজ করার জন্য সংরক্ষন হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় নথিসমূহ সহজে এবং দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে। ডিজিটাল আর্কাইভ করার মাধ্যমে নথির গোপনীয়তা সংরক্ষিত থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে নষ্ট হওয়া বা দূর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়া এমনকি সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহারের অনুপযোগী ডকুমেন্ট সমূহ ব্যবহারের উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব । প্রয়োজন অনুযায়ী ডকুমেন্ট সমূহ Serching এর মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।

Tenderer Database Management System

এ অধিদপ্তরের ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে মূল্যায়ন করার নিমিত্তে ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ, Tenderer Database Management System (TDMS) তৈরী করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় Tenderer Database Management System এর ব্যবহার করা হচ্ছে।

ই-জিপি

২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,৭৮৯ টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে ।

প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (ADP) পাশাপাশি সরকারী বরাদ্দকৃত প্রকল্প, উপ প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (PrMS) এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়।

মনিটরিং এ্যাপস

অত্র দপ্তরের জন্য সড়ক ও সেতু মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য মনিটরিং এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে।

মনিটরিং এ্যাপস এর মাধ্যমে সড়ক ও সেতু মনিটরিং কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও কর্মচারীদের পেশাগত উন্নতি ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে হালনাগাদ রাখার জন্য সড়ক ও জনপথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত বিভিন্ন কারিগরি ও চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২০৩ দিনে সর্বমোট ৮২ টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যার মাঝে রয়েছে সরকারি চাকুরি আইন-২০১৮, সচিবালয় নির্দেশমালা, জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস ইত্যাদি চাকুরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ই-জিপি, ই-নথি, ডায়নাসিম, ফিল্ডবাজ সফটওয়্যার, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি, অটোক্যাড বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ। এছাড়াও ৩৮তম বিসিএস এ যোগদানকৃত ৪০ জন সহকারী প্রকৌশলীর জন্য বিভাগীয় পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০ এর মার্চ মাস থেকে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকায় প্রশিক্ষণ সাময়িক বিরতি থাকলেও জুন, ২০২০ থেকেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে এক নতুন যুগে পা দিয়েছে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য একটি ওয়েবসাইট (www.rhdtcbd.com) তৈরী করা হয়েছে, যা অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে সকল কর্মকর্তার জন্য উন্মুক্ত করেছেন। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং Continuous Professional Development Profile এর মাধ্যমে তাদের বিগত সময়ের অংশগ্রহণকৃত কোর্সসমূহ এবং কর্মঘন্টা দেখতে পারবেন।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৩.৬ অর্জনের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর National Road Safety Strategic Action Plan অনুযায়ী প্রকৌশলগত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে 'সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি নির্দেশিকা' প্রকাশ করা হয়েছে। এ সময়ে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের বিশ্রামহীনতা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার নিমসার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের জগদীশপুর, ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের পাঁচিলা ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাগুড়ার লক্ষ্মীকান্দর-এ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৪টি বিশ্রামাগার নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কুমিল্লা এবং সিরাজগঞ্জে বিশ্রামাগার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। মাগুরা সড়ক বিভাগের আওতাধীন বিশ্রামাগার নির্মানের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। অতিশীঘ্র সাইট হস্তান্তরের মাধ্যমে নির্মান কাজ শুরু করা হবে। হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন বিশ্রামাগার নির্মানের জন্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়া সম্পূর্নপূর্বক পরবর্তীতে ভৌত কাজ শুরু করা হবে।
- সম্প্রতি সড়ক নেটওয়ার্কের ৩০০.০০ কিলোমিটার অংশে রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরোও ২০০.০০ কি.মি. রোড সেফটি অডিট করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- জিওবি অর্থয়ানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ''জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন'' অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সার্বিক সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাইন ও রোড মার্কিং, বাস-বে নির্মানসহ মহাসড়কে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরের উন্নয়ন সাধন করা।
- সওজ সড়ক নেটওয়ার্কে অবস্থিত ৬৯৩টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের নিমিত্ত একটি স্টাডি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত স্টাডি এর ডিজাইন অনুযায়ী যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সড়কের ইন্টারসেকশন ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- সওজ এর আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমূখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (ওজন সীমা) স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মহাসড়কে পন্যবাহী যানবাহনের ওভারলোডিং-এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি নিরসন করতঃ সড়কের আয়ু বৃদ্ধি পাবে। ফলে সড়কে যান চলাচলের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে তথা যানজট নিরসন হবে।

- কোরিয়ান সরকারের Korean International Cooperation Agencies (KOICA) এর সহায়তায় Improving the Reliability and Safety in National Highway Corridors of Bangladesh by Introduction of ITS (Intelligent transport systems) প্রকল্পে আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য ITS মাস্টার প্ল্যান, ITS নির্মাণকৌশল, ITS স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা হবে। এ প্রকল্পে Taffic Management Centre (TMC) স্থাপন করা হবে এবং বাংলাদেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা-মাওয়া সড়কাংশে প্রথম ITS পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা করা হবে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে ট্রাফিক মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা করা হবে, ফলে তাৎক্ষনিক যানজট নিরসনের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন যান চলাচল নিশ্চিত করা যাবে।
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক সুপারিশ এর (১১১টি) আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও ব্যবস্থা গ্রহন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- এছাড়া বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দফাসমূহ- রোড সেফটি সেল প্রতিষ্ঠা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দুর্ঘটনা তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল Enforcement সিস্টেম ও পরস্পর সংযুক্ত তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা, রোাড সেফটি কাজের ষ্ট্যান্ডার্ড প্রতিষ্ঠা, ঝুকিঁপূর্ণ স্থান/করিডোর চিহ্নিত এবং সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, যানবাহন পর্যবেক্ষন কেন্দ্র এবং ড্রাইভারদের জন্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা, Post-Crash Response সিস্টেম তৈরী করা, সড়কে উপকারভোগীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উপকারভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সড়ক নিরাপত্তার উপর গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা উল্লেখযোগ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচীসমূহের বিবরণ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর আকাশে বাতাসে বজ্রকণ্ঠ, তোমার কণ্ঠস্বর এই থিম সং নিয়ে মুজিব বর্ষ উদযাপন করছে সমগ্র জাতি। এরই অংশ হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর তার প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সকল দপ্তর সমূহে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সড়ক ভবন, অডিটোরিয়াম, তেজগাঁও'তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবন ও কর্মের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রধার অতিথি, জনাব ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশর্ত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ও সাবেক মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মূখ্য আলোচক, জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আলোচক, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রধান কার্যালয়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ের দপ্তরসমূহে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত করে বিশেষ আলোক সজ্জা, আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, মহাসড়ক নেটওয়ার্কের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কাংশ/ফ্লাইওভার/সেতু/ইন্টারসেকশন/রেলওয়ে ওভারপাস সজ্জিতকরণ এবং সুবিধাজনক স্থানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি/চিত্রকর্ম স্থাপন/প্রদর্শন করা হয়।

০৬ মার্চ ২০২১ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করা হয়। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত সকল দপ্তর/সংস্থা সমূহের প্রধানগণ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ এতে অংশ গ্রহণ করেন।

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁওতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা সভা, মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ক্ষতিগ্রস্ততা এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সময়কাল ও তার ধারাবাহিকতায় মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পুনঃনির্মাণ প্রতিফলিত করে “সড়ক বিনির্মাণের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু” শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনা তৈরী করা হয়।

সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন মেনেচলা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে সড়ক ও জঅনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বছরব্যাপী বিশেষ প্রচারণা ও কর্মসূচী পালন করা হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বনিত ব্যানার, ফেস্টুন দিয়ে সারা দেশে প্রচারণা চালানো হয়। সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেনতা করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসমূহ প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুজিবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত এক কোটি বৃক্ষরোপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তারই ধারাবাহিবতায় প্রত্যেকটি সড়ক বিভাগে কমপক্ষে ১০০০টি গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সড়ক ও সড়কপার্শ্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কার্যক্রম জোরদার করা হয়।

নব নির্মিত ভবন, তেজগাঁওতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক নেটওয়ার্ক এবং বর্তমান পর্যন্ত নির্মিত আধুনিক সব নেটওয়ার্ক প্রতিফলিত করে একটি মুর‍্যাল নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

জোনভিত্তিক কার্যক্রম

জোনভিত্তিক কার্যক্রম

মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডকে দক্ষতার সাথে গতিশীল রাখার স্বার্থে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহকে ১০ (দশ) টি জোন; ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রকল্পসমূহ ব্যতীত সড়ক ও জনপথের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পরিচালন খাতের ব্যয় এই ১০ (দশ) টি জোনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের মোট বরাদ্দ ছিল ১২০৯৯.৯১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১০৫৯৮.২৬ কোটি টাকা সমমূল্যের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। মাঠপর্যায়ের জোন সমূহতে উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

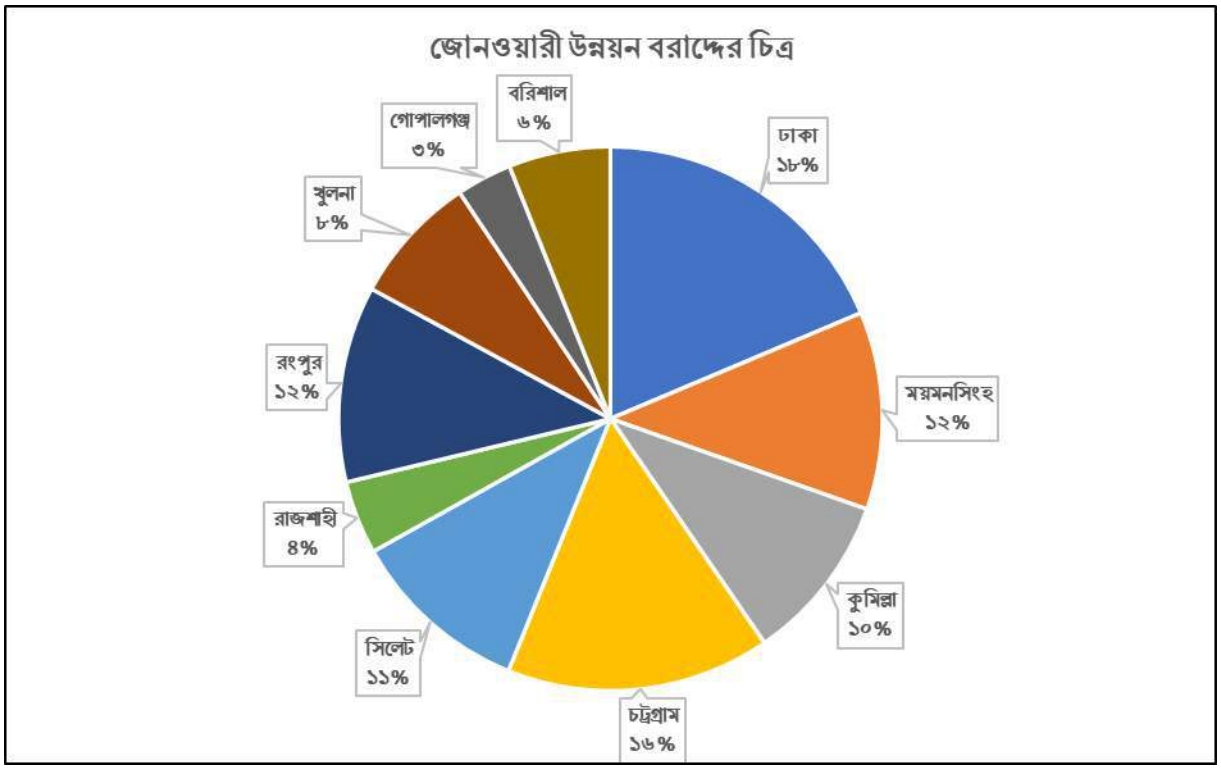

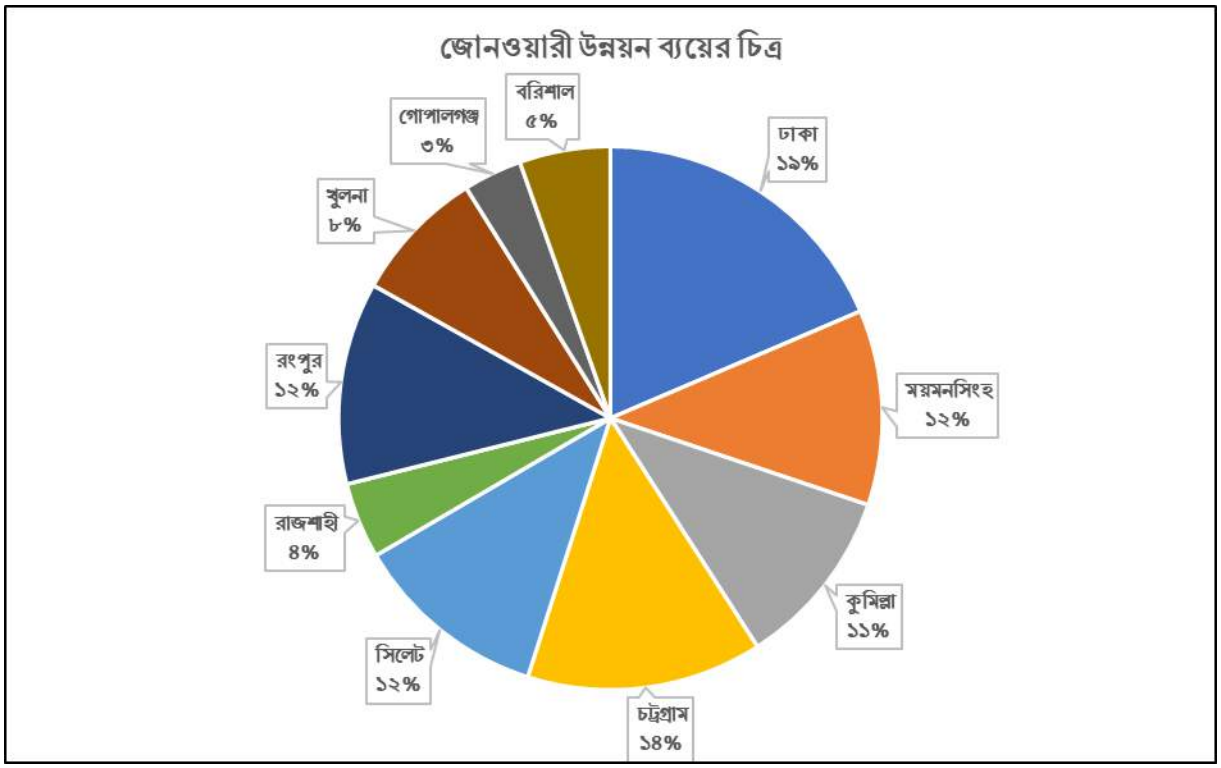

পরিচালন খাতের বরাদ্দের মাধ্যমে সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ জাতীয় কাজ যথা বিটুমিনাস কার্পেটিং, ওভারলে, সীলকোট, সেতু ও কালভার্ট মেরামত, ড্রেন মেরামত, রক্ষাপ্রদ কাজ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনে মোট ২৬৫৫.৬৪ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে ২৬৫৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। মাঠপর্যায়ের জোন সমূহতে পরিচালন বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

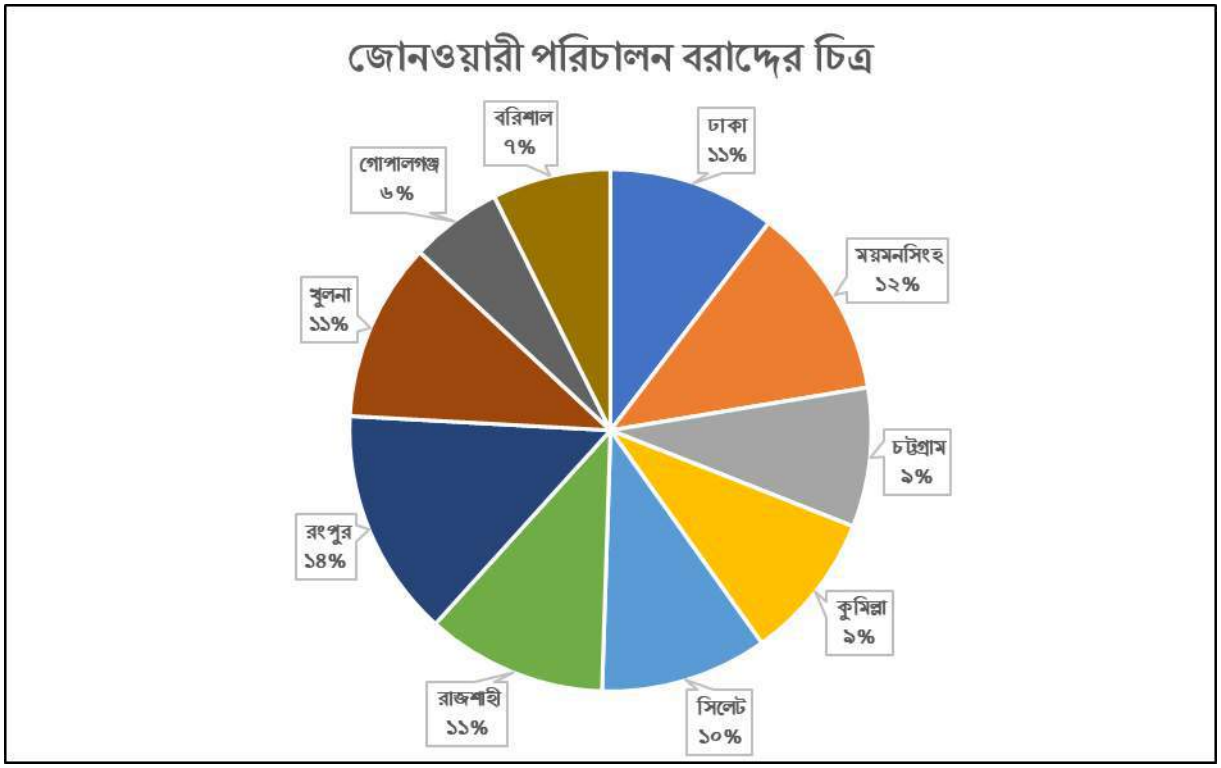

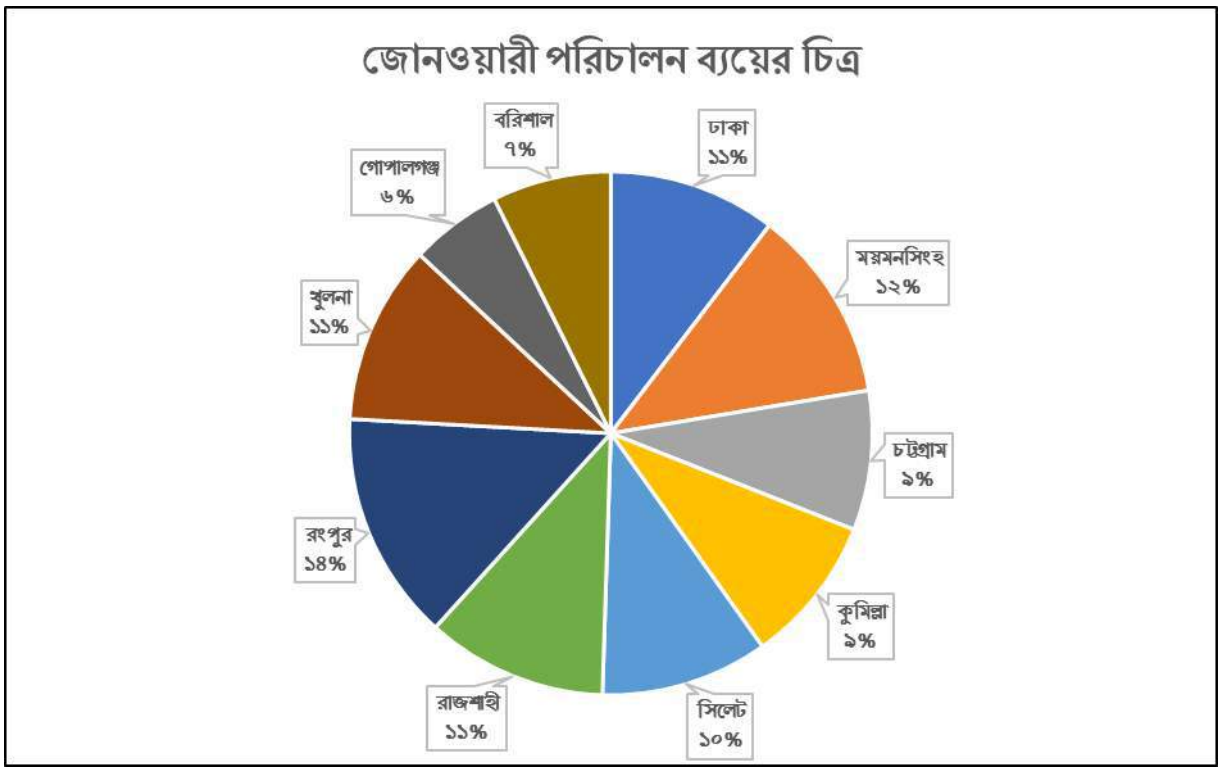

ঢাকা জোন

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে ঢাকা সড়ক জোন গঠিত । ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগ নিয়ে ঢাকা সার্কেল এবং নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী সড়ক বিভাগ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ৬৮টি জেলা মহাসড়ক, ৩৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে । ঢাকা জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৮৬৮.১৭ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	১০০.৪৪	৭০.৬৯	১০৫.৪৮	২৭৬.৬১
গাজীপুর	১০৩.০৭	২১১.১৮	৯৮.৮৭	৪১২.১৩
মানিকগঞ্জ	৭৩.৩৩	৮০.৮৬	৮৫.৩০	২৩৯.৪৯
নারায়ণগঞ্জ	৮৯.১০	৮৮.২৪	৭৪.৫৭	২৫১.৯১
মুন্সীগঞ্জ	৩৮.৫৭	১০৩.১৮	১৮২.৯৮	৩২৪.৭৪
নরসিংদী	৬২.৬১	১৩৫.৪১	১৬৫.২৭	৩৬৩.৩০
সর্বমোট	**৪৬৭.১৩**	**৬৮৯.৫৬**	**৭১১.৪৮**	**১৮৬৮.১৭**

ঢাকা সড়ক জোনের আওতায় কংক্রিট সেতু ৪০৪টি (২৬৬৮১.৩৯ মিটার), বেইলী সেতু ৬১টি (২৫৬৬.৩৫ মিটার), ৯২৪টি কালভার্ট (৬৪৭৬.৩৬মিটার) রয়েছে। এ জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫৬১.৮৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।এ জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫৬১.৮৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

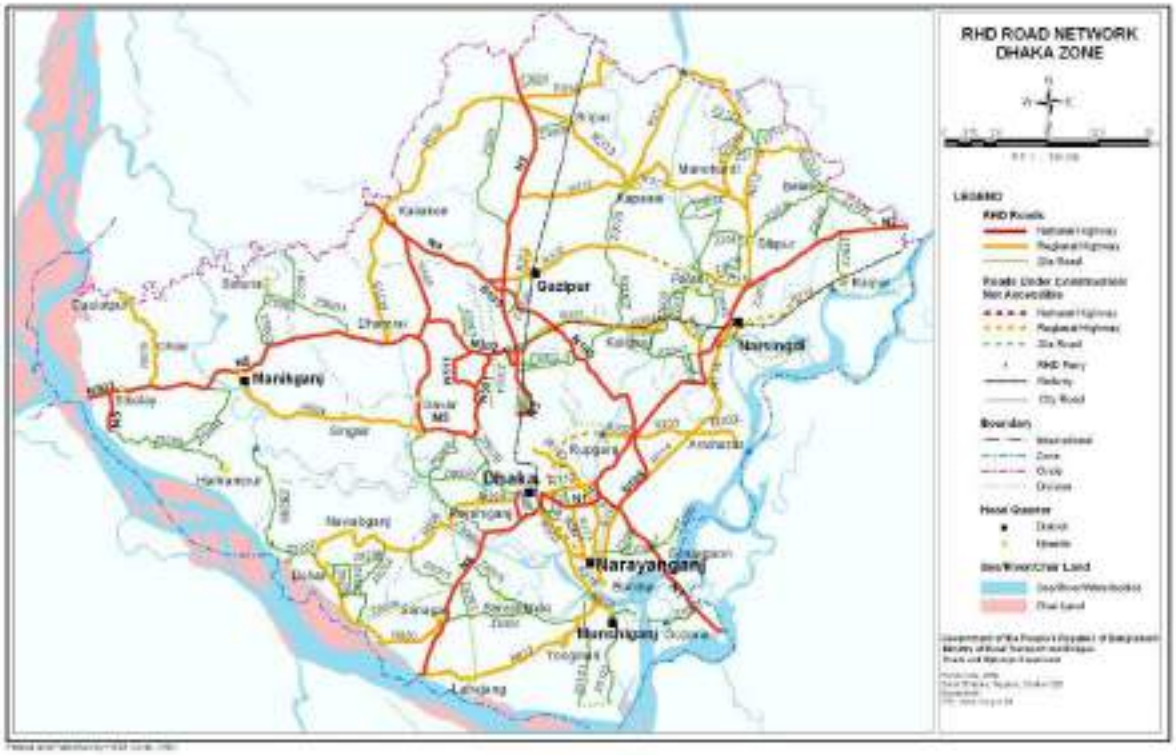

ঢাকা জোনের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ঢাকা জোনে ২৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ২২৫৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৬৬.৬৮ কোটি টাকা (৮৭.১৭%) ব্যয় হয়েছে। এ জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫৬১.৮৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প:

ইজতেমা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

টঙ্গী বাইপাস (আর-৩০৩) মহাসড়কটি ইজতেমা মহাসড়ক হিসেবে পরিচিত। ৪৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইজতেমা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৩ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নতিকরণসহ ৯৪.৩৭ মিটার দীর্ঘ দৃষ্টিনন্দন কামারপাড়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি ৪ লেনে উন্নতিকরণের ফলে ঢাকা শহরের প্রবেশমুখে যানজট হ্রাস পাবে ।

ইজতেমা মহাসড়কে নির্মিত কামারপাড়া সেতু

মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক উন্নয়ন

৩১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২.৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে উক্ত মহাসড়কে দুর্ঘটনা হ্রাস পাবেমাওনা-ফুলবাড়িয়া-

কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ঢুলিভিটা) মহাসড়ক

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

ঢাকা থেকে বিকল্প রুটে মানিকগঞ্জ জেলায় যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ২৭৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন প্রকল্প

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

ঢাকা থেকে গাজীপুর জেলার সালনা হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মহাসড়ক এর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ২৫২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়ক

মরজাল-বেলাবো সড়ক ও পোড়াদিয়া-বেলাবো জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ১৭.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মরজাল-বেলাবো সড়ক ও পোড়াদিয়া-বেলাবো জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৮১.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবেরচর-গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণসহ ৩টি সেতু ও ১ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

আরিচা(বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ৯৯.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৩.৪৩ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

আরিচা(বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল সড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে নির্মিত পিসি গার্ডার সেতু

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

৪.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক(এন-০৫) হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক(এন-০৮) এবং ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক(এন-০৮) হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (এন-০১) সংযোগ স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মিডল রিং রোডের দক্ষিন আংশ) প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ সম্ভবতা সমীক্ষার আলোকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মধ্যে সংযোগ সড়ক স্থাপনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

চলমান প্রকল্প:

যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের পুর্বাঞ্চল থেকে রাজধানী ঢাকায় আগমন ও নির্গমনকারী যানবাহনের চলাচলের সুবিধার্থে ৩৬৮.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮.৪৪৫ কিলোমিটার সার্ভিস লেন নির্মাণসহ ৫.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৩.৫৯ শতাংশ।

যাত্রাবাড়ী (মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার)-ডেমরা (সুলতানা কামাল সেতু) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

নারায়নগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়)-৬ লেনে উন্নীতকরণ

সাইনবোর্ড-নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৪৪৯.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়নগঞ্জ লিংক সড়ক (আর-১১১) (সাইনবোর্ড-চাষাড়)-৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই অঞ্চলে সময় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিবহন সহজতর হবে।

ঢাকা(মিরপুর)-উত্থুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক(এন-৫) এর প্রশস্তকরণসহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ

৬৯৬.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা(মিরপুর)-উত্থুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক(এন-৫) এর নবীনগর হতে নয়াহাট ও পাটুরিয়াঘাট এলাকা প্রশস্তকরণসহ আমিনবাজার হতে পাটুরিয়া ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড এলাকা ডেডিকেটড লেনসহ সার্ভিস লেন ও বাস-বে নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা (মিরপুর)-উত্থুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কে যানজট সমস্যা নিরসন হবে এবং সড়কটিতে যাচবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা ফিরবে । জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৪.৫২ শতাংশ

ঢাকা (মিরপুর)-উথুলী-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কে ডেডিকেটেট লেন নির্মাণ

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯২.২৩ শতাংশ।

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

ঢাকা জোনের আওতাধীন ঢাকা, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগের মোট ১৩৩.৪৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৫৮.৪৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ২টি সেতু এবং ৩৯টি কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৬.৭৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ঢাকা	ভাষানটেক-দেওয়ানপাড়া-কালসি মহাসড়ক (জেড-৩০০৫)	৩.২৯০
	জিরাবো-তৈয়বপুর-দিয়াখালী-তাজপুর মহাসড়ক (জেড-৩০০৭)	৬.৬৪০
	মাতুয়াইল-নিউটাউন-কোনাপাড়া-মানিকদি-শেখের জায়গা মহাসড়ক (জেড-১১০২)	৪.১০০
	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	১৬.২০০
নরসিংদী	শিবপুর-দুলালপুর-লাকপুর-হাতিরদিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৪৪)	১৬.৮০০
	শিবপুর-দরিয়াপুর-কামরাবো-বেলাবো জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৫)	১৫.৬৩০
	ঘোড়াশাল টান ষ্টেশন-ধলাদীয়া-পলাশ (গাবতলী)-ফুলবাড়ীয়া চরসিন্দুর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৭)	১২.৫০০
	জিহাসতলা-শেখেরচর জেলা মহাসড়ক (জেড-২০৩৮)	৪.৫০০
গাজীপুর	শ্রীপুর-বৈরাগীরচালা মহাসড়ক (জেড-৩০০৯)	৫.৩৭৬
	কালিগঞ্জ-তুমুলিয়া-উলুখোলা মহাসড়ক (জেড-৩০১০)	৬.৯৫৭
	মাওনা (এমসি বাজার)-শিশুপল্লী মহাসড়ক (জেড-৩০২৬)	৪.০১৫
মুন্সীগঞ্জ	তুরাগ-রুহিতপুর-বাউরভিটা জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৯)	৬.৬০০
	নিমতলী-সিরাজদীখান-কাকালদী জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৫)	৭.৫০০
	শ্রীনগর (হাসাড়া)-আলমপুর-শ্রীবরামপুর (সিরাদীখান)-নওয়াবগঞ্জ (কাসুর) জেলা মহাসড়ক (জেড-৮০০৩)	৩.৯৫০
মানিকগঞ্জ	বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৪)	৬.৯৪০
	গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০৬৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ	১২.৪১০

গোলড়া-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক উন্নয়নের প্রতিরক্ষামূলক কাজ

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৪০৯.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক(জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ করতে ৩৮৮.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির আমিন বাজার, সালেহপুর ও নয়ারহাট নামক স্থানে ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৮ শতাংশ।

নির্মাণাধীন নয়ারহাট সেতু

ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্প

আরিচা (বরংগাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর- টাংগাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) (টাংগাইল অংশ) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেল দুটির মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ১৬৪২.৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪১.৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আরিচা (বরংগাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর- টাংগাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (টাংগাইল অংশ) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়ক (এন -৫) এ ৯ টি বাস বে নির্মাণসহ গাবতলী সেতুর আমিন বাজার প্রান্তে ১ টি ইউলুপ নির্মাণ

সম্ভাব্য ৪২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়ক (এন -৫) এ ৯ টি বাস বে নির্মাণসহ গাবতলী সেতুর আমিন বাজার প্রান্তে ১ টি ইউলুপ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

ঢাকা সড়ক জোনে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ২৭৫.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ঢাকা জোনে ৩৭.৭৫ কিলোমিটার ওভারলে, ১১১.৬০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১.৯৯ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৮.৮০ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১১৯.৯৫ কিলোমিটার এসবিএসটি, , ৪৬.৪৭ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ২৯.৮৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৭৩৩৮ মিটার এইচবিবি, ৮১৪ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৬৬২ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ২০৪.০৮ মিটার দীর্ঘ ৬টি সেতু ও ১ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ সড়ক জোন গঠিত ময়মনসিংহ ও জামালপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে। ময়মনসিংহ সড়ক সার্কেলে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ এবং জামালপুর সড়ক সার্কেল জামালপুর, শেরপুর ও টাংগাইল সড়ক বিভাগ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮১ টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬১০.১২ কিলোমিটার।

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়কের বিবরনঃ

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
জামালপুর	১৯.৭৩	১৬৫.৬৭	১৬৩.০৪	৩৪৮.৪৪
কিশোরগঞ্জ	৩.২৭	১৩৭.৪৯	২৮৬.০৭	৪২৬.৮৩
ময়মনসিংহ	১০১.৯১	৯২.৭৭	৩৭৪.৬১	৫৬৯.২৯
নেত্রকোণা	-	৫২.৬৪	৩১৬.১৯	৩৬৮.৮৩
শেরপুর	২৮.০০	৬৩.২৮	২২৮.৫৬	৩১৯.৮৪
টাঙ্গাইল	১৩২.৯২	৬৭.২৬	৩৭৬.৭২	৫৭৬.৯০
সর্বমোট	**২৮৫.৮৩**	**৫৭৯.১২**	**১৭৪৫.১৮**	**২৬১০.১২**

ময়মনসিংহ সড়ক জোনের আওতায় ৩৭২টি কংক্রিট সেতু (২১৮০০.৪৪ মিটার), ৬১টি বেইলী সেতু (২৭৮৭.৭৭ মিটার), ১৭৩০টি কালভার্ট (৭৯১২.৪০ মিটার) রয়েছে। সড়ক জোনের অধীনে ৮টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৭.১৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

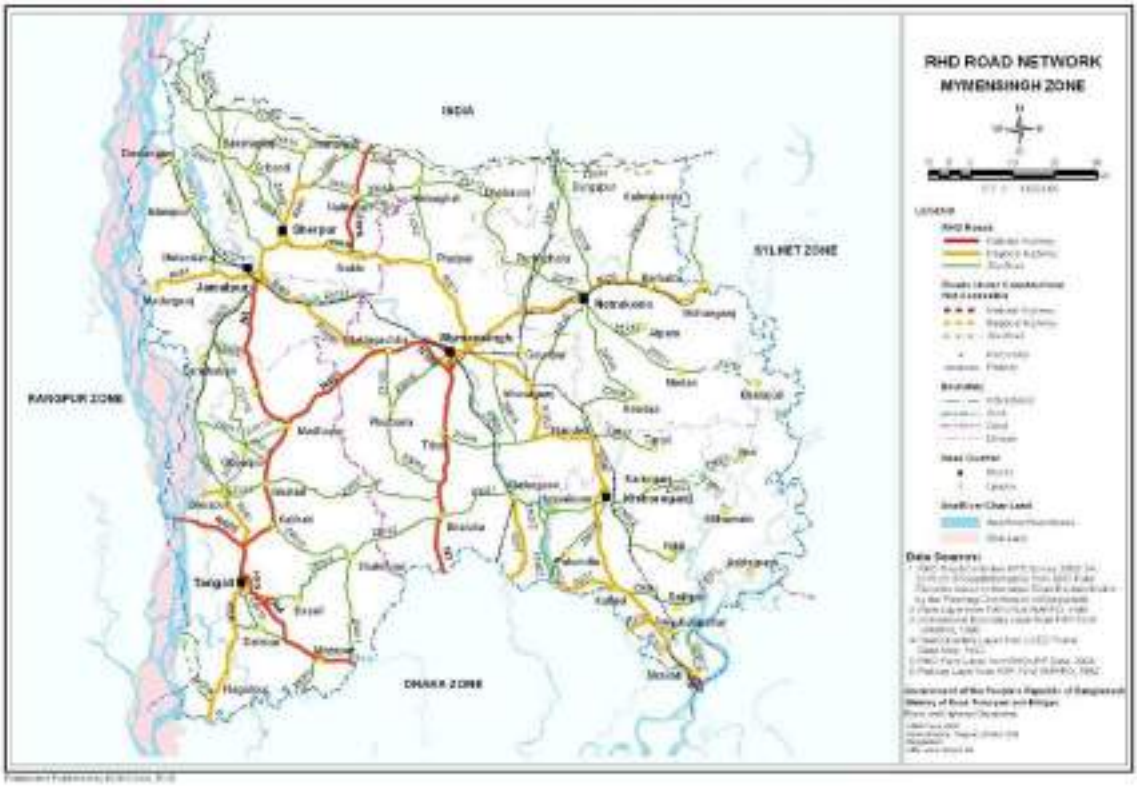

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ময়মনসিংহ জোনে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৪২১.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৩১.১৮ কোটি টাকা (৮৬.৬১%) ব্যয় হয়েছে। এ উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প:

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ

৮৪৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা তিনটি সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

নেত্রকোনা জেলার পর্যটনসমৃদ্ধ বিরিশিরি ও দুর্গাপুর এর সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ২৬৯.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর মহাসড়ক

ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ

৯৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ত্রিশাল ও নান্দাইল উপজেলার মধ্যে পণ্য পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

ত্রিশাল-বালিপাড়া-নান্দাইল (কানুরামপুর) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

চলমান প্রকল্প:

নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

২৬১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৮.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনা জেলার সাথে বিশিউড়া ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার নিরাপদ ও উন্নত যোগাযোগ স্থাপিত হবে। । জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৯১.৮৯ শতাংশ।

নির্মাণাধীন নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৪) প্রশস্থকরণ

৫২৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে জামালপুর পর্যন্ত ৭৭.৬০ কিলোমিটার **মহাসড়ক উন্নয়ন করতে** করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার থেকে ৯.১০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নতিকরণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলেঙ্গা হয়ে কালিহাতি, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর, ধনবাড়ী, জামালপুর সদর হয়ে সরিষাবাড়ী পর্যন্ত সাশ্রয়ী ও কার্যকরী রুট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর ফলে অত্র অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পপণ্য সারাদেশে পরিবহন ও বাজারজাত করার সুযোগ অবারিত হবে। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.৯৫ শতাংশ।

এলেঙ্গা-জামালপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা)

৫৫৯.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। নেত্রকোনা জেলার ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলার ৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং ৩১টি সেতু ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পে সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা এবং ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৫.৭২ শতাংশ।

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

৮৫৫.৪৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহের সঙ্গে শেরপুর জেলার যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও গতিময় হওয়ার পাশাপাশি দূর-দূরান্তের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থান গারো পাহাড়ের পাদদেশে পর্যটন সুবিধার আরো বিকাশ ঘটবে। জুন ২০২১ এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০.৯২ শতাংশ।

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-ফুলপুর-নকলা-শেরপুর (আর-৩৭১) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ময়মনসিংহ জোনে ৭৯১.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৫১.৫২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৬.৩২ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (ময়মনসিংহ অংশ)	১৫.০০০
	গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়ক (আর-৩১৪)	২৪.৩০০
নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ (ডিসি অফিস)-রঘুরামপুর-নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-৩৭০) (নেত্রকোণা অংশ)	২১.০০০
শেরপুর	জামালপুর-শেরপুর-বনগাঁও মহাসড়ক (আর-৪৬০)	৩৪.৭০০

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরব বাজার অংশ) মহাসড়ক (আর৩৬০) (কিশোরগঞ্জ অংশ)	৫৬.৫২০

ময়মনসিংহ (রঘুরামপুর)-কিশোরগঞ্জ (বাটুলী)-ভৈরব বাজার (কিশোরগঞ্জ ভৈরব বাজার অংশ) মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

ময়মনসিংহ জোনের আওতাধীন ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগের মোট ২৪৪.৬১ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫৬৮.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯২.৯৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
ময়মনসিংহ	ভালুকা-সখিপুর মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩০)	৬.৩০০
	ময়মনসিংহ-ফুলবাড়ীয়া মহাসড়ক উন্নয়ন	৫.০০০
	ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩০৩৩)	৪৫.৪৪৮
	ফুলপুর-হালুয়াঘাট-তিনকোণী মোড় মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭১১)	২৩.৬৬০
	নালিতাবাড়ী-বড়ুয়াজানি-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক (ময়মনসিংহ অংশ) (জেড-৩০৪০)	৮.৯৫০
নেত্রকোণা	নেত্রকোণা-পূর্বধলা-হগলা-ধোবাউড়া মহাসড়ক উন্নয়ন (জেড-৩৭০৭)	১৫.০০০
	নেত্রকোণা-বিরিশিরি মহাসড়ক	৬.৫০০
কিশোরগঞ্জ	উজানচর-বাজিতপুর-অষ্ট্রগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৩৬০১)	১৫.৭৫০
	নান্দাইল-আঠারোবাড়ী-কেন্দুয়া মহাসড়ক	৯.০০০

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
১	২	৩
জামালপুর	ইসলামপুর থানা সাব-রেজিস্টার অফিস-হাকিম চেয়ারম্যানবাড়ী-রিশিপাড়া (জেড-৪৬২২)	২.৯০০
শেরপুর	শ্রীবর্দী-ভায়াডাঙ্গা-ঝিনাইগাতি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	২৯.০০০
	নালিতাবাড়ি- বরুয়াজানী-বাঘাইতলা-হালুয়াঘাট মহাসড়ক	১২.০০
টাঙ্গাইল	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল মহাসড়ক (জেড-৩০৩৭)	৪২.১০০
	পোড়াবাড়ী (ঘাটাইল)-সারিয়াজানি-গোপালপুর-জনন্নাথগঞ্জ-সরিয়াবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৪০১৭	২৩.০০০

নেত্রকোণা-বিরিশিরি জেলা মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সাথে চামড়াঘাট বন্দরের সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৭৩১.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৭.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণসহ ছয়না-যশোদল-চৌদ্দশত বাজার সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট জেলা মহাসড়কে রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের সাথে পাকুন্দিয়া উপজিলা হয়ে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কিশোরগঞ্জ (বিন্নাটি)-পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর-টোক জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নেত্রকোনা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে কেন্দুয়া উপজেলা হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ৭১০.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নেত্রকোণা-কেন্দুয়া-আঠারবাড়ী-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছ।

জামালপুর-চেচুয়া-মুক্তগাছা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ (ব্রাক্ষপুত্র এপ্রোচসহ)

জামালপুরের সাথে ময়মনসিংহের চেচুয়া ও মুক্তগাছা হয়ে রাজধানী ঢাকার সাথে সড়ক পথের যোগাযোগ উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৬০.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-চেচুয়া- মুক্তগাছা সড়কটি প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৭৮.২৫ শতাংশ।

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণ:

৩৭৪.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ কিলোমিটার দীর্ঘ কামালপুর স্থলবন্দর লিংকসহ ৫৮.০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির উভয় পাশে ১ মিটার হার্ডশোল্ডারসহ এর প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণের কাজ চলমান। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৮.১৭ শতাংশ।

জামালপুর-ধানুয়া কামালপুর-কদমতলা (রৌমারী) মহাসড়ক

নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

৩১০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নেত্রকোনা জেলা সদরের সাথে কলমাকান্দার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৬.১২ শতাংশ।

নেত্রকোনা (ঠাকুরাকোনা)-কলমাকান্দা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

জামালপুর জেলার সাথে সরিষাবাড়ী উপজেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ২১৯.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৬.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৬০.৫৫ শতাংশ।

জামালপুর-কালিবাড়ী-সরিষাবাড়ী মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান ওয়ারিং কোর্সের কাজ

জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর জেলা শহরের গেইটপাড় নামক স্থানে ২৯১.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে উক্ত এলাকায় যানজট সমস্যা নিরসন হবে । জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৮২.৮১ শতাংশ।

জামালপুর জেলা শহরের গেইটপাড় নামক স্থানে নির্মাণাধীন রেলওয়ে ওভারপাস

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্পঃ

মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ১১৭১.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৭.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ মধুপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক আঞ্চলিক মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

টাঙ্গাইল-দেলদুয়ার-লাউহাটি-সাটুরিয়া-কাওয়ালীপাড়া-কালামপুর বাসস্ট্যান্ড সড়ক যথাযথ মান এবং ৭.৩ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ১৩৪২.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ৩১৮.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ময়মনসিংহ জোনে ৯৫.৭ কিলোমিটার ওভারলে, ৭.৮০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৬.১২ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৫.৮০ কিলোমিটার এসবিএসটি, ১৪.৬৮ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১০৩.৯৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২৭৫২ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ৩৩০৭ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৪৯১৩ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১৮২.৯৩ মিটার দীর্ঘ ৪টি সেতু ও ৭১.১০ মিটার দীর্ঘ ৮ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

কুমিল্লা জোন

কুমিল্লা ও নোয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে কুমিল্লা সড়ক জোন গঠিত। কুমিল্লা সড়ক সার্কেল কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগ নিয়ে এবং নোয়াখালী সড়ক সার্কেল নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎকুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১২টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৩টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৫৯৫.২৬ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৯.৬৪	৮৩.০৫	১০৭.১৩	২৮৯.৮২
চাঁদপুর	-	৭১.৬৬	২৯০.৬৬	৩৬২.৩২
কুমিল্লা	১৯৮.৮১	৬৭.৪৪	৬০৩.৪৩	৮৬৯.৬৮
ফেনী	৪৯.২৪	৬.৫৬	২৩৯.৭০	২৯৫.৪৯
লক্ষ্মীপুর	১০.০৩	৫৬.২৬	১৯১.০৬	২৫৭.৩৫
নোয়াখালী	৩০.৪৩	৮৩.০৫	৪০৭.১২	৫২০.৬০
সর্বমোট	**৩৮৮.১৫**	**৩৬৮.০২**	**১৮৩৯.১**	**২৫৯৫.২৬**

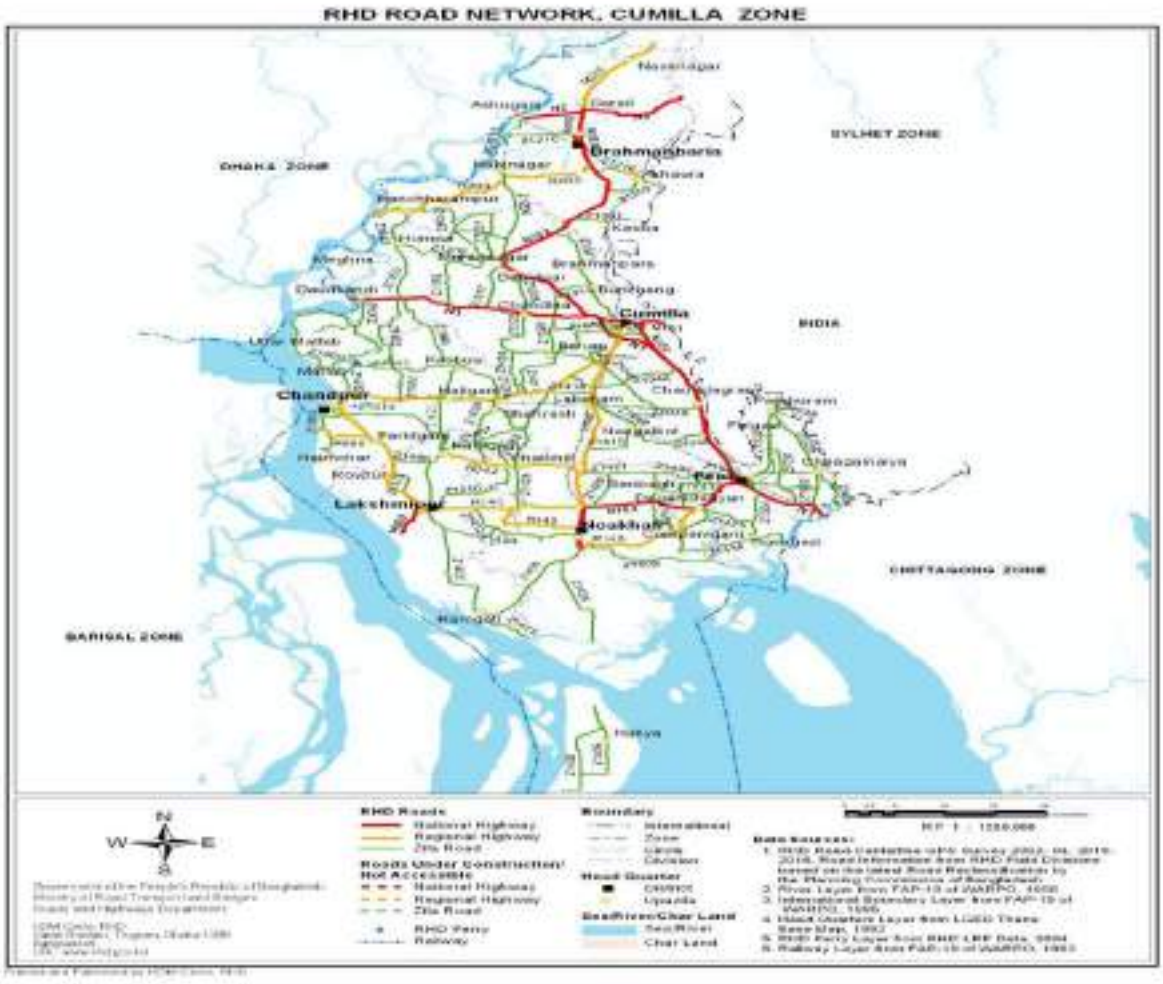

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

কুমিল্লা সড়ক জোনের আওতায় ৪৪৬টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪২৭৬.২৮ মিটার), ৬৮টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ২১৩৯.২৫ মিটার) ও ১৫০০টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭১২১.৩৯ মিটার) রয়েছে। হয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬.৫৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জোনে ২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১২১২.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৩৭.৭৬ কোটি টাকা (৯৩.৮১%) ব্যয় হয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৬.৫৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন:

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে ২৮৬.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪.৮০ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন, ২টি সেতু ও ১১টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন

বিজরা বাজার-হরিশ্চর জেলা মহাসড়ক ও হরিশ্চর-কাশিনগর-মিয়াবাজার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ:

৫৪.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হরিশ্চর-কাশিনগর-মিয়াবাজার জেলা মহাসড়ক ও ৮.০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিজরা বাজার-হরিশ্চর জেলা মহাসড়ক দুইটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। মহাসড়ক দুইটি উন্নয়নের ফলে পণ্য পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থায় সময় সাশ্রয়ী ও সহজতর হবে।

নোয়াখালী জেলার পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ:

৩৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নোয়াখালী জেলার পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি কালভার্ট নির্মাণসহ ১১.৯১ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

পেশকারহাট-চরএলাহী জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

চলমান প্রকল্প:

নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প:

৪২১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ১৯.৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে নবীনগর উপজেলার সঙ্গে আশুগঞ্জ উপজেলা হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ১৮.৭৩ শতাংশ।

নবীনগর-আশুগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মানাধীন তিতাস সেতু

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) ২-লেন অংশ (মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত) ৪-লেনে উন্নীতকরণ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) মহাসড়কের মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের জন্য ৭৪৭.০৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ফেনীর মহিপাল থেকে নোয়াখালীর সেবারহাট পূর্ব বাজার পর্যন্ত ফেনী অংশের ১৭ কিলোমিটার এবং সেবারহাট থেকে নোয়াখালীর চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত নোয়াখালী অংশের ১২.২৮ কিলোমিটার সড়ক দুই লেন থেকে ফোর লেনে উন্নীত করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৩০.৪৬ শতাংশ।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) মহাসড়কের মহিপাল হতে চৌমুহনী পূর্ব বাজার পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নয়ন

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন

৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নবীনগর উপজেলা থেকে জেলা সদরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহজে যাতায়াত করতে পারবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার ৫২.৩৪ শতাংশ।

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নোয়াখালী জেলার মাইজদী হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও সহজতর করার নিমিত্ত ২৮৮.০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ (আর-১৪৩) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ২৯.৫১ শতাংশ।

মাইজদী-রাজগঞ্জ-ছয়ানী-বসুরহাট-চন্দ্রগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

কুমিল্লা জোনের আওতাধীন মোট ২৮২.৯৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫৭.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩.৭৩ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
কুমিল্লা	ঝলম-চান্দিনা মহাসড়ক (জেড-১০২২)	১৩.৬০
	পিপুলিয়া-লোলবাড়ীয়া-রতনপুর-চন্ডীমুড়া-মগবাড়ী মহাসড়ক (জেড-১০২৩)	১৩.৯০
	নবীপুর-শ্রীকাইল-সল্লা-রামচন্দ্রপুর মহাসড়ক (জেড-১২২১)	২৮.০০
	নিমসার-কংসনগর-বুড়িচং মহাসড়ক (জেড-১২১৯)	৮.৫০
	কুমিল্লা-ক্যান্টনমেন্ট-বরুড়া মহাসড়ক (জেড-১০২৯)	১০.৯০
	লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর মহাসড়ক (জেড-১৪০১) (আড্ডা-জগৎপুর অংশ)	১০.৩৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-লালপুর মহাসড়ক (জেড-১২১০)	১৩.৬৫
	ধরখার-আখাউড়া মহাসড়ক (জেড-১২০২)	৮.০০
	বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক (জেড-১০৪৩)	৭.০২
চাঁদপুর	মুদাফফরগঞ্জ-চিতৌশী-রামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪০৭)	৮.০০
	চাটখিল-চিতৌশী-শাহরাস্তি মহাসড়ক (জেড-১৪৩০)	১৩.০০
	মতলব-মেঘনা-ধনাগদা-বেড়ীবাঁধ মহাসড়ক (জেড-১৪৬৯)	২৬.০০
নোয়াখালী	সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩৪)	২.০৩
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৯) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)	১৫.০০
	চৌমুহনী-ছাতেরপায়া মহাসড়ক (জেড-১৪২০)	১১.৬৩
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৯.৩০
ফেনী	ফেনী সদর (এলাহীগঞ্জ)-রাজাপুর-কোরাইশমুন্সী-দাগনভূঁইয়া (তুলাতোলি) মহাসড়ক (জেড-১০৩০)	২২.৭০
	সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ (বসুরহাট)-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১০৪১) (ফেনী অংশ)	৫.০০
	বকতারমুন্সী-কাজীরহাট-দাগনভূঁইয়া মহাসড়ক (জেড-১৪২৫)	১৪.৫০
	ফেনী (সিলোনিয়া)-আমুভূঁইয়ারহাট-প্রতাপপুর-সেনবাগ-সোনাইমুড়ী মহাসড়ক (জেড-১৪৪৩)	১২.৮৮
লক্ষ্মীপুর	মান্দারী-দাসেরহাট মহাসড়ক (জেড-১৪৩২)	৯.০০
	চাটখিল-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪২৬)	৫.০০
	মাইজদী-ইসলামিয়া-ওদেরহাট-দাসেরহাট-নতুন তেয়ারীগঞ্জ-ভবানীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-১৪৩২) (শহীদ মাজহারুল মুনির মহাসড়ক)।	১৫.০০

সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক

দাউদকান্দি-গোলমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছঞ্জারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার সঙ্গে চাঁদপুরের মতলব উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ৫২৪.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ দাউদকান্দি-গোলমারী-শ্রীরায়েরচর (কুমিল্লা)-মতলব উওর (ছঞ্জারচর) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাজী কামাল উদ্দীন সড়ক (বেগমগঞ্জের গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত) (জেড-১৪৩৫) উন্নয়ন প্রকল্প

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাট উপজেলার ফলাহারী পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর ও সহজতর করার নিমিত্ত ২৮২.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮.২ কিলোমিটার দীর্ঘ নোয়াখালী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাজী কামাল উদ্দীন সড়ক (বেগমগঞ্জের গ্লোব ফ্যাক্টরী হতে কবিরহাটের ফলাহারী পর্যন্ত) (জেড-১৪৩৫) উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৫.৩২ শতাংশ।

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

২৬৫.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪১.৪৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সোনাইমুড়ী উপজেলা হতে বসুরহাট পৌরসভা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সময় সাশ্রয়ী ও উন্নততর হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পিট অগ্রগতি ৬২.৬৩ শতাংশ।

সোনাইমুড়ী-সেনবাগ-কল্যান্দী-চন্দ্রেরহাট-বসুরহাট মহাসড়ক

সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

নোয়াখালীর কেন্দ্রস্থল সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট হয়ে দ্বীপ এলাকা হাতিয়া,ভাসানচর, স্বর্ণদ্বীপে যাওয়ার জন্য দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও সহজতর করার নিমিত্ত ১৯০.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪০.৪৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৬৩.০৮ শতাংশ।

সোনাপুর হতে চেয়ারম্যানঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

ফেনী-সোনাগাজী-মুহুরী প্রকল্প সড়কের ৩০তম কিলোমিটার এ ৩৯১.৩৪ মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু এবং বক্তারমুন্সি-কাজিরহাট-দাগণভূঞা সড়কের ১৩তম কিলোমিটার এ ৫০.১২ মিটার দীর্ঘ ফাজিলাঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্প

৭১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-সোনাগাজী-মুহুরী প্রকল্প সড়কের ৩০তম কিলোমিটার এ ৩৯১.৩৪ মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু এবং বক্তারমুন্সি-কাজিরহাট-দাগণভূঞা সড়কের ১৩তম কিলোমিটার এ ৫০.১২ মিটার দীর্ঘ ফাজিলাঘাট সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ২৮.০২ শতাংশ।

নির্মাণাধীন ফাজিলাঘাট সেতু

লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে ৪টি সেতু নির্মান

৪৯.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন সড়কে ৪টি সেতু নির্মান কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দাসেরহাট-মান্দারী (জেড-১৪৩২) জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে অবস্থিত মান্দারী সেতু এবং ৪র্থ কিলোমিটারে অবস্থিত দিঘলী সেতু, লক্ষ্মীপুর টাউন সংযোগ সড়ক হতে তেরবেকী (আর-১৪৭) আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩য় কিলমিটারে অবস্থিত তেরবেকী সেতু, হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষীপুর (জেড-১৪২২) জেলা মহাসড়কের ২৮ তম কিলোমিটারে অবস্থিত মন্ডলতলী সেতু নির্মাণ করা হবে।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক(এন-১) (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশ) এর ৪(চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ

দেশের অর্থনৈতিক লাইফলাইন হিসেবে খ্যাত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ৭৯৩.১৪ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়কটির দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম অংশে ৪ (চার) বছরের জন্য পারফরম্যান্স বেইজড অপারেশন ও দৃঢ়করণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প:

কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন সুয়াগঞ্জ-পিপুলিয়া, বাংগড্ডা-ঢালুয়াবাজার-বক্সগঞ্জ, সদর দক্ষিন-কলমিয়া-নুরপুর (লালমাই), কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিজয়পুর-আমড়াতলী জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

কুমিল্লা জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৯৯০.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সুয়াগঞ্জ-পিপুলিয়া, বাংগড্ডা-ঢালুয়াবাজার-বক্সগঞ্জ, সদর দক্ষিন-কলমিয়া-নুরপুর (লালমাই), কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিজয়পুর-আমড়াতলী জেলা মহাসড়কসমূহ যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন ক্ষতিগ্রস্থ কবিরহাট-ছমিরমুন্সীরহাট-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪১০) এবং সেনবাগ-বেগমগঞ্জ গ্যাসফিল্ড-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪৪৬) উন্নয়ন

নোয়াখালী জেলার ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়ক উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৩৭১.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নোয়াখালী সড়ক বিভাগাধীন কবিরহাট-ছমিরমুন্সীরহাট-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪১০) এবং সেনবাগ-বেগমগঞ্জ গ্যাসফিল্ড-সোনাইমুড়ী সড়ক (জেড-১৪৪৬) উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

কুমিল্লা সড়ক জোনে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ২৪৩.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কুমিল্লা জোনে ১৫০.৮৯ কিলোমিটার ওভারলে, ২.৪১ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৬.৮১ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৯৭.৬৬ কিলোমিটার এসবিএসটি, ১০.৭৬ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৭১.৮৯ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ২৮৩৪ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ২৯৫৯ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ১৯৬০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ২০.০০ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু ও ১৩৫.০০ মিটার দীর্ঘ ১৪ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জোন

চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম সড়ক জোন গঠিত। চট্টগ্রাম সড়ক সার্কেল চট্টগ্রাম, দোহাজারী ও কক্সবাজার সড়ক বিভাগ এবং রাঙ্গামাটি সড়ক সার্কেল রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৬টি জাতীয় মহাসড়ক, ১১টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৭৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৬৬৬.৩৫ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বান্দরবান	২২.৫৪	৩০.৪৫	৪৯৯.৫৬	৫৫২.৫৫
চট্টগ্রাম	১৪২.৫৭	১৩৭.৯৩	২৮৯.৯৮	৫৭০.৪৮
কক্সবাজার	১৭৩.৮	৪১.১৬	৩৪৮.২৬	৫৬৩.২২
দোহাজারী	৮৪.১১	৭২.৭২	২০৯.৭১	৩৬৬.৫৩
খাগড়াছড়ি		১০৪.৭৩	২৮৪.০৩	৩৮৮.৭৬
রাঙ্গামাটি	৩৬.৪৪	৭০.৩৯	১১৭.৯৮	২২৪.৮১
সর্বমোট	**৪৫৯.৪৬**	**৪৫৭.৩৯**	**১৭৪৯.৫১**	**২৬৬৬.৩৫**

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

চট্টগ্রাম সড়ক জোনের আওতায় ৫২৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৪৬৯.৪১ মিটার), ২৭৫টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৮৬০৩.৩১ মিটার) ও ১৭৫৪টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৮৬৮০.৪৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৩ টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৮০.৭০ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম জোনে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৯০০.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৪৮৫.৭৮ কোটি টাকা (৭৮.১৭%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

কেরানীহাট-সাতকানিয়া-গুনাগারী জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন:

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ৬৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কেরানীহাট-সাতকানিয়া-গুনাগারী জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কেরানীহাট-সাতকানিয়া-গুনাগারী জেলা মহাসড়ক

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ:

২১০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনগণ তথা দেশ-বিদেশের পর্যটকগণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ বেইলি সেতুর স্থলে ৩৫টি পিসি গার্ডার সেতু, ৮টি আরসিসি সেতু ও ১৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাছবান সেতু

পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিঃমিঃ এ কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ:

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ২৯.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পটিয়া (মনসারটেক)-আনোয়ারা কস্তুরীঘাট সড়কের ৯ম কিঃমিঃ এ ১০৩.২৪ মিটার কালীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কালীগঞ্জ সেতু

চলমান প্রকল্প:

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়ক এর হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম জেলার সাথে রাঙ্গামাটি জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের অক্সিজেন মোড় হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় মহাসড়কটির হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত ১৮.৩০ কিলোমিটার অংশ ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫২৮.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ২৬.৫০ শতাংশ।

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাজারী হতে রাউজান পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চলমান কাজ

আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ

শিকলবাহা-আনোয়ারা সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৪০৭.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

আনোয়ারা উপজেলা সংযোগ সড়কসহ কর্ণফুলি টানেল সংযোগ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবনী মোড় সড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরণ

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে ২৫৫.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কক্সবাজারের লিংক রোড থেকে লাবনী মোড় পর্যন্ত সড়কটিকে চার লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৬.২১ শতাংশ।

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবণী মোড় জাতীয় মহাসড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরণ

কক্সবাজার জেলার লিংক রোড-লাবণী মোড় জাতীয় মহাসড়ক (এন-১১০) চারলেনে উন্নীতকরণ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম জোনে ৬৯২.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৪৮.৬৪ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৯.২০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
চট্টগ্রাম	বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-ফটিকছড়ি মহাসড়ক (আর-১৫১)	২৬.৬৪
দোহাজারী	পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-টইটং মহাসড়ক (আর-১৭০)	২১.৯৫

“আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প” এর আওতায় বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-নারায়নহাট-ফটিকছড়ি (আর-১৫১) মহাসড়ক

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক উন্নয়ন

চট্টগ্রাম জেলার সাথে খাগড়াছড়ি জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩৯৯.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪.০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের চট্টগ্রাম অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার থেকে উভয়পাশে হার্ডসোল্ডারসহ ৯.৭৫ মিটারে উন্নীত করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৩৫.০৫ শতাংশ।

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন মোট ১৮৭.৮২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৫২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৭৩.১৪ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল: (চেক)

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
চট্টগ্রাম	রাউজান (গহিরা)-ফটিকছড়ি মহাসড়ক	২৪.৩৭
	রাঙ্গুনিয়া (কাটাখালী)-রাউজান মহাসড়ক (হাফেজ বজলুর রহমান মহাসড়ক	১৫.৩০
	রাউজান-ব্রাহ্মণছড়ি মহাসড়ক (শহিদ জাফর মহাসড়ক)	১১.৭৪
	সীতাকুন্ড (বারৈয়ারঢালা)-হাজারীখিল-ফটিকছড়ি (হাইতচকিয়া) মহাসড়ক	১২.৫০
	সারিকাইত-সন্তোষপুর মহাসড়ক	২১.০০
দোহাজারী	পটিয়া-হাইদগাঁও মহাসড়ক	৫.৫০
	হাসিমপুর রেল ষ্টেশন-বাগিচারহাট মহাসড়ক	১০.০০
	পটিয়া-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া মহাসড়ক	১১.৫০
	মইজারটেক-বোয়ালখালী-কানুনগোপড়া-উদরবন্যা মহাসড়ক	৮.০০
	মইজারটেক-বিএফডিসি মৎস বন্দর ফেরীঘাট মহাসড়ক	৫.১০
কক্সবাজার	ইয়াংচা-মানিকপুর-সান্তির বাজার মহাসড়ক	১৯.৫০
	খরুসকুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক	১২.৪৮
	জনতাবাজার-গোরকঘাটা মহাসড়ক	২৪.২৩

রাউজান-ব্রাহ্মনছড়ি (শহীদ জাফর) মহাসড়ক (জেড-১৬২৩)

কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৩৬১.২২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার জেলার একতাবাজার-পহরচাঁদা-মগনামাঘাটা-বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

কক্সবাজার জেলার একতাবাজার হতে বানৌজা শেখ হাসিনা মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কাজ

গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা সড়কের ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ

নিরাপদ ও সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা সড়কের (জেড-১০৪০) ১১তম কিলোমিটারে চাঁদখালী নদীর উপর ১১৭.৩১ মিটার দৈর্ঘ্যের বরকল সেতু নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি ৫৩.৩৭ শতাংশ।

গাছবাড়ীয়া-চন্দনাইশ-বরকল-আনোয়ারা সড়কের চাঁদখালী নদীর উপর বরকল সেতু নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প:

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

সম্ভাব্য ১০২১.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের ১.৬ কিলোমিটার থেকে ৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরনের একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পর্যটন সুবিধা আরো বৃদ্ধি পাবে।

বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী রক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ

সম্ভাব্য ৪১০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগের অধীন পাহাড়/ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ড্রেনসহ স্থায়ী রক্ষামূলক আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি বিভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চট্রগ্রাম জোনের অনুকুলে ২২৯.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে চট্রগ্রাম জোনে ১৪৮.৮৮৫ কিলোমিটার ওভারলে, ২.০৯৫ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৮.৬৭

কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৩৫.৯৩ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ১.৫০ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৪৪৪২.০০ মিটার এইচবিবি, ৯১০৪.৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ২৪৯৭.০০মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ২টি সেতু ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু দুইটির মোট দৈর্ঘ্য ৮৯.৩৬ মিটার।

সিলেট জোন

সিলেট সার্কেলের অধীন সিলেট, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ এবং মৌলভীবাজার সার্কেলের অধীন মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে সিলেট সড়ক জোন গঠিত। এ জোনের আওতায় ৩৮টি জেলা মহাসড়ক, ১৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৬১৯.০৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
হবিগঞ্জ	১২৮.০২	১০৩.৩৩	১০৭.৪৩	৩৩৮.৭৮
মৌলভীবাজার	৮৯.৭৩	৭৪.২২	২১৬.৬৯	৩৮০.৬৪
সুনামগঞ্জ		১৩৮.৪৬	২০৬.৯৮	৩৪৫.৪৪
সিলেট	১৩৯.১৪	১৬২.০১	২৫৩.০৩	৫৫৪.১৮
সর্বমোট	**৩৫৬.৯০**	**৪৭৮.০১**	**৭৮৪.১৩**	**১৬১৯.০৪**

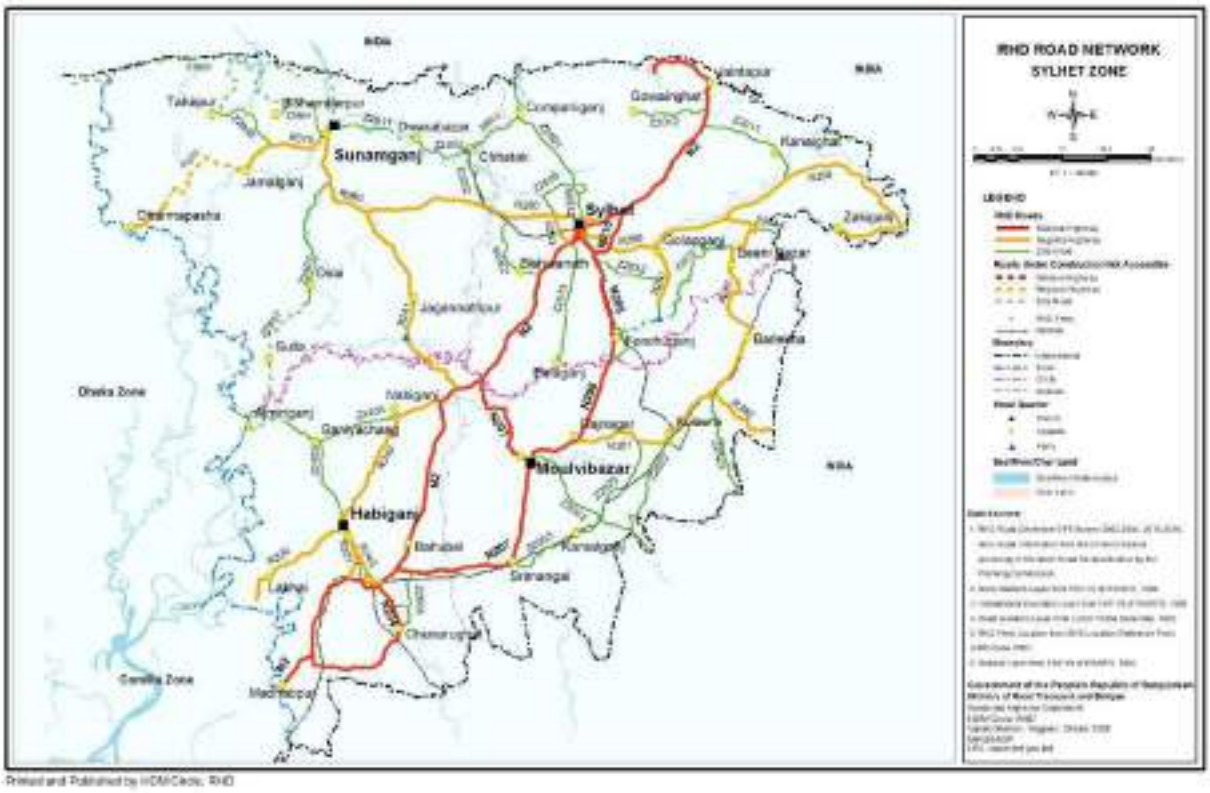

সিলেট জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

সিলেট সড়ক জোনের আওতায় ৩৪৯ টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮৩৫৩.৩৮ মিটার), ৬১টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ২৭৬৭.৯০ মিটার) ও ১৪৪৭টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৯২৪.৭২ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৭টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৪.৯৫ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সিলেট জোনে ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৩০১.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৩৩.৭৮ কোটি টাকা (৯৪.৭৭%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন:

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ১৫৫.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিলেট তথা সারা দেশের সাথে সুনামগঞ্জ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র জাফলং এ গমনকারী পর্যটকদের যাতায়াত সহজতর করা সহ পন্য চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১২০.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের জৈন্তা হতে জাফলং পর্যন্ত (তামাবিল ল্যান্ডপোর্ট কানেক্টিং ও বল্লাঘাট সংযোগ সড়কসহ) ১৬.৩৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প:

সুনামগঞ্জ- মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ

সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলাদ্বয়ের মধ্যে হাওড় অঞ্চলে নতুন সড়কপথ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭৬৯.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ১৬.৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাল্লা-জলসুখা সড়কাংশ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৫৫.৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ৭০২.৩২ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৬.৫৭ শতাংশ। এছাড়া, পৃথক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ক্ষতিগ্রস্থ ৭টি সেতু পুনর্নির্মানসহ নিয়ামতপুর- আবুয়া মহাসড়কে আবুয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রাণীগঞ্জ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ওপর নির্মানাধীন সেতু

বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

৬২৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সম্পূর্ণ রিজিড পেভমেন্টে নির্মিতব্য "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়ক" নামে নামকরণকৃত এ মহাসড়কটি একদিকে যেমন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারি হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করবে, অন্যদিকে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.৬৭ শতাংশ।

সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (সিলেট জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত সিলেট জোনে ৫৫৭.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৪৬.১৫ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৮.৪৫ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সুনামগঞ্জ	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক (আর-২৪১)	২১.৬৬
সিলেট	গোপালগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-ভাদেশ্বর মহাসড়ক (আর-২৫১)	১১.০৫৯
	সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	৬২.২২৫
মৌলভীবাজার	রাজনগর-কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়ানীবাজার-শেওলা-চরখাই মহাসড়ক (মৌলভীবাজার অংশ) (আর-২৮১)	১৪.৩৬
	জুড়ী-লাথিটিলা মহাসড়ক (আর-২৮২)	১১.৮৮৪
হবিগঞ্জ	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২২০)	২৪.৯৬

সিলেট-গোপালগঞ্জ-চরখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক

সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ সড়কের (আর-২২০) কাজ চলাকালীন সময়ের স্থিরচিত্র

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)

সিলেট জোনের আওতাধীন মোট ১৮৮.৫৫ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৬১.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৭.৯৮ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	প্রকল্প দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ-মাইজগাঁও-পালবাড়ি মহাসড়ক (জেড-২০২০)	৯.১২০
	সারী-গোয়াইনঘাট মহাসড়ক (জেড-২০১২)	৮.৮১৫
	সিলেট (তেলিখাল)-সুলতানপুর-বালাগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২০১৩)	২৪.৯৩৮
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্বরপুর মহাসড়ক (জেড-২৮০৪)	৮.৬৪৭
	নিয়ামতপুর-তাহিরপুর মহাসড়ক (জেড-২৮০৬)	৭.৭০
	দোয়ারাবাজার-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-২৮১১)	১৬.৭৭০
মৌলভীবাজার	জুড়ী-ফুলতলা (বটুলী) মহাসড়ক (জেড-২৮২৩)	২২.১৫
	কুলাউড়া-পৃথিম পাশা-হাজীপুর-শরীফপুর (লিংক সড়ক রবির বাজার হতে টিলাগাঁও) মহাসড়ক (জেড-২৮২২)	১৭.০০
	মৌলভীবাজার- শমসেরনগর- চাতলা চেকপোষ্ট মহাসড়ক (জেড-২০০২)	৩২.৯৪৯
	কুলাউড়া- শমসেরনগর- শ্রীমঙ্গল মহাসড়ক (জেড-২০০৩)	২৫.২০
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট-সাটিয়াজুড়ী-নতুনবাজার মহাসড়ক (জেড-২০০৮)	১২.৭৮
	মুরারবন্দ দরগাহশরীফ মহাসড়ক (জেড-২০১০)	২.৩৮
	হবিগঞ্জ-বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা মহাসড়ক (জেড-২৪০৩)	০.১০৪

সারী-গোয়াইনঘাট জেলা মহাসড়কে চলমান কাজের স্থিরচিত্র

পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু এবং নিয়ামতপুর- আবুয়া সড়কে আবুয়া সেতু নির্মাণ

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে ১৪১.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৬১৩.০৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ এবং নিয়ামতপুর-আড়ুয়া সড়কে আবুয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৬.৬৪ শতাংশ।

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারবাজার মহাসড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারবাজার মহাসড়কের ছাতকে ১৪২.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৪৯ শতাংশ।

ছাতকে সুরমা নদীর উপর নবনির্মিত ছাতক সুরমা সেতু

গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে বিদ্যমান ৯ টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও সহজতর করার লক্ষ্যে গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার মহাসড়কে ১১১.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মোট ৪০৬.৭৩ মিটার দৈর্ঘ্যের ৯ টি সরু ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৯টি আরসিসি/পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৭.১০ শতাংশ।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্পঃ

মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক এর দিরাই-শাল্লা অংশ পুনঃনির্মাণ

মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জ জেলা মহাসড়ক (জেড-২৮০৭) এর দিরাই-শাল্লা অংশ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৬০৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ওসমানী বিমানবন্দর সড়কের লাক্কাতুরা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ১৮৩.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ওসমানী বিমানবন্দর সড়কের লাক্কাতুরা হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে সিলেট সড়ক জোনের অনুকুলে ২৭৫.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান ছিল। এর আওতায় ১১৮.৫২ কিলোমিটার ওভারলে, ১.৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২৩.৫৪ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১০২.৫৪ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ০.৩৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ এসবিএসটি, ৩৩৩.১৫ কিলোমিটার মজবুতীকরণ, ২৪১৭ মিটার এইচবিবি, ৩০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৫৮৬৬.১৫ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ৭৫.৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজশাহী জোন

রাজশাহী ও পাবনা সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক জোন গঠিত। রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রাজশাহী সড়ক সার্কেল এবং পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে পাবনা সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ৭০টি জেলা মহাসড়ক, ১৮টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৫ টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৪৬৩.৩৯ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ		২৬২.৪৪	২১২.৯১	৪৭৫.৩৪
নাটোর	১০৯.৩২	৩৯.৭৬	২০৮.৫১	৩৫৭.৬০
নবাবগঞ্জ	৪২.১৯	২৩.০১	১৬৫.৯২	২৩১.১২
পাবনা	১৫৫.০৪	১৬৮.৯৭	২০৭.০১	৫৩১.০২
রাজশাহী	১০০.২২	৭৫.৯৪	২৫০.৩৫	৪২৬.৫১
সিরাজগঞ্জ	৮৭.১৬	২৩.৪৩	৩৩১.২১	৪৪১.৮
সর্বমোট	**৪৯৩.৯৩**	**৫৯৩.৫৫**	**১৩৭৫.৯১**	**২৪৬৩.৩৯**

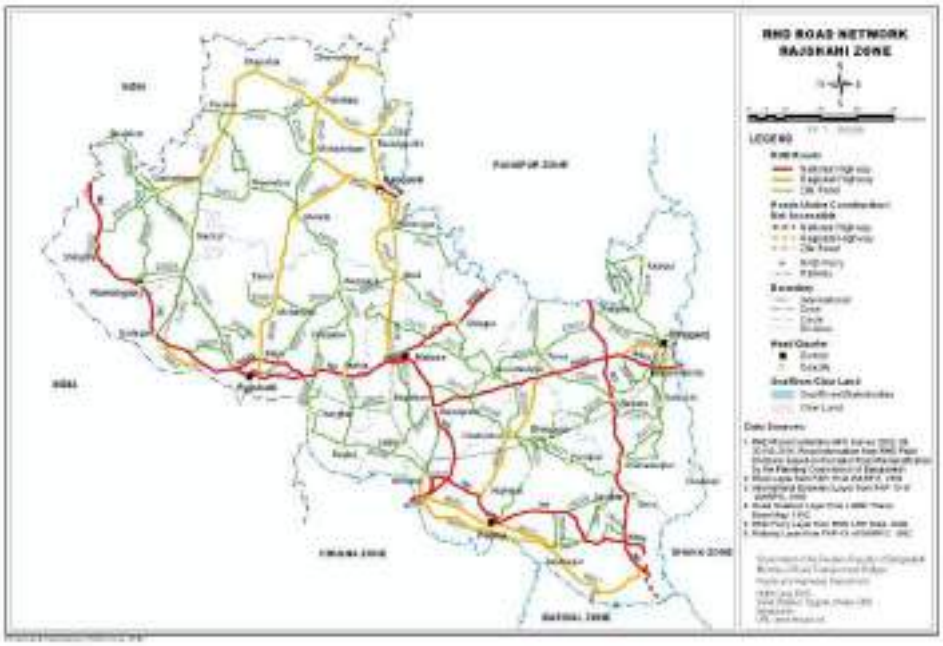

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রাজশাহী সড়ক জোনের আওতায় ৩২৩টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৭৬৬৬.৬৭ মিটার), ৩৫ টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ২৩৭১.১৮ মিটার) ও ১৭২৯টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭৯৬৬.০৪ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৪৫.২৪ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী জোনে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ১ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৫২৭.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৭৯.৮০ কোটি টাকা (৯০.৯০%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রাজশাহী জোনে ৪১৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৭৪.০০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
নওগাঁ	বগুড়া-নওগাঁও-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-ধামৈরহাট-জয়পুরহাট মহাসড়ক (আর-৫৪৫)	১৭.৫০
রাজশাহী	রাজশাহী (বিন্দুর মোড়)-নওহাটা-চৌমাশিয়া মহাসড়ক (আর-৬৮৫)	৫৬.৫০

রাজশাহী (বিন্দুর মোড়)-নওহাটা-চৌমাশিয়া মহাসড়ক

চলমান প্রকল্পঃ

হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৯.৯২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৯.৭২ শতাংশ।

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমান বন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪ লেনে উন্নীতকরণ

রাজশাহী বিভাগীয় শহর হতে বিমানবন্দরের সড়ক যোগাযোগ নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩২৬.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় হতে বিমান বন্দর হয়ে নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত পেভমেন্ট ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৪.৪৭ শতাংশ।

রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া সড়কের বিন্দুর মোড় নওহাটা ব্রিজ পর্যন্ত মহাসড়কের চলমান কাজ

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজগঞ্জ শহর অংশে ৬.৬ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণ (শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত), ১৪.০০ কিলোমিটার অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ এবং শহর অংশের অবশিষ্ট ১.১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কারের নিমিত্ত ২৬৪.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৫.০১ শতাংশ।

নলকা-সিরাজগঞ্জ-সয়দাবাদ আঞ্চলিক মহাসড়ক

বানেশ্বর(রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর(নাটোর)-ঈশ্বরদী(পাবনা)(আর-৬০৬)জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

রাজশাহী জেলার সারদা থেকে নাটোর জেলার লালপুর হয়ে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মধ্যে বিদ্যমান মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করতে ৫৫৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৪.৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ বানেশ্বর (রাজশাহী)-সারদা-চারঘাট-বাঘা-লালপুর-(নাটোর) ঈশ্বরদী (পাবনা) (আর-৬০৬) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কের মানে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর(জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ(বাগবাটি)-ধুনট(সোনামুখী)(জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

সিরাজগঞ্জ জেলার সাথে বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯৮৮.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ- কাজিপুর- ধুনট- শেরপুর মহাসড়ক এবং ২১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)- ধুনট (সোনামুখী) মহাসড়ক দুইটিকে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

রাজশাহী জোনের আওতাধীন মোট ২৫৯.২০ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৬৬.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০.৪০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ-কড্ডা-সমেশপুর মহাসড়ক (জেড-৫৪০২)	১১.৬৫৭
	ভূইয়াগাতী-নিমগাছি-তাড়াশ মহাসড়ক (জেড-৫০৪১)	১৬.৫
	উল্লাপাড়া-লাহিড়ীমোহনপুর-ভাঙ্গুরা (ময়নাদিঘী বাজার) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৮)	১৩.০০
	তাঁড়াশ-রানীরহাট-শেরপুর (সিরাজগঞ্জ অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫০৪৯)	১৭.০০

সড়ক বিভাগ	সড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
পাবনা	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর মহাসড়ক (পাবনা অংশ) (জেড-৬০২৯)	৮.০০
	চাটমোহর-পার্শ্বডাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা মহাসড়ক (জেড-৬০৩১)	৩১.৫০
	চিনাখড়া-(বিশ্বরোড)-ক্ষেতুপড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া মহাসড়ক (জেড-৬০১৭)	১৪.০০
	ঘাখড়াখালী-সোনাতলা-সাঁথিয়া বাজার বাইপাস মহাসড়ক (জেড-৬০২৭)	৯.০০
নাটোর	কালিগঞ্জ (শেরকোল)-নলডাঙ্গারহাট-স্বরকুতিয়া বাজার মহাসড়ক (জেড-৫২১০)	২৬.৭০
	আড়ানী-বাগাতিপাড়া মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৬০২০)	৬.৬০
	উত্তরা গণভবন সংযোগ মহাসড়ক (জেড-৫২১২)	০.৬১
	সিংড়া-গুরুদাসপুর-চাটমোহর মহাসড়ক (নাটোর অংশ) (জেড-৫২০৯)	৯.৯৫৭
	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর মহাসড়ক (জেড-৬০১৫)	৫.৩৩৫
রাজশাহী	রাজশাহী-হাটগোদাগাড়ী-ফলিয়ারবিল-মোহনগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৬০১০)	২২.০০
	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর মহাসড়ক (জেড-৬০০৫)	১৯.৭০
	রাজশাহী-দামকুড়াহাট-কাকনহাট-আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৯)	৩৫.৬০
নওগাঁ	গোদাগাড়ী-নাচোল-নিয়ামতপুর মহাসড়ক (জেড-৬৮১৩)	১৭.৫
	মান্দা-বাঘমারা-আত্রাই মহাসড়ক (জেড-৬৮৫৬)	২৫.০০
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	বাবগঞ্জ -আমনুরা মহাসড়ক (জেড-৬৮০৩)	৬.৫

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

যানজট এবং দূর্ঘটনা হ্রাস করার লক্ষ্যে উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্পটি ৯২.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২৭২.৬৭মিঃ ১টি ওভারপাস নির্মাণ, ৪.২৪ কিলোমিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ, ২.৪৭ কিলোমিটার সাইড রোড নির্মাণ সহ বাউন্ডারী ওয়াল, সাইন সিগন্যাল স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৪১.৯৮ শতাংশ।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ প্রকল্পের চলমান কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প:

নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৫টি আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নওগাঁ জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৯৩৬.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৫ টি আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৫টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

নওগাঁ জেলার অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ৪৫০.৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন ৫ টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে রাজশাহী সড়ক জোনের অনুকুলে ২৯৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১২২.৫৩৫ কিলোমিটার ওভারলে, ২৯.৮ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১.৭১৫ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৬৬.৪৯ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৮৩.৫৪ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৯২.৫৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ এসবিএসটি, ৯.৮৩ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৭৩৪৭.৪১ মিটার এইচবিবি, ৬৬৯১ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৫৪৩৩.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ১৪০.৭ মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি সেতু ও ১৪৬ মিটার দীর্ঘ ২৬টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

রংপুর জোন

রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে রংপুর সড়ক জোন গঠিত। রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে রংপুর সড়ক সার্কেল; বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে বগুড়া সড়ক সার্কেল এবং দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে দিনাজপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩ টি সড়ক সার্কেল ও ১০ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৩টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৯টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১০১টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ৩০২০.৫৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বগুড়া	১২৬.৩৫	৫৯.৫১	৩৩৮.৬৮	৫২৪.৫৪
দিনাজপুর	৯৬.০৮	১৬১.১১	২৬৭.৭৮	৫২৪.৯৬
গাইবান্ধা	৩২.৮৫	৪২.৩৭	২০৮.৬৮	২৮৩.৯০
জয়পুরহাট	-----	৩৯.০৪	১৫১.৯৫	১৯০.৯৮
কুড়িগ্রাম	৬৩.৩০	৯৯.৩০	১১৩.৪৪	২৭৬.০৪
লালমনিরহাট	১২০.৭	১৬.৮৮	৪২.৫৪	১৮০.১১
নীলফামারী	১৭.৪৭	৫৫.৫৯	২০৪.৮৫	২৭৭.৯১
পঞ্চগড়	৭১.২৭	------	১১১.৪৮	১৮২.৭৫
রংপুর	১০৮.৭৫	৬২.৫৬	২১৫.৬	৩৮৬.৯১
ঠাকুরগাঁও	৩০.৬	৬.১৪	১৫৫.৭০	১৯২.৪৪
সর্বমোট	**৬৬৭.৩৫**	**৫৪২.৪৯**	**১৮১০.৭**	**৩০২০.৫৪**

রংপুর জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

রংপুর সড়ক জোনের আওতায় ৩৩১টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৮১৫৬.৬২ মটার), ৩১টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ২০৯৪.১৮ মিটার) ও ২৫০৫ টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ১০৩২৬.১৩ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৪টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ২৭.৭৫ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রংপুর জোনে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৪ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৪১২.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২৭৫.৮৭ কোটি টাকা (৯০.৩৪%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

বীরগঞ্জ-খানসামা-দাড়োয়ানী, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বীরগঞ্জ-খানসামা-দাড়োয়ানী, খানসামা-রাণীরবন্দর এবং চিরিরবন্দর-আমতলী বাজার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ১৫৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫৭.৯২ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

খানসামা-রাণীরবন্দর জেলা মহাসড়ক

জয়পুরহাট-আক্কেলপুর-বদলগাছী এবং ক্ষেতলাল-গোপিনাথপুর-আক্কেলপুর জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ:

জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার সাথে আক্কেলপুর ও ক্ষেতলাল উপজেলার মধ্য দিয়ে নওগাঁ ও বগুড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর লক্ষ্যে ৭০.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জয়পুরহাট-আক্কেলপুর-বদলগাছী (জেড-৫৪৫২) এবং ক্ষেতলাল-গোপিনাথপুর-আক্কেলপুর (জেড-৫৫০৮) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

জয়পুরহাট-আক্কেলপুর-বদলগাছি জেলা মহাসড়ক

ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গি-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক এর রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ অংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গি-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক এর রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ অংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ৩২.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১২.৭২ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীত করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গি-নেকমরদ-রাণীসংকৈল-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক

পূনর্ভবা নদীর উপর কাহারোল সেতু নির্মাণ এবং বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ৫১.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পূনর্ভবা নদীর উপর ১১২.৫৬৬ মিটার দৈর্ঘ্যের কাহারোল সেতু নির্মাণ এবং বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক

চলমান প্রকল্প:

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বগুড়া জেলার সাথে নাটোর জেলা সদরের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৭০৭.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৩.৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫০২) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)- নাটোর জাতীয় মহাসড়কের চলমান কাজ

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

সোনাহাট স্থলবন্দর ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল উন্নততর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৬৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৬.৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িগ্রাম(দাসেরহাট)-নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

কুড়িগ্রাম (দাসেরহাট)- নাগেশ্বরী-ভুরুঙ্গামারী-সোনাহাট স্থলবন্দর সড়ককের উন্নয়ণমূলক

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রংপুর জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত রংপুর জোনে ৯৯৩.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১০৫.২০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৪.৩০ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী থেকে গাইবান্ধা মহাসড়ক (আর-৫৫৫)	২১.০২
বগুড়া	বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট মহাসড়ক (বগুড়া অংশ)(আর-৫৪৫)	৪৩.০০
বগুড়া/জয়পুরহাট	বগুড়া (মোকামতলা)-তালাই-জয়পুরহাট মহাসড়ক (আর-৫৫০)	৩৬.৮৪
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও পুরাতন সেকশন মহাসড়ক (বাসষ্ট্যান্ড থেকে রেলষ্টেশন)(আর-৫৮৭)	৪.৩৪

আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্নীতলা-জয়পুরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে সম্পাদিত কাজ

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাথে দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৮৮২.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর (আর-৫৮৫) আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৯.০১ শতাংশ।

গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুলবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক উন্নয়ন

নীলফামারী জেলার সাথে সৈয়দপুর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪৪৩.০৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৭২.৫৯ শতাংশ।

সৈয়দপুর-নীলফামারী মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)

রংপুর জোনের আওতাধীন মোট ২৬৬.০৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৯৪.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯১ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
পঞ্চগড়	পঞ্চগড় -গোয়ালপাড়া-রুহিয়া মহাসড়ক (জেড-৫০০১)	১৫.৩০
	পঞ্চগড় চিনিকল-ব্যাংহাড়ী-মাড়োয়া-শালডাংগা-দেবীগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২১)	১১.২৫
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ মহাসড়ক (ঠাকুরগাঁও অংশ) (জেড-৫০০২)	৩.৬৪
	রানীসংকৈল-হরিপুর মহাসড়ক (জেড-৫০০৪)	১৮.৩০
	ঠাকুরগাঁও-পীরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০৫৫)	১৭.৬০
দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও-নেকমরদ-পীরগঞ্জ-বীরগঞ্জ মহাসড়ক (দিনাজপুর অংশ) (জেড-৫০০২)	১৯.৬০
	দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ-বকুলতলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৬)	৭.৮০
	বিরামপুর-নবাবগঞ্জ-ভাদুরিয়া মহাসড়ক (জেড-৫৮৫১)	১৩.০০
নীলফামারী	নীলফামারী (টেংগনমারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০২২)	১০.৫০
	কালিতলা-বাদিয়ারমোড়-পুলিশলাইন (নীলফামারী বাইপাস) মহাসড়ক (জেড-৫৭০৯)	৮.৫০
	বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা মহাসড়ক (জেড-৫০৫৪)	৩.৫০
রংপুর	রংপুর-সাহেবগঞ্জ-পীরগাছা মহাসড়ক (জেড-৫০১০)	১.৫০
	ট্যাক্সেরহাট-লালদিঘী-তারাগঞ্জ-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০১৫)	১৭.৭৪
	গজাচড়া-পীরেরহাট-মন্থনাহাট-গাড়াগ্রামি-(নীলফামারী)-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক (জেড-৫০১৮)	১৮.৭০

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
	মধুপুর-শ্যামপুর মহাসড়ক (জেড-৫০২৪)	৮.৪০
	সাহেবগঞ্জ-হারাগাছ মহাসড়ক (জেড-৫৬১২)	৬.০০
লালমনিরহাট	পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আংগরপোতা মহাসড়ক (জেড-৫৯০৩)	১৬.২০
	লালমনিরহাট-মোগলহাট মহাসড়ক (জেড-৫৯০৭)	১১.৮০
কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী-নেওয়াশী-খড়িবাড়ী-ফুলবাড়ী মহাসড়ক (জেড-৫৬১৭)	১১.৭১
	উলিপুর-বজরা-চিলমারী মহাসড়ক (জেড-৫৬২৩)	১০.৫০
গাইবান্ধা	ধুপনী-বেলকা মহাসড়ক (জেড-৫৪৭৬)	৩.৪৮
	দাড়িয়াপুর-কামারজানী মহাসড়ক (জেড-৫৫৫১)	৭.২০
	পলাশবাড়ী-ঘোড়াঘাট মহাসড়ক (জেড-৫৮৫২)	৯.০০
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	১১.৬০
জয়পুরহাট	বগুড়া (ঝোপগাড়ী)-ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫০৩৯)	৪.২৪
	জয়পুরহাট-ক্ষেতলাল মহাসড়ক (জেড-৫৫০১)	১০.৬৮
	জয়পুরহাট-রাজাবিরাট-গোবিন্দগঞ্জ (জয়পুরহাট অংশ) মহাসড়ক (জেড-৫৮৫৫)	৬.১৪
বগুড়া	মোকামতলা-সোনাতলা-হরিখালী-হাটশেরপুর-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক (জেড-৫০৩৫)	২৮.৬০
	সুলতানগঞ্জ-(লিচুতলা)-মাদলা-বাগবাড়ী-(কদমতলী)-গাবতলী (পাঁচমাইল) মহাসড়ক (জেড-৫০৪০)	৯.৭০
	ধুনট-নাংলু-বালিয়াদিঘী-পাঁচমাইল-গাবতলী-সোনাতলা (চৌকিরঘাট) মহাসড়ক (জেড-৫০৭২)	১০.৬০

জেলা মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ট্যাক্সেরহাট-লালদিঘী জেলা মহাসড়ক

বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

৪২৫.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল আধিদপ্তর হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত ৭১.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বামনডাংগা (গাইবান্ধা)-শঠিবাড়ী- আফতাবগঞ্জ (দিনাজপুর) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ(জেড-৫৭০৬), ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ)(জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডোমার(জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

জলঢাকা উপজেলার সাথে ডোমার উপজেলা ও চিলাহাটি স্থলবন্দরের যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৪২১.০৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ডোমার-চিলাহাটি-ভাউলাগঞ্জ (জেড-৫৭০৬), ডোমার-(বোড়াগাড়ী)-জলঢাকা-(ভাদুরদরগাহ) (জেড-৫৭০৪) এবং জলঢাকা-ভাদুরদরগাহ-ডিমলা (জেড-৫৭০৩) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জলঢাকা-ডিমলা-টুনিরহাট সড়কের ডিবিএস বেজ কোর্স কাজ

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্পঃ

দিনাজপুর শহরের সড়কাংশসমূহ (এন-৫০৮, আর-৫৮৬ এবং জেড-৫৮০২) ৪ লেনে উন্নীতকরণ

রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন দিনাজপুর শহরের সড়কাংশসমূহ (এন-৫০৮, আর-৫৮৬ এবং জেড-৫৮০২) ৪ লেনে উন্নীত করার মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী (পরিবহন ব্যয় ও সময়), ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত , অধিক ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সম্ভাব্য ৮০৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন হিলি (স্থলবন্দর)-ডুগডুগি-ঘোড়াঘাট জাতীয় মহাসড়ক (এন-৫২১) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এবং একই সড়ক বিভাগাধীন সড়কসমূহে বিদ্যমান সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ পুনর্নির্মাণ

রাজধানী ঢাকার সংগে হিলি স্থলবন্দরের উন্নত ও নিরাপদ মহাসড়ক স্থাপন এবং দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত সরু/জরাজীর্ণ কালভার্টসমূহ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৪২৭.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে রংপুর সড়ক জোনের অনুকুলে ৩৭৬.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রংপুর সড়ক জোনে ১৫২.৯০৫ কিলোমিটার ওভারলে, ৬৫.২৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৬.১৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২২.৮৯ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৪৪.৮১ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৯৫.৫৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ এসবিএসটি, ৭.৭৩ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ২৫২১২.২৫ মিটার এইচবিবি, ৩৮৫৩.৬০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৮৩৩.০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ৫০.৮৮ মিটার দৈর্ঘ্যের ১টি সেতু ও ১৩৮ মিটার দীর্ঘ ২৭ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

খুলনা জোন

খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক জোন গঠিত। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে খুলনা সড়ক সার্কেল; যশোর, নড়াইল ও মাগুরা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে যশোর সড়ক সার্কেল এবং কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে কুষ্টিয়া সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ৩ টি সড়ক সার্কেল ও ১০টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ১৫টি জাতীয় মহাসড়ক, ১৭ টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৮৩টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২৮৩৫.০৯ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বাগেরহাট	৬১.১২	১১৪.৪১	২৬৪.৭৬	৪৪০.২৯
চুয়াডাঙ্গা	---	১১৮.৭১	২৪.০৮	১৪২.৭৯
যশোর	১৪৬.৫০	৫৪.৩৭	১৩৭.৬৯	৩৩৮.৫৬
ঝিনাইদহ	৭৪.৯৯	৪৮.৮৪	২৭১.৮১	৩৯৫.৬৪
খুলনা	৬১.০৪	৪২.৩৮	৩০৯.৭৬	৪১৩.১৮
কুষ্টিয়া	৪৮.৬৫	৭৩.৮২	১৪৬.৩৬	২৬৮.৮২
মাগুরা	৪৬.২৭	৫৬.৩৪	১২৯.১০	২৩১.৭১
মেহেরপুর	---	৬৬.৫৭	৬৭.২৭	১৩৩.৮৪
নড়াইল	৩০.৯৮	১৬.০৮	১৪১.৫৪	১৮৮.৬
সাতক্ষীরা	৯.২৩	৫১.৯৬	২২০.৪৭	২৮১.৬৫
সর্বমোট	**৪৭৮.৭৭**	**৬৪৩.৪৮**	**১৭১২.৮৪**	**২৮৩৫.০৯**

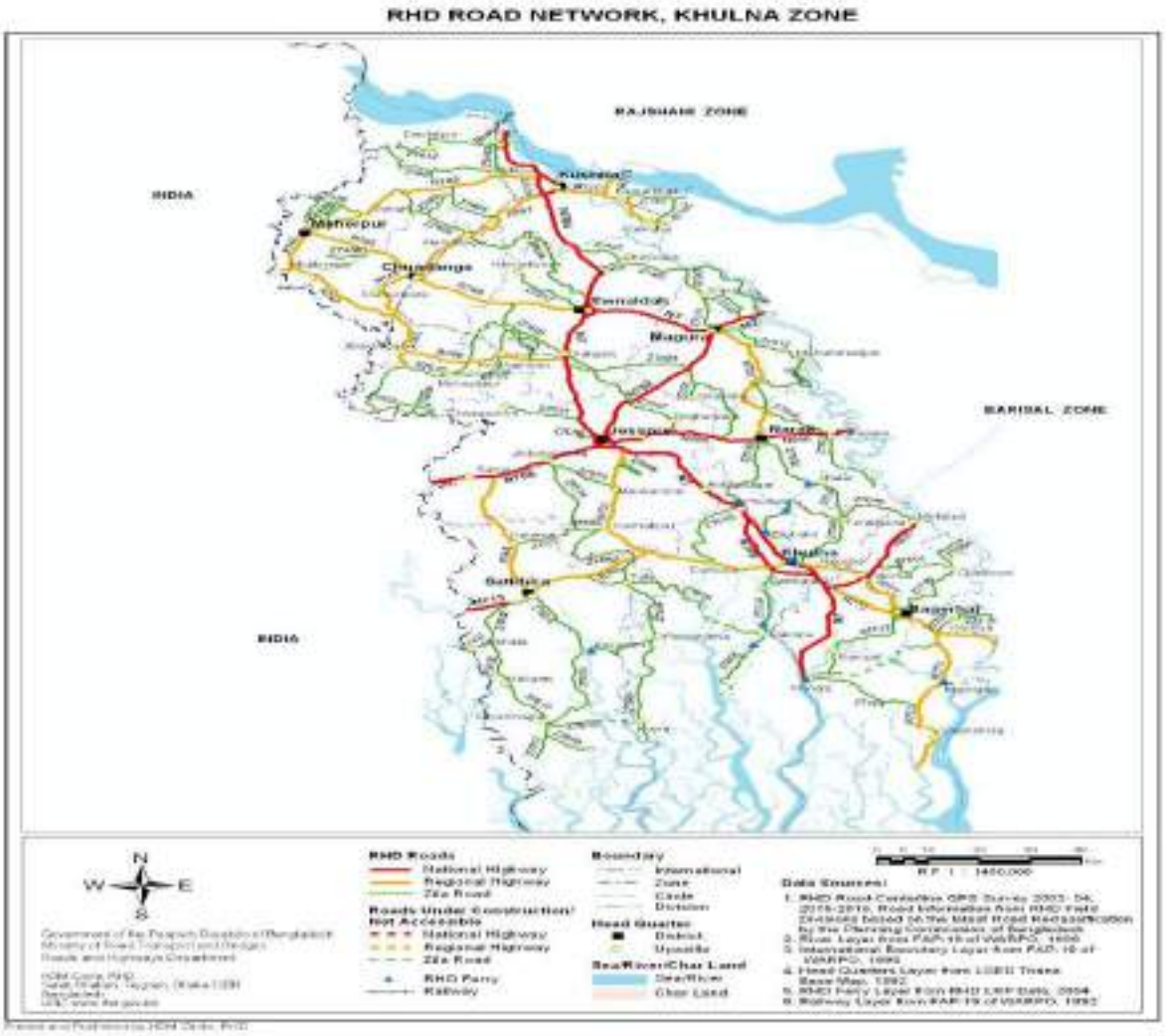

খুলনা জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

খুলনা সড়ক জোনের আওতায় ২১৯টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৮১৭.৭৮ মিটার), ২৫টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭৬.০৭মিটার) ও ২০২৫টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৭১৮৭.৯৫ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৬টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৩.১৫ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় খুলনা জোনে ২৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৭ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। । এ জোনের আওতায় ৯৩৩.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৪৩.৯৭ কোটি (৯০.৪২%) ব্যয় হয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৬টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৩.১৫ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্পঃ

যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩০৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বেনাপোল স্থলবন্দর ব্যবহারকারী পণ্য ও যাত্রীবাহী যান চলাচল উন্নততর হয়েছে।

যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক উন্নয়ন

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত ৬২২ কোটি টাকা ব্যয়ে গুচ্ছ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের ৪ টি আঞ্চলিক মহাসড়কের মোট ১২৬.৭৮৯ কিলোমিটার যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
খুলনা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়ক (আর-৭৬০)	২৮.৩০০
বাগেরহাট	নওয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়ক (আর-৭৭০)	৩৯.৫০০
সাতক্ষীরা	খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা মহাসড়ক (আর-৭৬০)	২৫.৫০০
কুষ্টিয়া	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া (চৌগাছা) মহাসড়ক (আর-৭১০)	২৮.০৫৪
	শিলাইদহ লিংক মহাসড়ক (আর-৭১১)	৫.৪৩৫

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া (চৌগাছা) মহাসড়ক (আর-৭১০) উন্নয়ন

বাগেরহাট-চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

বাগেরহাট জেলার সাথে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১২৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাগেরহাট-চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৩৯ কিলোমিটার মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

বাগেরহাট-চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক উন্নয়ন

শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর করার লক্ষ্যে ১০১.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৯.৪৯ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ককে প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ করা হয়েছে।

শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

৮৫.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর বাজার থেকে মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর হয়ে যাদবপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর মহাসড়ক

চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

৫৭.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬.৮৩ কিলোমিটার মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

চুড়ামনকাঠি-চৌগাছা মহাসড়ক

কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ সড়কের ৭৯তম কিলোমিটারে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

২২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কুষ্টিয়া (ত্রিমোহনী)-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ (আর-৭৪৫) সড়কের ৭৯তম কিলোমিটারে মাথাভাঙ্গা নদীর উপর ১৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

চলমান প্রকল্প:

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক(এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক এর কুষ্টিয়া শহরাংশের ১০কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ ৩৩ কিলোমিটার যথাযথ মানে উন্নীতকরণ এর লক্ষ্যে ৫৭৪.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর ফলে ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন

যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট) যথাযথ মানে উন্নয়ন

৩৫৮.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে যশোর-খুলনা মহাসড়করে যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত ৩৪.০৫ কিলোমিটার মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কের যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৩.২৯ শতাংশ।

যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট সড়কাংশ উন্নয়ন

জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প

মাগুরা শহরের যানযট নিরসনসহ মাগুরা থেকে আবালপুরের যোগাযোগ সহজতর করতে ১১২.০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাগুড়া শহরের ৪ কিলোমিটার অংশ ৪ লেনে এবং ৬.৫০ কিলোমিটার বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০.১৩ শতাংশ।

জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ

মাগুরা-নড়াইল (আর-৭২০)আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাগুড়া-নড়াইল (আর-৭২০) আঞ্চলিক মহাসড়কের বাঁক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭২৩.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

খুলনা জোনের আওতাধীন মোট ৩২০.৫৮ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৭৫৬.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৫.৭৯ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	জেলা মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
খুলনা	দাকোপ-বড়বাড়ীয়া-মাগুরখালী-তালা মহাসড়ক (জেড-৭৬১৫)	৯.২০০
	কয়রা-নোয়াবেকী-শ্যামনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১০)	৭.০০০
	তেরখাদা-বর্ণাল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭০৪৭)	৫.৩৬০
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	৫.০০০
বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ (কেয়ার বাজার)-মংলা মহাসড়ক (জেড-৭৭০১)	১৪.৯২০
	বাগেরহাট (সাইনবোর্ড)-কচুয়া মহাসড়ক (জেড-৭৭০৩)	৭.০৫০
	মোড়েলগঞ্জ ফেরীঘাট-জিয়ানগর মহাসড়ক (জেড-৭৭০৫)	১১.১৩০
সাতক্ষীরা	আশাশুনি-শ্যমনগর মহাসড়ক (জেড-৭৬১৮)	১৪.৬০০
	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা-পাইকগাছা (জেড-৭৬০৩)	২৩.৪৯১
	বংশীপুর-মুন্সীগঞ্জ (জেড-৭৬০৯)	১০.৬১০
যশোর	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৯.২৭২
	কেশবপুর-বেতগ্রাম মহাসড়ক (জেড-৭৫৫৩)	১০.৩৭২
মাগুরা	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	৭.৩৩০
	মাগুরা-মোহাম্মদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০১২)	২৪.৯১৪
ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ-খাজুরা-রায়পুর-বাঘারপাড়া মহাসড়ক (জেড-৭০৫৭)	১৪.০০৯
	চাঁদপুরা-টালিনা-জালালপুর-তালসারবাজার (জেড-৭৪৮৯)	৯.৯৬৪
কুষ্টিয়া	সদরপুর-ঝুটিয়াডাঙ্গা-আসাননগর-হাটবোয়ালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৪)	৭.৬৫০
	দৌলতপুর-দৌলতখালী-মোহাম্মদপুর হাইস্কুল মহাসড়ক (জেড-৭৪১২)	১২.৩০০
	সদরপুর বাজার-হালসা রেল বাজার মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৫)	১৫.৭০০
চুয়াডাঙ্গা	আমতলী-তৈলটুপি-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪০৪)	৯.০৯০
	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১৩.০২৫
মেহেরপুর	বামুন্দি-হাটবোয়ালিয়া-আলমডাঙ্গা মহাসড়ক (জেড-৭৪৫৬)	১১.০২০
	চাঁদপুর-দরগাতলা-জাদুখালি-যাত্রাপুর মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৮)	১১.৬৬৫
	মেহেরপুর- উত্তর শালিখা-কালিগাংনী মহাসড়ক (জেড-৭৪৬৬)	১০.১৬০
নড়াইল	নড়াইল-কালিয়া মহাসড়ক (জেড-৭৫০২)	২৩.৬০০
	লোহাগড়া-ন'হাটা-কালিশংকরপুর-মোহাম্মদপুর (জেড-৭৫০৬)	১২.১৫০

দিঘলিয়া(রেলগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর সেতু নির্মাণ

খুলনা জেলা সদরের সাথে তেরখাদা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন করতে ৬১৭.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর উপর ১৩১৬.৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

খুলনা সড়ক জোনের আওতাধীন মহাসড়কে বিদ্যমান সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ পুরাতন কংক্রিট সেতু/বেইলি সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

৫২৬.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা জোনের আওতাধীন জরাজীর্ণ, অপ্রশস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতু প্রতিস্থাপন এর একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় খুলনা জোনের আওতাধীন ৪৯টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হবে।

নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ

নড়াইল জেলা সদরের সাথে কালিয়া উপজেলার নিরবিছিন্ন সড়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে ৭৫.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর ৬৫১.৮৩ মিটার দীর্ঘ কালিয়া সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি ৬২.০৪ শতাংশ।

নবগঙ্গা নদীর উপর নির্মাণাধীন কালিয়া সেতু

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প:

সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ

সম্ভাব্য ৩১১.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ-শ্যামনগর-ভেটখালী মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাতক্ষীরা জেলা সদরের সাথে কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলার যোগাযোগ উন্নততর হবে।

বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নতীকরণ

মংলা সমুদ্রবন্দরের সাথে বাগেরহাট তথা সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে সম্ভাব্য ৪৬৭.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৩.৩২৮ কিলমিটার দীর্ঘ বাগেরহাট-রামপাল-মংলা জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নতীকরণের একটি প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

খুলনা সড়ক জোনে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ২৪৯.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে খুলনা জোনে ১৬০.৩২ কিলোমিটার ওভারলে, ১৮.৩৪ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ১.৩৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২২.২৬ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৭৮.৫১ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১২০.৩৯ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৯২৭৫ মিটার এইচবিবি নির্মাণ, ১৭৬৯মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৫৬২১ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৬৩.৬৪ মিটার দীর্ঘ ২টি সেতু ও ৯০.৭০ মিটার দীর্ঘ ২৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ জোন

গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক জোন গঠিত। গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে গোপালগঞ্জ সড়ক সার্কেল এবং ফরিদপুর ও রাজবাড়ী সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে ফরিদপুর সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৫ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে এ জোনের আওতায় ৮টি জাতীয় মহাসড়ক, ১০টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩৭টি জেলা মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১১৪৬.৫৭ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
ফরিদপুর	৯০.৬		২৪০.০৯	৩৩০.৭০
গোপালগঞ্জ	৬৬.৮৮	৭৪.৮৮	১৫৮.৩৪	৩০০.১০
মাদারীপুর	৮৬.৬৬	৫০.৩৯	৭৯.৬৯	২১৬.৭৪
রাজবাড়ী	১৯.৬৫	৫৪.৮১	৮২.১৯	১৫৬.৬৫
শরীয়তপুর	-	৭৫.৯৪	৬৬.৪৫	১৪২.৩৯
সর্বমোট	**২৬৩.৭৯**	**২৫৬.০২**	**৬২৬.৭৬**	**১১৪৬.৫৭**

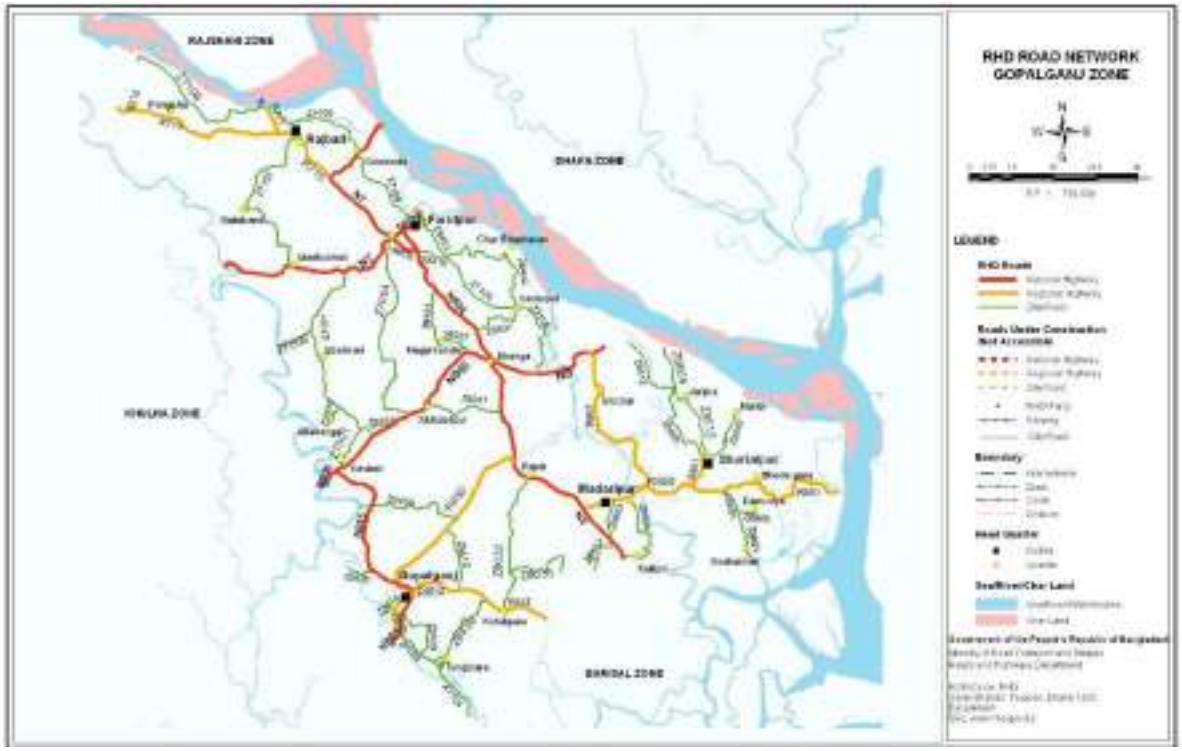

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনের আওতায় ২৫৮টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১২৮০১.৯৩ মিটার), ১৪টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৭৬৫.৪০ মিটার) ও ৬২২টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৪২৯৩.৪০ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৪.৩৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গোপালগঞ্জ জোনে ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ জোনের আওতায় ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৭০ কোটি টাকা (৯২.৫%) ব্যয় হয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ৫টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৪.৩৭ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

চলমান প্রকল্প:

শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক (আর-৮৬০) উন্নয়ন

৮৫৯.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.১০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে চাঁদপুরসহ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হবে।

চলমান শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরীঘাট পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

৬১২.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৪.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ (হরিদাসপুর)- মোল্লাহাট (ঘোনাপাড়া) আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ মহাসড়কটির উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হলে গোপালগঞ্জ জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর, বাগেরহাট জেলার সময়সাশ্রয়ী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত গোপালগঞ্জ জোনে ৪২০.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ৫১.৬৯ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হচ্ছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৩.২৯ শতাংশ। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (টারকিলোমি)
রাজবাড়ী	আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া মহাসড়ক (আর-৭১০)	৪৫.১৯০
	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুরা ফেরীঘাট মহাসড়ক (আর-৭১১)	৬.৫০০

আহলাদীপুর-রাজবাড়ী-পাংশা-কুমারখালী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

গোপালগঞ্জ জোনের আওতাধীন মোট ১৪২.৭৫৯ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৫২৭.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৫.১৪ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
গোপালগঞ্জ	সাতপাড়-রামদিয়া-ফুকরা মহাসড়ক(রামদিয়া-ফুকড়া অংশ)	৮.৪০০
	গেড়াখোলা-কাশিয়ানী (ব্যাসপুর) মহাসড়ক (জেড-৮০২৩)	৬.৬০০
	বিজয়পাশা-তালারহাট- জয়নগরঘাট মহাসড়ক (জেড-৮৪২০)	৬.৪২০
মাদারিপুর	মাদারীপুর (কালকিনি)-ভূরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৪)	১৮.৫৮৫

	ভাংগা ব্রীজ-আইসার-দামুসা-পীরেরবাড়ী মহাসড়ক	১২.৭৮০
	মাদারীপুর (ইটেরপুল)-পাথরিয়ারপাড়-খোসেরহাট-ডাসার-আগৈলঝাড়া মহাসড়ক (জেড-৮৬০৩)	১৬.৪১৬
ফরিদপুর	পুকুরিয়া (ভাংগা)-সদরপুর মহাসড়ক (জেড-৮৪০১)	১৩.৪৫৪
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (জেড-৭১০৮)	৬.০০০
	ফরিদপুর-চরভদ্রাসন-সদরপুর সড়ক	২.৩৪৯
	বোয়ালমারী (সাতেইর)-মোহাম্মাদপুর মহাসড়ক (জেড-৭০০৬)	৬.৫০০
	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড-৭১০২)	৯.৫০০
শরীয়তপুর	শরীয়তপুর-নড়ীয়া মহাসড়ক (জেড-৮৬০২)	১২.২৫৫
	কনেশ্বর-ডামুড্যা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৫)	৩.৮০০
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দী-জামালপুর-মধুখালী মহাসড়ক (জেড-৭১০২)	১.০০০
	গোয়ালন্দ (জামতলা)- গোদারবাজার –পাংশা – হাবাসপুর মহাসড়ক (জেড-৭১০৬)	১২.৬০০
	গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক (রাজবাড়ী অংশ) (জেড-৭১০৮)	৬.১০০

বিজয়পাশা-তালারহাট- জয়নগরঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

৪.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়ককে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৪৩.১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলা মহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত ২৩৯.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাতৈর নামক স্থানে ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের অগ্রগতি ৮১.৭৮ শতাংশ।

(মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

গোপালগঞ্জ সড়ক জোনে ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ১৫১.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গোপালগঞ্জ জোনে ১০৮.৯৯ কিলোমিটার ওভারলে, ০.৪০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ২.০০ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ৭.১৫ কিলোমিটার এসবিএসটি, ১১.৯০ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৭৮.৪৫ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ৬০১.৩০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ১১২.৩০ মিটার দীর্ঘ ৪টি সেতু ও ৭৯.০০মিটার দীর্ঘ ১০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বরিশাল জোন

বরিশাল ও পটুয়াখালী সড়ক সার্কেলের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক জোন গঠিত। বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে বরিশাল সড়ক সার্কে গঠিত এবং পটুয়াখালী ও বরগুনা সড়ক বিভাগের সমন্বয়ে পটুয়াখালী সড়ক সার্কেল গঠিত। অর্থাৎ বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ২ টি সড়ক সার্কেল ও ৬ টি সড়ক বিভাগ রয়েছে। এ জোনের আওতায় ৬১টি জেলা মহাসড়ক, ৭টি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ৩টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে। এ জোনের আওতাধীন মোট মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ১৬০৩.৯৪ কিলোমিটার।

সড়ক বিভাগ	জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	জেলা মহাসড়ক (কিলোমিটার)	মোট দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরগুনা	-	২৬.৫৩	১৪৬.১৬	১৭২.৬৯
বরিশাল	৯০.৭৮	২০.৩১	২৪২.১৮	৩৫৩.২৭
ভোলা	১৬.৪৭	১০৯.৪	১৫৫.০৯	২৮০.৯৬
ঝালকাঠী	৭.৩২	৩৮.৮১	২০৫.৩৫	২৫১.৪৮
পটুয়াখালী	১৩.৩৭	৬৯.৮৫	১৭৩.৯৬	২৫৭.১৮
পিরোজপুর	-	২৫.১৯	২৬৩.১৮	২৮৮.৩৭
সর্বমোট	**১২৭.৯৪**	**২৯০.০৯**	**১১৮৫.৯১**	**১৬০৩.৯৪**

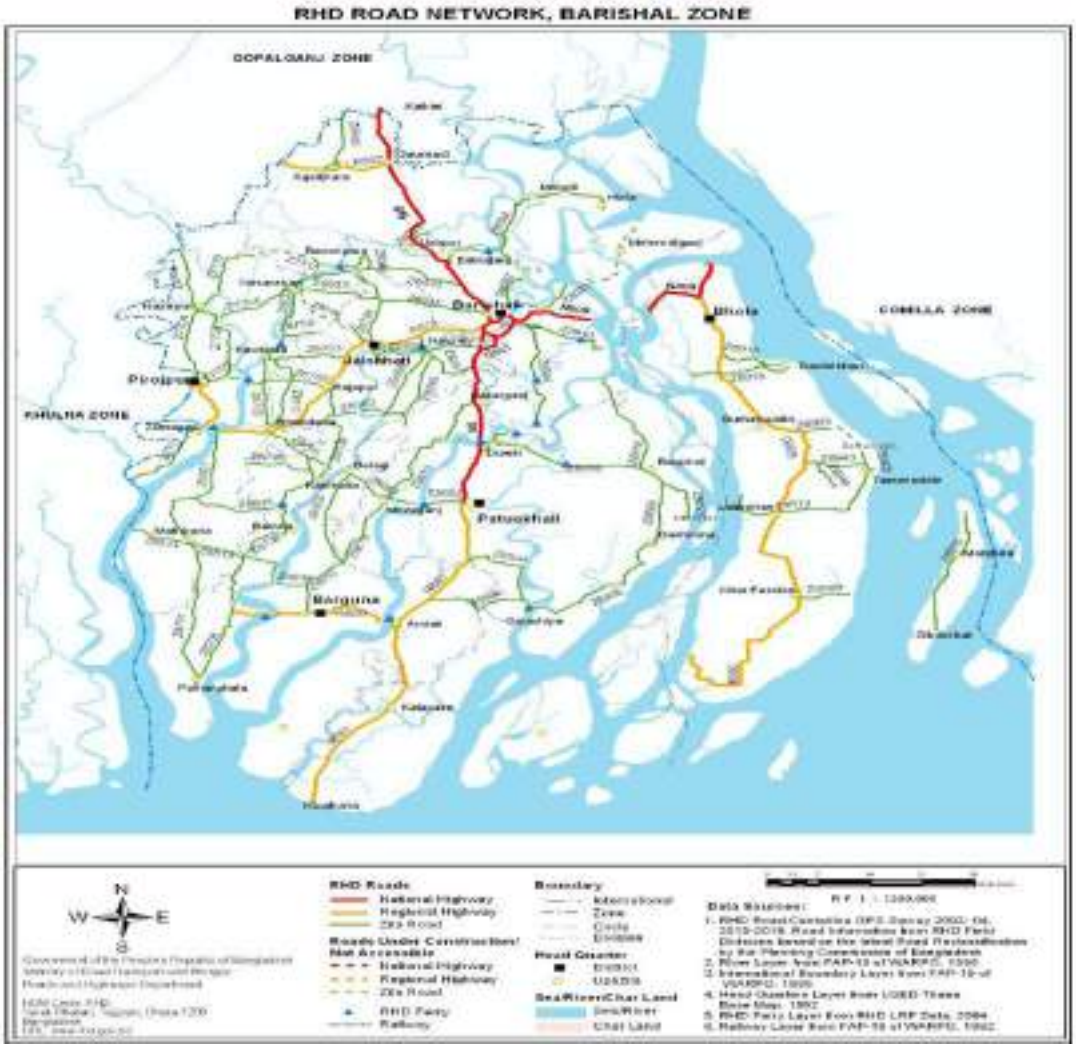

বরিশাল জোনের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

বরিশাল সড়ক জোনের আওতায় ২৬০ টি কংক্রিট সেতু (দৈর্ঘ্য ১৪২০২.০৯ মিটার), ১৫৪ টি বেইলি সেতু (দৈর্ঘ্য ৪৭১৯.২১মিটার) ও ১১৬৩টি কালভার্ট (দৈর্ঘ্য ৫৪৫৬.২৭ মিটার) রয়েছে। এ সড়ক জোনের অধীনে ১০টি টোল সেতু রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৩৯.২৮ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরিশাল জোনে ১২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ জোনের আওতায় ৭৩৩.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৭৩.৪৪ কোটি টাকা (৭৮.১৯%) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সমাপ্ত প্রকল্প:

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (বরিশাল জোন)

গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্তায় উন্নীতকরণ এর নিমিত্ত বরিশাল জোনে ৪৫৪.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ জোনের মোট ১৩৭.০৪ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরিশাল	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (আর-৮৭০)	৩.৩৩২
ভোলা	ভোলা (পরান তালুকদার হাট)-বোরহানউদ্দিন-লালমনিরহাট-চরফ্যাশন-চরমানিকা মহাসড়ক (আর-৮৯০)	২৪.০৯০
বরগুনা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিড়া মহাসড়ক (আর-৮৮০)	২০.৬৫০
ঝালকাঠি	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (আর-৮৭০)	৩৭.২৭৫
পটুয়াখালী	আমতলী-খেপুপাড়া-কুয়াকাটা মহাসড়ক (আর-৮৮১)	২৮.৫০০
পিরোজপুর	বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-বান্দআড়িয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (আর-৮৭০)	২০.৩২০
	নোয়াপাড়া-বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়ক (আর-৭৭০)	২.৮৭৩

বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক

চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ

১৪২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা মহাসড়ক

চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়কের ১ম কিলোমিটারে (হেতালিয়া) ও ৭ম কিলোমিটারে (মাদারসী) সেতু নির্মাণ

৩০.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়কের ১ম কিলোমিটারে ৬৩.৭৯৮ মিটার দীর্ঘ হেতালিয়া সেতু ও ৭ম কিলোমিটারে ৭৫.৭৯৮ মিটার দীর্ঘ মাদারসী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা (জেড-৮৭০১) সড়কের ৭ম কিলোমিটারে মাদারসী সেতুর সংযোগ সড়ক

চলমান প্রকল্প:

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের (এন-৮০৯) বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার লক্ষ্যে ৩১২.৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল (চরকাউয়া) হতে ভোলা (ইলিশা ফেরীঘাট) হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত ৪০.০৭৪ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন

যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ ও উন্নততর করার লক্ষ্যে ৮৪৯.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯৪.২০৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

ভোলা (পরানতালুকদার হাট)-চরফ্যাশন (চরমানিকা) আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়নের চলমান কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)

বরিশাল জোনের আওতাধীন মোট ২৪০.৪৭ কিলোমিটার জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৬৭.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি গুচ্ছ প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৯৬.১৯ শতাংশ।

প্রকল্পের আওতাধীন জেলা মহাসড়কসমূহ হল:

সড়ক বিভাগ	মহাসড়কের নাম	মহাসড়কাংশের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)
বরিশাল	বানারীপাড়া (ধানুট)-নাজিরপুর মহাসড়ক (বরিশাল অংশ) (জেড-৭৭১০)	১৭.২৭০
	বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা (জেড-৮০৩৪)	৯.৫৫২
	হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-বরিশাল মহাসড়ক (জেড-৮০৪৩)	৯.৯৭০
	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী মহাসড়ক (জেড-৮০৪৪)	৯.৭০০
	চাখার-বানারীপাড়া মহাসড়ক (জেড-৮০৪৮)	২.৯৯০
	আগৈলঝরা-পয়সারহাট (আগৈলঝড়া শহরাংশ) (জেড-৮০৪৯)	৩.২০০
	মাদারীপুর (ইতেরপুল)-পাথুরিয়ার পাড়-গোসাইরহাট-দাসার-আজিজারা মহাসড়ক (জেড-৮৬০৩)	১২.৫৬৯
ভোলা	গুইঙ্গারহাট-চরপাতার-দলিলখার হাট হেলিপ্যাড-দৌলতখান-বাজার মহাসড়ক (জেড-৮৯১৬)	১১.৫৬১
	বাগমারা-বাংলাবাজার-দৌলতখান মহাসড়ক (জেড-৮৯১৫)	৭.৩১০
	ফকিরহাট-কাশেরহাট মহাসড়ক (জেড-৮৯৪৮)	৬.২৮০
	তজুমুদ্দিন-খানজাহার হাট মহাসড়ক (জেড-৮৯৪৩)	৮.৭৫০
বরগুনা	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (বরগুনা অংশ) (জেড-৮৭০৮)	৪৫.২০০
ঝালকাঠি	দপদপিয়া-নলছিটি-মোল্লারহাট (মহেশপুর) মহাসড়ক (জেড-৮০৫৬)	৭.৯১০
	নলছিটি-পীর মোয়াজ্জেম হোসেন মহাসড়ক (জেড-৮০৫৮)	১৬.১৫৮
	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়ক (ঝালকাঠি অংশ)	৮.৯৭৩
	সেন্টারহাট-বটতলা-পৈকখালী মহাসড়ক (জেড-৮৭০৬)	৫.৯০৩
পটুয়াখালী	বরিশাল (দিনারেলপুল)-লক্ষীপাশা-ধুমকী মহাসড়ক (পটুয়াখালী অংশ) (জেড-৮০৪৪)	৩.৭৮০
	গলাচিপা-হরিদেবপুর-বাদুড়া-শাখারিয়া (জেড-৮৮০৪)	১৬.৩১০
পিরোজপুর	বরিশাল-কাপুর-নাবাগ্রাম-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড-৮০৩৭)	৬.৮৩৫
	ঝালকাঠি-কীর্তিপাশা-মোক্তারহাট-সরুপকাঠি মহাসড়ক (পিরোজপুর অংশ) (জেড-৮৭১৬)	৪.৬০৫
	গড়িয়ারপার-বানারীপাড়া-স্বর্শিণা-স্বরুপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি (৮০৩৩) (পিরোজপুর অংশ) পিরোজপুর (হুলারহাট)-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড-৭৭০৭) নাজিরপুর-শ্রীরামকাঠি-স্বরুপকাঠি (জেড-৭৭০৬) নাজিরপুর-কচুয়া (জেড-৭৭১৬)	২৫.৬৪১

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত চাখার-বানারীপাড়া মহাসড়ক

বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

বরিশাল হতে পটুয়াখালী জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ৩০২.১৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৩.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বৈরাগীরপুল (বরিশাল)-টুমচর-বাউফল (পটুয়াখালী) জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৪৫.১৭ শতাংশ।

বরিশাল (বৈরাগীরপুল)-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়কের ১৭তম কি.মি.এ ডিবিএস বেইজ কোর্স কাজ

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঝালকাঠি অংশ)

যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে ১৩১.৪৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক (জেড-৮৭০৮) (ঝালকাঠি অংশ) উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৭৭.৫২ শতাংশ।

রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়ক

ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

ফরিদপুর হতে বরিশাল, পটুয়াখালী হয়ে কুয়াকাটার সড়ক যোগাযোগ উন্নততর করার নিমিত্ত ১৮৬৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০২.৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার ৯.১৫ শতাংশ।

সম্ভাব্য গৃহীতব্য প্রকল্প

পিরোজপুর জেলার ৪টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

পিরোজপুর জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নততর করার নিমিত্ত সম্ভাব্য ৭৮১.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহাসড়ক ৪টি হলোঃ ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ পিরোজপুর (হুলারহাট)- শ্রীরামকাঠি-স্বরূপকাঠি মহাসড়ক, ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গড়িয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্ষিনা-স্বরূপকাঠি-নৈকাঠী মহাসড়ক, ১৭ কিলোমিটার কাউখালি-চিড়াপাড়া-ভান্ডারিয়া মহাসড়ক এবং ২.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নৈকাঠি-ভান্ডারিয়া মহাসড়ক।

চরখালী -তুষখালী -মঠবাড়ীয়া -পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের (জেড-৮৭০১) (পিরোজপুর অংশ) জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু/আর সিসি কালভার্ট দ্বারা প্রতিস্থাপন

সম্ভাব্য ৩৩৫.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চরখালী -তুষখালী-মঠবাড়ীয়া-পাথরঘাটা জেলা মহাসড়কের জরাজীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলি সেতুর স্থলে পিসি গার্ডার সেতু/আর সিসি কালভার্ট দ্বারা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি সেতু এবং ২৯টি কালভার্ট পুনর্নির্মাণ করা হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও মেরামত খাতে বরিশাল সড়ক জোনের অনুকুলে ১৯৫.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মাধ্যমে ১১৯.৩৭৭ কিলোমিটার ওভারলে, ১৯.৪০৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৫০০ মিটার রিজিড পেভমেন্ট, ১৭.৯৩ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ৮২.৪৭ কিলোমিটার মাইনর মেরামতসহ সীলকোট, ১২৫৭.৮৯ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১১৫০.০০ মিটার এইচবিবি, ৬০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ ও ৩৪৯৭.০০মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ১৭৯.২৮ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪ টি সেতু ও ৫৪ মিটার দীর্ঘ ৮ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

২০২০-২১ অর্থ বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগেডের তত্ত্বাবধানে ৫ টি প্রকল্প এবং ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে ৬ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগেডের তত্ত্বাবধানে ২টি প্রকল্প এবং ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের তত্ত্বাবধানে২ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্প

সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরন

২৭৪.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট সড়ক ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প

২৭৪.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শহীদ রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজ এর শিক্ষার্থীসহ জনসাধারণ নিরাপদে রাস্তা পারাপার করতে পারবে। এর ফলে দুর্ঘটনা ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

৪৫৬.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাজউক পূর্বাচল ৩০০ ফুট মহাসড়ক হতে মাদানী এভিনিউ-সিলেট মহাসড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩.২৫ কিলোমিটার মহাসড়ক ১৫.৬ মিটার প্রস্থে নির্মাণ করা হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫৫.৮৩ শতাংশ।

লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ

৫.৪৪ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ লেনসহ ১০.৯৪ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ করতে লেবুখালী-রামপুর-মির্জাগঞ্জ সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি ৪১৯.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্প

বগাছড়ি-ননিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০ম কি:মি: এ চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

২২৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু সড়কের ১০তম কিলোমিটারে চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি বাস্তবায়নের ফলে কাপ্তাই হ্রদের কারণে বিচ্ছিন্ন রাঙামাটির নানিয়ারচর, লংগদু ও বাঘাইছড়ি উপজেলার নিরবছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হল।

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের চেংগী নদীর উপর নির্মিত নানিয়ারচর সেতু

মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালানিপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন

৯৪.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালানিপাড়া সড়কের সিন্দুকছড়ি হতে মহালছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রাঙামাটি জেলার সঙ্গে মহালছড়ি (ভায়া সিন্দুকছড়ি) থেকে জালিয়াপাড়া এবং ফেনীর সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন হল । দৃষ্টিনন্দন সড়ক নির্মাণের ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন উন্নত হলো, তেমনি জীবনমান পরিবর্তনেরও সুযোগ সৃষ্টি হলো।

৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

পার্বত্য জেলায় সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ:

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১,৬৯৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০.৭৯ শতাংশ।

থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ:

৮৫৩.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ মহাসড়কটি বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ চায়না ভারত মায়নমার (বিসিআইএম) ইকনমিক করিডোর এর বিকল্প রুট হিসেবে এটি ব্যবহার করা যাবে। সার্বিক অগ্রগতি ৪৯.৯৩ শতাংশ।

থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ কাজের চিত্র

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক:

সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ চায়না ভারত মায়নমার (বিসিআইএম) এর বিকল্প রুট হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত ৫০৯.২৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮০.৮১ শতাংশ।

চলমান আলিকদম-জালানীপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ কাজ

কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ:

২৩৫.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান, প্রশস্ততা ও উচ্চতায় উন্নীতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে বান্দরবান জেলার সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নততর হবে। জুন ২০২১ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৭৩.৭৮ শতাংশ।

কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন

যান্ত্রিক জোন

টেকসই ও আধুনিক সড়ক নির্মাণ এবং নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ সড়ক নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকল্পে জন্য উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের কোন বিকল্প নেই। এছাড়া নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সড়ক নেটওয়ার্কের এক অপরিহার্য অংশ হল ফেরি সার্ভিস। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যান্ত্রিক জোন এসব সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিসহ পরিদর্শনযানসমূহ এবং পন্টুন, গ্যাংওয়েসহ ফেরিসমূহ চলাচলের উপযোগী করে রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে। এ ছাড়াও অধিদপ্তরের আধুনিকায়নে সরঞ্জাম, যানবাহন ও জলযান ক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংরক্ষণের কাজও এই জোনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ৭টি কারখানা বিভাগ, ৬টি ফেরি বিভাগ, ৩টি সরঞ্জাম বিভাগ এবং ২টি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ নিয়ে যান্ত্রিক জোন গঠিত।

পূর্বের অবস্থা

পরের অবস্থা

যান্ত্রিক জোন এর মাধ্যমে মেরামতকৃ পরিদর্শন যানের চিত্র

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি ফেরি

সওজ পরিচালিত ফেরিঘাটসমূহের অবস্থান

২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় যান্ত্রিক উইং এর মাধ্যমে ৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প:

ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়)

৩৮৪.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের ৫৭টি ফেরি ও ৬৭টি পন্টুন নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা হয়েছে যা নিরাপদ ও সময় সশ্রয়ী মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়তে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।

উক্ত প্রকল্পে সমাপ্তকৃত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কাজের নাম	সরঞ্জাম	ধরণ	সংখ্যা
নির্মাণ	ফেরি	UT-1	৫০
		UT-2	৩
	পন্টুন	PI	৬২
	গ্যাংওয়ে		৫০
পুনর্বাসন	ফেরি	UT-1	৪
	পন্টুন	PI	৫
সংগ্রহ	প্রপালশন ইউনিট	260hp-285hp	৩
		335hp-375hp	৫০
		425hp-475hp	৪

ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কিছু ফেরি ও পন্টুন

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত প্রপালশন ইউনিট

চলমান প্রকল্প:

সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:

নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক বজায় রাখার জন্য সময়োপযোগী আধুনিক ও ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বর্তমান পুরনো সরঞ্জাম বহর আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জাম

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামসমূহ

টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক অ্যাসফল্ট সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সড়ক নেটওয়ার্ক নিজস্ব জনবল দ্বারা দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষনের কাজে আধুনিক মানের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে ৪৭.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪ টি ভ্রাম্যমাণ মিনি অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, ৪ টি প্রাইম মুভার, ১টি কোল্ড প্লানার (অ্যাসফল্ট মিলিং) মেশিন, ১টি অ্যাসফল্ট পেভার, ১টি পটহোলস রিপেয়ার মেশিন ও ১ টি ক্র্যাক সিলিং মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৪৩টি ফেরিঘাটের বিবরণ

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনাকারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		পন্টুনের বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	চালু	মেরামত যোগ্য	
১	বরিশাল	গোমা	বরিশাল	রাংগাবালি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	-	বরিশাল জেলায় ৬টি ফেরিঘাট
২	বরিশাল	কাতাদিয়া	বরিশাল	রাঙামাটি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকী জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	১টি	-	২টি	-	
৩	বরিশাল	নেহালগঞ্জ	বরিশাল	আড়িয়াল খাঁ	বৈরাগীরপুল-টুমচর-বাউফল জেলা মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	-	
৪	বরিশাল	বেলতলা	বরিশাল	কীর্তনখোলা	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা (বরিশাল) জেলা মহাসড়কের ৪১তম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	-	
৫	বরিশাল	মীরগঞ্জ	বরিশাল	সুগন্ধা	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা জেলা মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার	৩টি	-	২টি	-	
৬	বরিশাল	বানারীপাড়া	বরিশাল	সন্ধ্যা	বানারীপাড়া (ডান্ডুয়াট)-নাজিরপুর জেলা মহাসড়কের ২য় কিলোমিটার	২টি	-	২টি	১	
৭	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া	ঝালকাঠি	সন্ধ্যা	ষাটপাকিয়া-(ঝালকাঠি)-নলছিটি জেলা মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটার	২টি	-	২টি	-	ঝালকাঠি জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৮	পিরোজপুর	বেকুটিয়া	বরিশাল	কচা	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার	৪টি	-	২টি	২টি	পিরোজপুর জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
৯	পিরোজপুর	চরখালী	পিরোজপুর	কচা	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	৪টি	-	২টি	১টি	
১০	পিরোজপুর	আমড়াঝুড়ি	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	গরিয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠি-কাউখালী-নৈকাঠি জেলা মহাসড়কের ২২তম কিলোমিটার ২টি	৩টি	-	৩টি	-	
১১	পিরোজপুর	শোনাকুর	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	কাউখালী-জিসি কলেজ মোড়-চাঁদকাঠী জিসি সড়ক (এলজিইডি সড়ক)	১টি	-	২টি	-	
১২	পিরোজপুর	স্বরূপকাঠি	পিরোজপুর	সন্ধ্যা	পিরোজপুর-হুলারহাট-সিরামকাঠি	২টি	-	২টি	-	
১৩	পটুয়াখালী	লেবুখালী	পটুয়াখালী	পায়রা	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটার	৬টি	-	৪টি	১টি	পটুয়াখালী জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
১৪	পটুয়াখালী	বগা	পটুয়াখালী	লোহালিয়া	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া-জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	৩টি	-	২টি	২টি	

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনাকারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		পন্টুনের বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	চালু	মেরামত যোগ্য	
১৫	পটুয়াখালি	পায়রাকুন্জ	পটুয়াখালি	পায়রা	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগন্জ-পটুয়াখালীজেলা মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার	২টি	-	৩টি	১টি	
১৬	পটুয়াখালি	গলাচিপা	পটুয়াখালি	রামনাবাদ	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া জেলা মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	১টি	
১৭	পটুয়াখালি	নলুয়া-বাহেরচর	পটুয়াখালি	পায়রা	বরিশাল-লক্ষীপাশা-দুমকি	১টি	-	৩টি	-	
১৮	বরগুনা	আমতলী	বরগুনা	পায়রা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমটিার	৩টি	-	২টি	১টি	বরগুনা জেলায় ২টি ফেরিঘাট
১৯	বরগুনা	বড়াইতলা	বরগুনা	বিষখালী	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	১টি	
২০	খুলনা	জেলখানা	খুলনা	ভৈরব	রুপসা-শ্রীফতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	৪টি	-	৩টি	-	খুলনা জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
২১	খুলনা	আড়ুয়া	খুলনা	আতাই	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১২ তম কিলোমিটার	১টি	-	২টি	-	
২২	খুলনা	ঝপঝপিয়া	খুলনা	পানখালী	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২১ তম কিলোমিটার	২টি	-	২টি	-	
২৩	খুলনা	পোদ্দারগঞ্জ	খুলনা	ঢাকি	গল্লামারী-গল্লামারী-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট জেলা মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার	২টি	-	৩টি	-	
২৪	খুলনা	নগরঘাটা	খুলনা	ভৈরব	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	৩টি	-	৩টি	-	
২৫	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ	বাগেরহাট	পানগতি	সাইনবোর্ড- মোড়লগঞ্জ-রায়স্দা-সরণখোলা-বগি জেলা মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটার	৪টি	-	২টি	-	বাগেরহাট জেলায় ২টি ফেরিঘাট
২৬	বাগেরহাট	মংলা	বাগেরহাট	মংলা ক্যানেল	দৌলতদিয়া-মাগুরা-যশোর-খুলনা-মংলা জাতীয় মহাসড়ক	১টি	-	৩টি	-	
২৭	নড়াইল	কালিয়া	নড়াইল	নবগঙ্গা	নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার	৩টি	-	২টি	-	নড়াইল জেলায় ১টি ফেরিঘাট
২৮	রাজবাড়ী	জৌকুড়া	রাজবাড়ী	পদ্মা	রাজবাড়ী (বাগমারা)- জৌকুড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ৭তম কিলোমিটার	৩টি	-	৪টি	-	রাজবাড়ী জেলায় ১টি ফেরিঘাট
২৯	গোপালগঞ্জ	কালনা		পদ্মা	ভাটিয়াপাড়া-কালনা জাতীয় মহাসড়কের ৫ম কিরোমিটার	৫টি	-	৯টি	-	গোপালগঞ্জ জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩০	নেত্রকোনা	রসুলপুর	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভবেরচর-গজারিয়া ঝেলা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটার	২টি	-	২টি	১টি	নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৩টি ফেরিঘাট
৩১	নারায়ণগঞ্জ	বিষনন্দী	নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটার	৫টি	-	৩টি	২টি	
৩২	নারায়ণগঞ্জ	হাজিগঞ্জ-নবীগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষা	সিমরাইল ইপিজেট-নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার	৫টি	-	৩টি	-	

ক্রম.	প্রশাসনিক জেলা/সড়ক বিভাগের নাম	ফেরিঘাটের নাম	ফেরিঘাট পরিচালনাকারী সড়ক বিভাগের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান	ফেরির বর্তমান অবস্থা		পন্টুনের বর্তমান অবস্থা		জেলাওয়ারী ঘাটের সংখ্যা
						চালু	মেরামত যোগ্য	চালু	মেরামত যোগ্য	
৩৩	ঢাকা	বক্তাবলী	ঢাকা	ধলেশ্বরী	শাসনগাঁও-পূর্ব গোপালনগর-রাজাপুর-বক্তাবলী-তালতলা জেলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার	৩টি	-	২টি	-	ঢাকা জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৪	নরসিংদী	পান্থশালা	নরসিংদী	মেঘনা	জঙ্গাশিবচর-রায়পুর জেলা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটার	২টি	-	৩টি	-	নরসিংদী জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৫	সুনামগঞ্জ	ছাতক	সুনামগঞ্জ	সুরমা	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারবাজার জেলা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার	৩টি	১টি	২টি	২টি	সুনামগঞ্জ জেলায় ২টি ফেরিঘাট
৩৬	সুনামগঞ্জ	রানীগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	কুশিয়ারা	আউশকান্দি-রানীগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক	৩টি	২টি	৩টি	২টি	
৩৭	রাঙ্গামাটি	চন্দ্রঘোনা	রাঙ্গামাটি	কর্ণফুলি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙালহালিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার	৪টি	-	২টি	-	রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি ফেরিঘাট
৩৮	কিশোরগঞ্জ	বালিখলা	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-মিঠামইন জেলা মহাসড়ক	০	১টি	১টি	-	কিশোরগঞ্জ জেলায় ৫টি ফেরিঘাট
৩৯	কিশোরগঞ্জ	বড়ইবাড়ি	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	২টি	-	২টি	-	
৪০	কিশোরগঞ্জ	শান্তিপুর	কিশোরগঞ্জ	বাউলাই	কিশোরগঞ্জ-মিঠামইন জেলা মহাসড়ক	৩টি	-	৩টি	-	
৪১	কিশোরগঞ্জ	বলধা	কিশোরগঞ্জ	ধনু	ইটনা-বড়ইবাড়ি-চামড়াঘাট	১টি	-	২টি	-	
৪২	কিশোরগঞ্জ	চামড়াঘাট	কিশোরগঞ্জ	ধনু	কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ জেলা মহাসড়ক	৩টি	-	৩টি	-	
৪৩	নেত্রকোনা	ঢেউটোকন	নেত্রকোনা	কংস	নেত্রকোনা-বিরিশিরি	১টি	-	২টি	-	নেত্রকোনা জেলায় ১টি ফেরিঘাট

.

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অধিকাংশ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অধিক সময় প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের সমীক্ষাকালে ভূমির তফসীল বিবেচনা ব্যতিরেকে এ্যালাইনমেন্ট নির্ধারণ করায় যৌথ জরীপের মাধ্যমে চূড়ান্তকৃত ভূমির কোনো কোনো ক্ষেত্রে তফসীলের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, এসএ ও বিএস জরিপের তথ্যগত পরিবর্তন, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জনবল সংকট ইত্যাদি কারণে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমিতে স্থাপিত বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার, গ্যাস ও পানির লাইন, টেলিফোন, ইন্টারনেট ক্যাবল ইত্যাদি সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার বিদ্যমান সার্ভিস লাইন স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ইউটিলিটি স্থানান্তরের জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক আর্থিক প্রাক্কলন প্রস্তুতে দীর্ঘ সময় নেয়া, পুনঃ পুনঃ প্রাক্কলন পরিবর্তন এবং দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করে বার বার তাগিদ দেয়া সত্বেও ইউটিলিটি শিফটিং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিলম্ব করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।

৩. সম্প্রতি বিআইডব্লিউটিএ নদীপথের শ্রেণি পরিবর্তন/পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নৌরুট নির্ধারণ করেছে। এ পদক্ষেপের ফলে সড়ক ওজনপথ অধিদপ্তরের চলমান/ডিজাইনকৃত সেতুসমুহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেতুসমূহের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে উভয়পাশে সেতুর সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং প্রযোজ্যক্ষত্রে আন্ডারপাস নির্মাণ প্রয়োজন হবে। ফলে সেতুর নির্মাণ ব্যয় ও প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পাবে।

৪. বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রকল্পে নিয়োজিত বিদেশি পরামর্শকদের বাংলাদেশে আগমন, আমদানিকৃত পাথর, বিটুমিন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অনিশ্চয়তা/সময়ক্ষেপণ, মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ শ্রমিক সংকট ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত/বিঘ্নিত হতে পারে।

৫. e-GP'র মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরদাতা নির্ধারণের জন্য পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯৮ এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট এর শর্ত অনুযায়ী Past Performance Matrix ব্যবহার করে উৎকৃষ্টতর অতীত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারকে নির্বাচন করার ফলে অল্পসংখ্যক ঠিকাদার অধিকাংশ কাজের কার্যাদেশ পাচ্ছেন। বিষয়টি নিরসনকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রস্তাব সিপিটিইউ-তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটির দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন।

৬. পিপিআর ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী যৌথ উদ্যেগ (Joint Venture) এর অংশীদারদের ন্যূনতম Business share এর পরিমাণ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় ভারসাম্যহীন যৌথ উদ্যোগে দরপত্র পাওয়া যায়। এরূপ দরপত্রে নির্বাচিত ঠিকাদার এর আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার অভাবে কাজ বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ হয় ও গুণগতমানসম্পন্ন কাজ সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

৭. স্বাধীনতার ৫০ বছর পর বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে সে তুলনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জনবল, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও যানবাহন বৃদ্ধি পায়নি। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর সামগ্রিক পুনর্বিন্যাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

৮. সড়কে অনুমোদিত মাত্রার অধিক ভারবাহী যান চলাচলের কারণে সড়কের বিভিন্ন স্তর অনুমিত সময়ের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বার বার মেরামত করার জন্য একদিকে অর্থের অপচয় হয় এবং অন্যদিকে জনগণের দূর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। সড়কে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯. মহাসড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত বিটুমিন এর পরিবর্তে পারফর্ম্যান্স গ্রেড/পলিমার মডিফাইড বিটুমিন ব্যবহারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে। এ সর্ম্পকে যথাযথ প্রশিক্ষণ আবশ্যক।

১০. আমদানিকৃত বিটুমিনের নিম্নমান এবং বিটুমিন সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি পর্যায়ে ভেজাল মিশ্রণ করার কারণে টেকসই সড়ক নির্মাণ ব্যাহত হয়। বিটুমিন আমদানির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় মনিটরিং জোরদার করতে পারে।

১১. কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত "সুপারিনটেনডেনট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (এসআরটিএম)" সংস্থাটি সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭৭ সালে "ডাইরেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইনটেন্যান্স (ডিআরটিএম)"-এ রূপান্তরিত হয়। দেশে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মোটরযানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) হিসেবে নতুন কলেবরে যাত্রা শুরু করে। বিআরটিএ'র অনুমোদিত জনবল ৮২৩ জন। এ কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে; মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, রুটপারমিট ও সরকারি গাড়ি মেরামতের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান এবং দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি পরিদর্শনের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং মানসম্মত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে: স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়, মোটরযানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, SMS এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ ইত্যাদি। এছাড়াও অনলাইনে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) bsp.brta.gov.bd এর মাধ্যমে মোটরযানের ফিটনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট, শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও রাইড শেয়ারিং তালিকাভুক্তির আবেদন দাখিল করার ব্যবস্থা রয়েছে। অনলাইন সেবা প্রদানের জন্য বিআরটিএ'র কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু করা হয়েছে।

রূপকল্প

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি)

মোটরযান রেজিস্ট্রেশন যুগোপযোগী করে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম ২০১৩ সালে প্রবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৫,০৭,০৪১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃতসহ মোট ৫,৬৯,১৯১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে ডিআরসি প্রস্তুত ও বিতরণের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

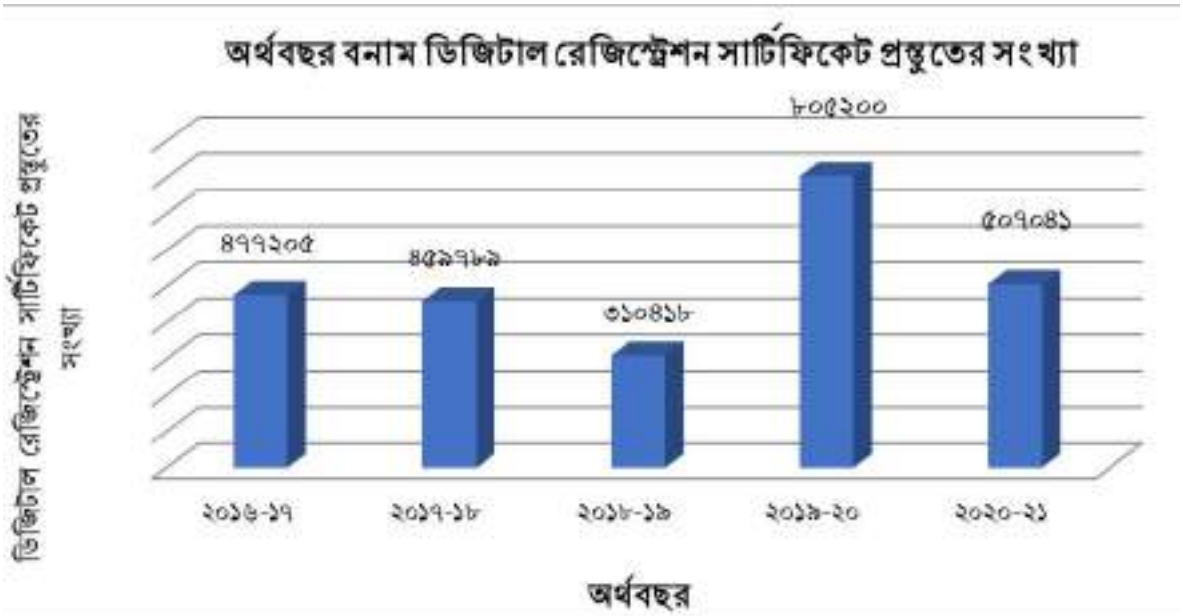

অর্থবছর ভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের সংখ্যা

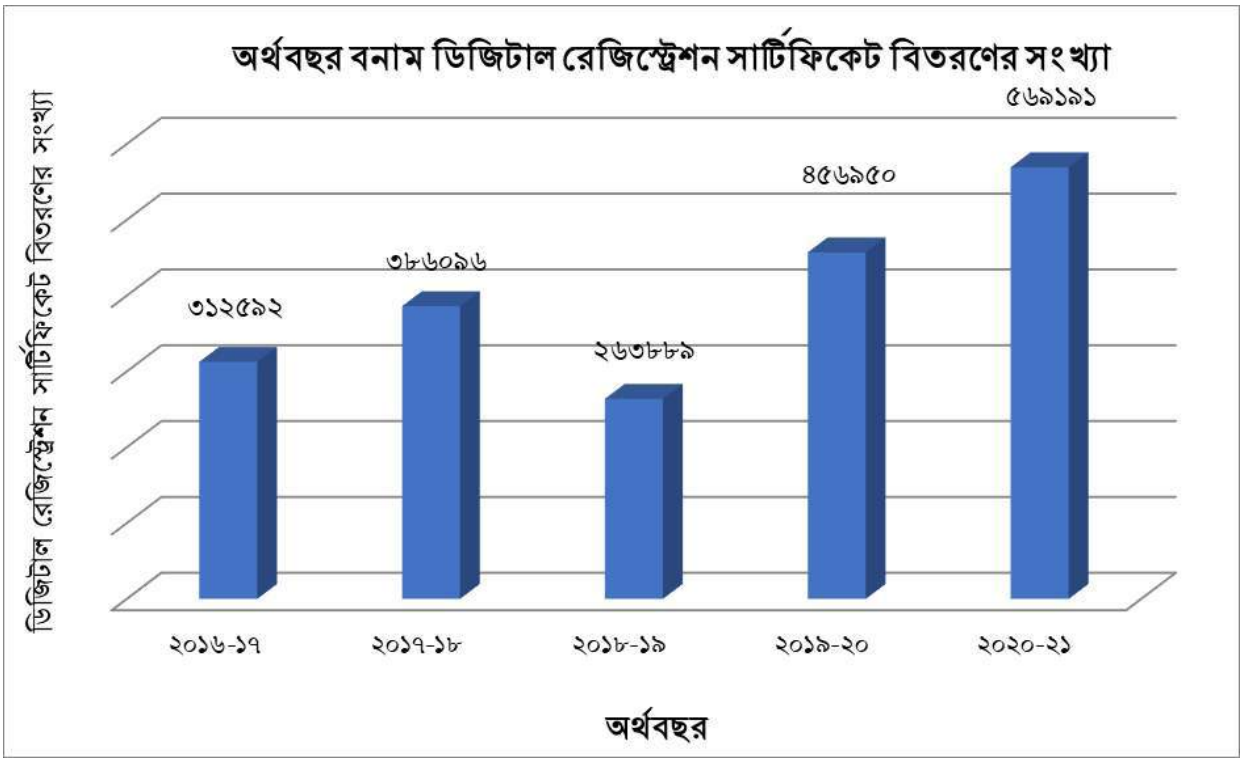

অর্থবছর ভিত্তিক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণের সংখ্যা

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত সময়ের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের সংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জিত হয়নি।

মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নমুনা

মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রবর্তন

সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরিবহন সংক্রান্ত অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে ১২টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪,১৭,০৭৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃতসহ মোট ৪,২৭,৪৩৩ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত ও সংযোজনের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

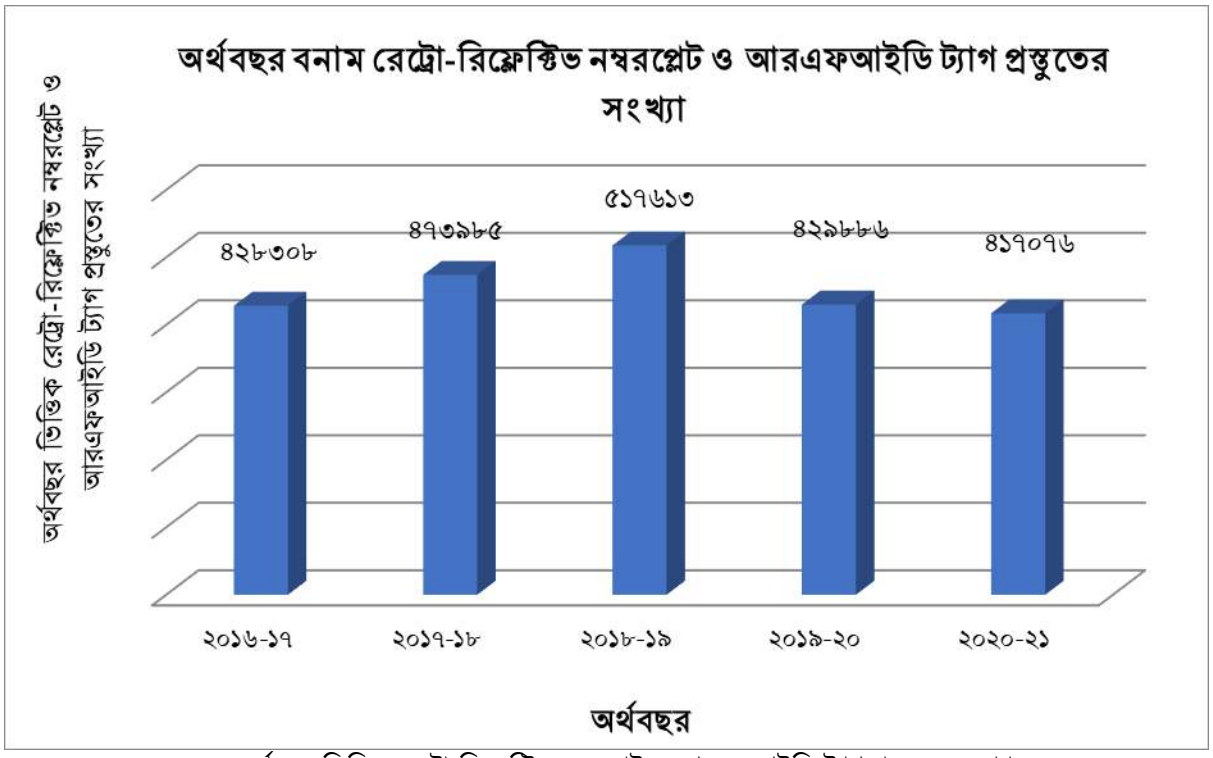

অর্থবছর ভিত্তিক রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের সংখ্যা

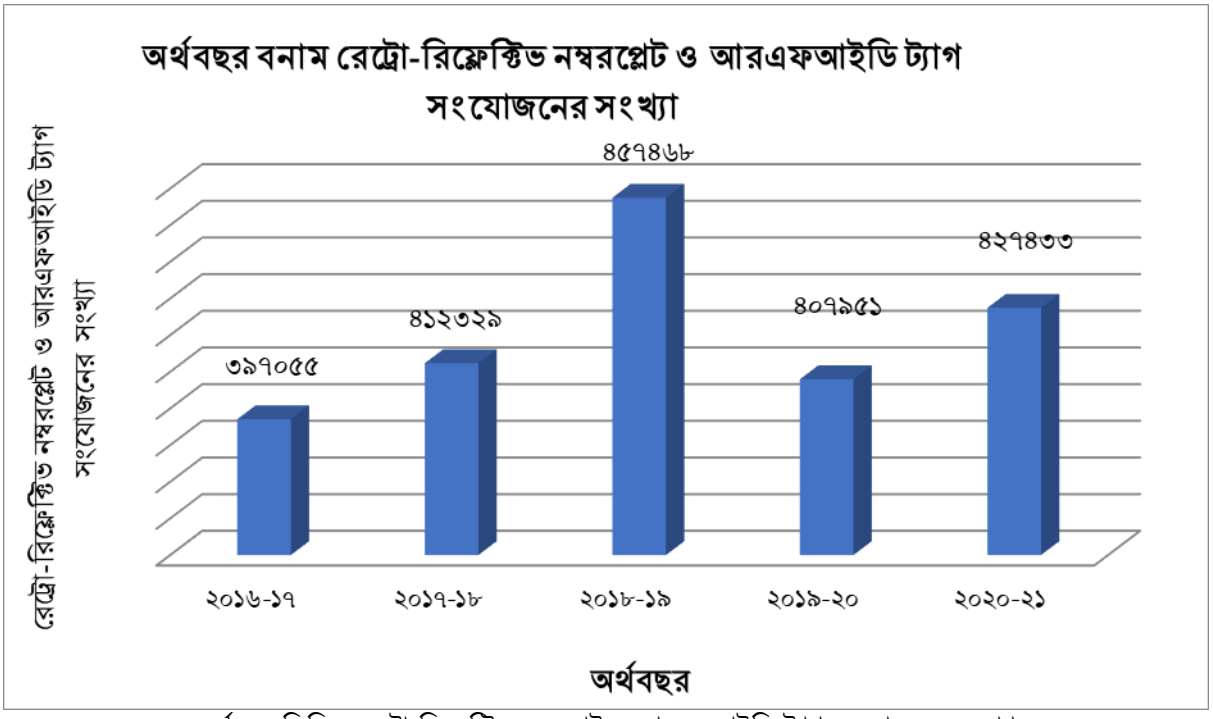

অর্থবছর ভিত্তিক রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের সংখ্যা

হাই সিকিউরিটি স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

২০১১ সালে প্রবর্তিত ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকায় অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোট ৪,৬২,০৯৩টি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

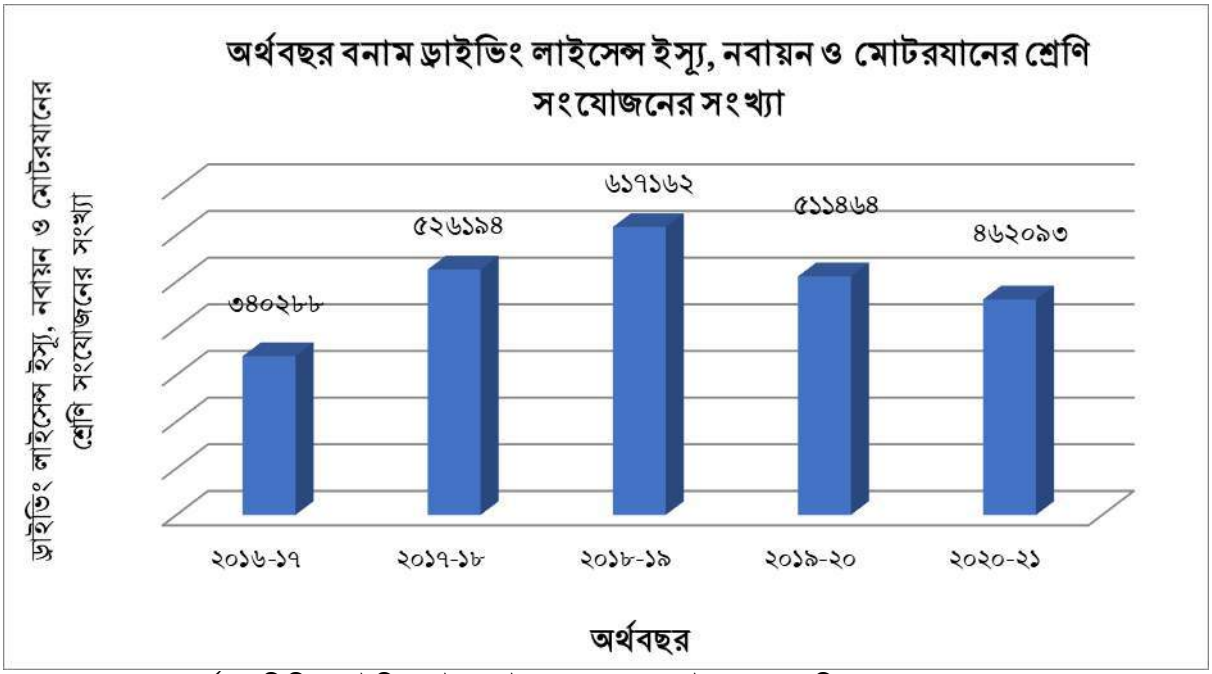

অর্থবছরভিত্তিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের সংখ্যা

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত সময়ের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও মোটরযানের শ্রেণি সংযোজনের সংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জিত হয়নি।

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের নমুনা

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬,৭৫,৪৬০টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। ভাড়ায় চালিত নয় এরুপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ বছর অন্তর এবং বিআরটিএ'র যে কোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন করা যায়। বিগত পাঁচ অর্থবছরে মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

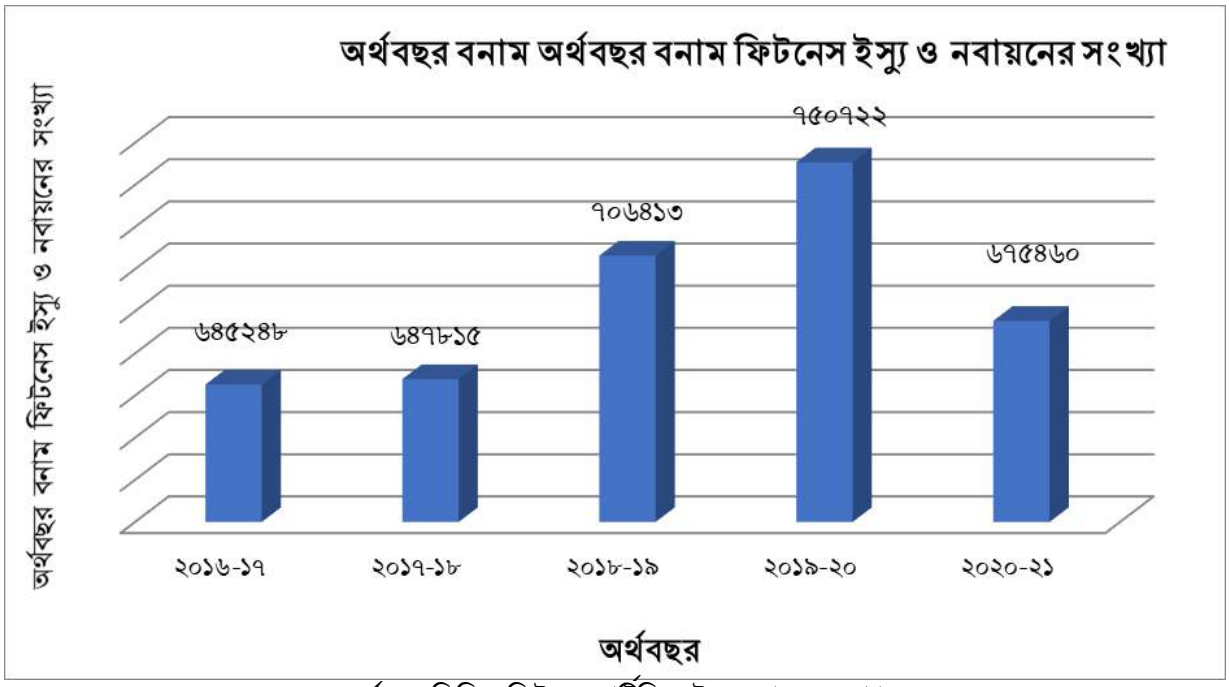

অর্থবছর ভিত্তিক ফিটনেস সার্টিফিকেট সরবরাহের সংখ্যা

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিগত সময়ের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্জিত হয়নি।

রুট পারমিট

সকল বাণিজ্যিক মোটরযান এবং যে সকল ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহের আসন সংখ্যা ড্রাইভার ব্যতীত ৯ (নয়) বা ততোধিক সে সকল মোটযানের রুট পারমিট থাকা আবশ্যক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০০,১৬০টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়নের তুলনামূলক অবস্থা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

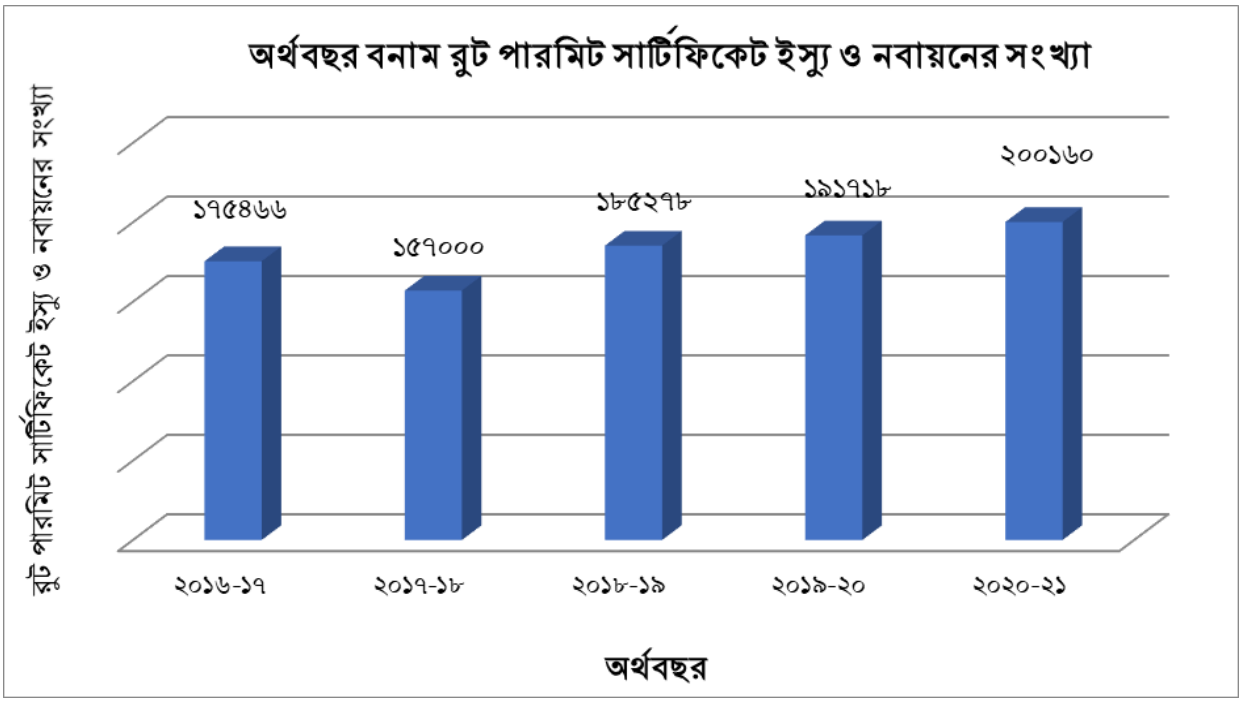

অর্থবছর ভিত্তিক রুট পারমিট সার্টিফিকেট এর সংখ্যা

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া (https://ipaybrta.brta.gov.bd) ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ডাচ-বাংলা ও ব্র্যাক ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট রকেট, বিকাশ ও নেক্সাস কার্ড ও সিটি ব্যাংকের Amex কার্ডের মাধ্যমে কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৩৫৪৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

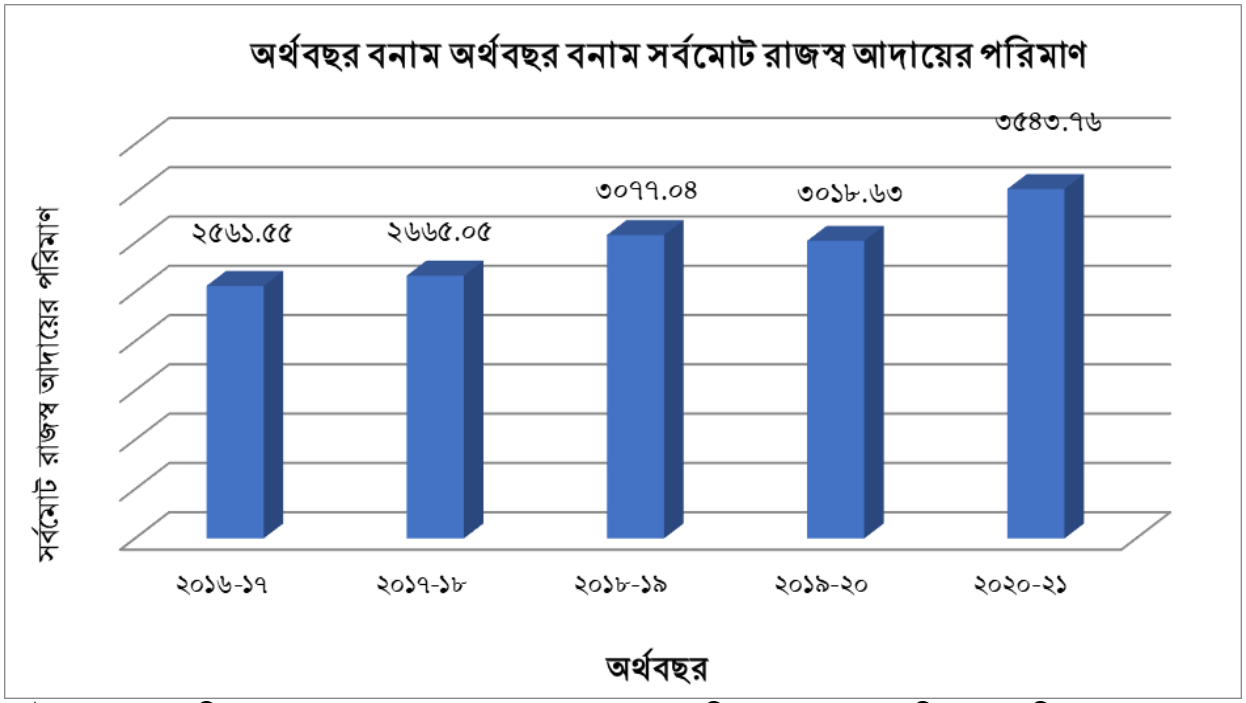

মোটরযানের কর ও ফি'র সাথে সম্পূরক শুল্ক যুক্ত হওয়ার কারণে এবং অগ্রিম আয়করের হার বৃদ্ধির কারণে বিগত সময়ের তুলনায় সর্বমোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিআরটিএ'র ভেহিক্যাল ইনস্পেকশন সেন্টার (ভিআইসি) ও মাল্টিপারপাস ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন

মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়নের লক্ষ্যে মিরপুরে সেমি অটোমেটেড দুই-লেন বিশিষ্ট মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) চালু রয়েছে। ফিটনেস পরীক্ষার জন্য উক্ত ভিআইসি'টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় একইস্থানে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে আরেকটি ১২ লেন-বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, চারটি বিভাগীয় শহরে ইতোপূর্বে স্থাপিত ভিআইসি চালুসহ ১৭টি জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪৭টি জেলায় ভিআইসিসহ BMDTTMC স্থাপন করা হবে।

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

(ক) সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার, দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মাঝে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সম্পর্কিত ৯,১১,৬৯১টি লিফলেট ও ৫,২৮,৩৫০টি স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে। এতদব্যতীত, বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান কর্তৃক জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

(খ) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রতি ৩/৪ বছর পর পর প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৪ প্রণয়নাধীন রয়েছে।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনানুসারে দূরপাল্লার যানবাহনে একটানা ৫ ঘণ্টার বেশী মোটরযান না চালানো; চালকদের ডোপ টেস্টসহ চালক ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণ প্রদান; হেল্পার দ্বারা মোটরযান না চালানো; ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের সময় মোটরযান পরীক্ষা-নিরীক্ষা; দুর্ঘটনা পরবর্তী চালকের ওপর আক্রমণ বা মোটরযানের ক্ষতিসাধন রোধ; প্রতিযোগিতামূলক ওভারটেকিং বন্ধ; করোনাজনিত পরিস্থিতিতে চালক, হেল্পার, যাত্রীসহ সকলের মাস্ক পরিধান; মহাসড়কে মোটরযানের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ; স্কুল পর্যায়ে ট্রাফিক আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা; ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের সময় প্রার্থীর দক্ষতা যাচাই ইত্যাদি বাস্তবায়নকল্পে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মহাসড়কে যত্রতত্র যাত্রী উঠানামা ও রাস্তা পারাপার বন্ধ, মালবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধ, স্পেসিফিকেশন বহির্ভুত মোটরযানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ফিটনেসবিহীন ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে পুলিশ ও পরিবহন মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন

অভিজ্ঞ ও দক্ষ মোটরযান চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১৩৯টি ড্রাইভিং স্কুল এবং ২৭০ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পেশাজীবী গাড়ি চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিএ ২০০৮ সাল হতে পেশাজীবী মোটরযান চালকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নকালে সারাদেশে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের ০২ দিনব্যাপী রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৭৬,০৮৮ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাফিক পুলিশ, ডাক্তার, রোড সেফটি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ'র ইত্যাদি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন ।

রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় পেশাদার মোটরযান চালকদের অংশগ্রহণ

বিগত পাঁচ অর্থবছরের পেশাজীবী মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

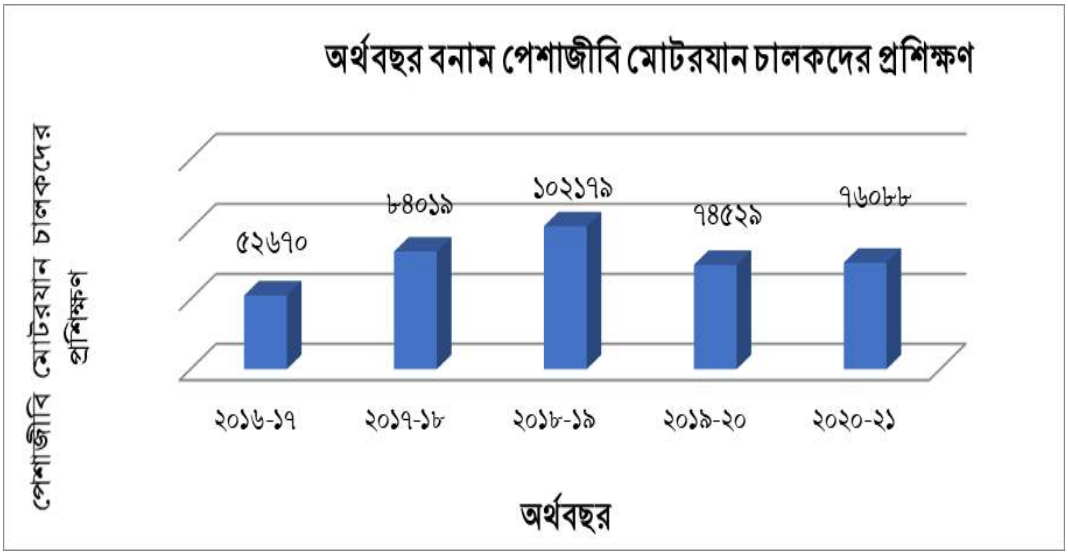

অর্থবছর ভিত্তিক পেশাজীবি মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ

কোভিড-১৯ মাহমারির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে পেশাজীবি মোটরযান চালকদের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল, ওভারলোড ও ওভার স্পিড নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১৯,০১৮ টি মামলায় ২,৯১,৩৮,১২০ টাকা জরিমানা আদায়, ২০৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৯০ টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাইড শেয়ারিং

গণপরিবহণের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানার মোটরযানসমূহ ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২১,৬০৬টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

গণশুনানী

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানী পরিচালিত হয়। গণশুনানীকালে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৪টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতব্য গণশুনাণি

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিআরটিএ-তে ৩২টি অভিযোগ গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ২৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিআরটিএর সচিব GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানির মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু আছে এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। গত অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪ (চার)টি সভা ও বিভাগীয় অফিসের সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক ০৪ (চার)টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। NIS বিষয়ে ৩৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুসারে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন অব্যহত আছে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালুর পর হতে বিআরটিএ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের APA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা শেষে অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত সফট্ওয়্যারেও প্রতিবেদন দাখিল করা হয় । গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা এবং চেয়্যারম্যান বিআরটিএ'র সাথে বিভাগীয় উপপরিচালক(ইঞ্জি:)গণের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ই-টেন্ডার

বিআরটিএ'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-জিপি পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৪,৫৬,৫৪,৭২০ টাকার ৫টি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

ইনোভেশন

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও অধস্তন অফিসমূহে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টীম কাজ করে যাচ্ছে। ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি অটোমেশন, কল সেন্টার স্থাপন, মোটরযানের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণসহ অন্যান্য সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত বিআরটিএ'র ইনোভেশন টিম কাজ করে যাচ্ছে।

বিআরটিএ'র জনবল

১৯৮৭ সালে ২৯১ জন জনবল সমন্বয়ে বিআরটিএ'র যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল সংখ্যা ৮২৩ জন। সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ৩১৫টি নতুন পদ সৃজনের সম্মতি পাওয়া গেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতিকৃত ৩১৫টি পদের প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে ।

আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

মহাসড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮; সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭; রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ (সংশোধিত ২০১৬); ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১-এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র ডিজিটাল সেবাসমূহ

মোটরযান সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার লক্ষ্যে ডিসেম্বর'১৮ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (bsp.brta.gov.bd) এর পাইলটিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানসহ মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন অনলাইনে দাখিলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সেবাও বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিজিটাল সেবার আওতায় বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল এবং প্রিন্ট গ্রহণ;
- হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল;
- মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের অনলাইন আবেদন দাখিল (ডিলার বা শোরুমের মাধ্যমে);
- রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল এবং সার্টিফিকেট প্রিন্ট;
- রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য অনলাইন আবেদন দাখিল এবং সার্টিফিকেট প্রিন্ট;
- ফি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে মোটরযানের AIT, Tax Token ও ফিটনেস ফি'র পরিমাণ অবহিত হওয়ার সুবিধা;
- অনলাইনে VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS, DBBL Nexus Card এবং মোবাইল ব্যাংকিং ROCKET ও bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান;
- "বিআরটিএ সেবা" Apps ব্যবহার করে লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস, ট্যাক্সটোকেন ও অগ্রিম আয়করসহ বিভিন্ন তথ্য অবহিত হওয়ার সুবিধা;
- ফিটনেস ও ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১৫ দিন পূর্বে মোটরযান মালিকের মোবাইলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এসএমএস-এর মাধ্যমে ফি'র পরিমাণ অবহিত হওয়ার সুবিধা;
- অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ও ভীড় এড়িয়ে মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন সুবিধা ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকার ০৩টি মেট্রো সার্কেল অফিস ও ঢাকা জেলা সার্কেল অফিসে প্রবর্তন;
- অনলাইনে প্রদেয় সেবাসমূহ সহজে প্রাপ্তির জন্য কলসেন্টার (১৬১০৭) চালু;
- জাতীয় কল সেন্টার ৩৩৩ এর মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সেবার তথ্য অবহিত হওয়ার সুবিধা;
- মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ৫ বছর এবং পরবর্তীতে প্রতি ২ বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ;
- বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে যে কোনো মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন সার্টিফিকেট প্রদান;
- ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা অধিকতর স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যে পরীক্ষার দিনই ফল প্রকাশ;
- নিবন্ধিত মোটরযানের তথ্যসহ মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কার্যক্রম

১. বিআরটিএ কর্তৃক 'নিপীড়িত মানবের মুক্তির মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান' "বাংলাদেশকে জানতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জানতে বাংলাদেশকে জানো" সম্বলিত ১,৪৩,০২৮টি স্টিকারসহ লিফলেট এবং পোস্টার বিতরণ, বঙ্গবন্ধুর লোগো সম্বলিত বেলুন উড়ানো, গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকল্পে গত ২০-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ এবং ২৮ মার্চ হতে ০৪ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত দেশব্যাপী বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিসে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। একইসাথে আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচিও পালন করা হয়।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা

বিআরটিএ ভবনে মুজিব কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে 'মুজিব কর্ণার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ, বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও গুরুত্বপূর্ণ ছবিসহ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ঐতিহাসিক মূল্যবান তথ্য/রেকর্ড মুজিব কর্ণারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের স্থাপিত মুজিব কর্ণার

বিআরটিএ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম প্রদর্শনে এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিন স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপনের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মূল গেটের বাম পার্শ্বে মাটি থেকে ১২ ফুট উপরে আড়াআড়িভাবে উপরে ২০ ফিট। ১৩ ফুট সাইজের এলইডি ক্রিন স্থাপন করা হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন অডিও-ভিজ্যুয়াল এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিনে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মূল গেটের সামনে স্থাপিত এলইডি ডিজিটাল স্ক্রিন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

(ক) কর্মকর্তাদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর "কারাগারের রোজনামচা" ও "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বই দুটির উপর অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১১০ জন কর্মকর্তার মধ্য হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ী কর্মকর্তাদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

(খ) বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে আলোকসজ্জা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়;

(গ) বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে থিম সংগীত বাজানো হয়;

(ঘ) বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়;

(ঙ) বিআরটিএ'র দাপ্তরিক পত্রে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে;

(চ) বিআরটি'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার সংযুক্তকরণ;

(ছ) প্রাপ্ত জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় ও সার্কেল অফিসে কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) শাখা চালুকরণ:

বিআরটিএ'র সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়ন ও সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা শাখা থাকা আবশ্যক। বর্তমানে নতুন মোটরযানের টাইপ এ্যাপ্রুভালের পূর্বে এবং CKD অনুমোদনের পূর্বে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই। মোটরযানের যান্ত্রিক উপযুক্ততা ও নিরাপত্তার মান নির্ধারণের বিষয়ে বর্তমানে বিআরটিএ'র নিজস্ব কোন গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) শাখা ও ল্যাব নেই। এ লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) শাখা সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দুর্ঘটনা লাঘবে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে।

২। ভবন নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা চালুকরণ:

বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সীমিত আকারের দুই/একটি কক্ষ বরাদ্দ নিয়ে অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সারাদেশে নিবন্ধিত মোটরযান এবং ড্রাইভারের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটিএ'র কাজের পরিমাণও বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিআরটিএ'র অফিস স্পেসের স্বল্পতার কারণে পর্যায়ক্রমে সকল সার্কেলে "বিআরটিএ অফিস-কাম মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার" স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। ভবন নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত মাল্টিপারপাস সেন্টার স্থাপনের কাজ মনিটরিং করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

৩। বিআরটিএ'র সেবা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;

৪। বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ও পাবলিকেশন, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, রোড এক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন, প্রকিউরমেন্ট শাখা চালুকরণ;

৫। বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন চালুকরণ;

৬। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা গ্রহণ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি।
- বিআরটিএ-কে পেপারলেস সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্ত সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমে সকল প্রকার ফিজিক্যাল ইন্টারফেস ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং সকল জেলায় BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নতির প্রেক্ষিতে বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর অধীন 'ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন প্রায় ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবহন অবকাঠামোর সমীক্ষা প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা ডিটিসিএ'র কর্মপরিধিভুক্ত।

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান।

বার্ষিক **উন্নয়ন** কর্মসূচী

২০২০-২১ অর্থবছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে জিওবি অর্থায়নে ৫টি এবং বৈদেশিক সহায়তা পুষ্ট ১টি। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ৬৭২.০০ লক্ষ টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ১.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট বরাদ্দ ৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত জিওবি অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ৬৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬০৭.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের হার ৯২.২৫ শতাংশ।

পরিচালনা পরিষদ

ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে, যার সভাপতি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ১৪তম সভা এবং ২২ জুন ২০২১ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

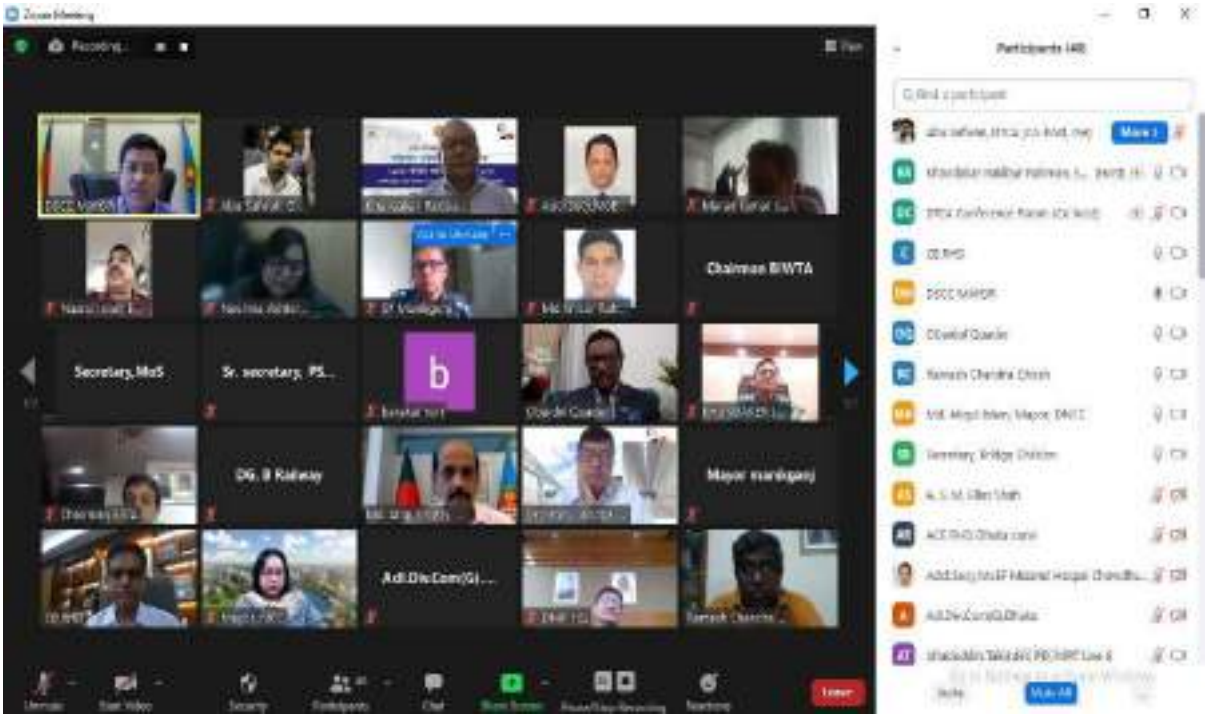

ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১৫তম ভার্চুয়াল সভা

ডিটিসিএ'র পরিচালনা পরিষদের ১৪তম সভা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

মেট্রোরেল লাইন-৬ পরিদর্শন

মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ডিটিসিএ কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক তাঁর পরিদর্শন টীমসহ গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মেট্রোরেল লাইন-৬ এর উত্তরা নর্থ স্টেশন পরিদর্শন করেন। এছাড়াও ডিটিসিএ'র পরিদর্শন টিম ১২টি স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

টিমসহ পরিদর্শক কর্তৃক ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মেট্রোরেল লাইন-৬ এর উত্তরা নর্থ স্টেশন পরিদর্শন

মেট্রোরেল লাইন-৬ ভাড়া নির্ধারণ

মেট্রোরেল লাইন-৬ (উত্তরা থেকে মতিঝিল) এর ভাড়া নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ভাড়া নির্ধারণ কমিটির ১ম সভা ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ডিএমটিসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মেট্রোরেল লাইন-৬ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব চূড়ান্তকরণে জন্য ডিএমটিসিএল-কে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

মেট্রোরেল লাইন-১ এর লাইসেন্স

মেট্রোরেল লাইন-১ এর নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করার বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

মেট্রোরেল লাইন-৫ এর লাইসেন্স

মেট্রোরেল লাইন-৫ নর্দার্ন রুট-এর লাইসেন্সের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটির ১ম সভা ১৭ জুন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মেট্রোরেল লাইন-৫ নর্দার্ন রুট-এর ব্যবসা পরিকল্পনা, আর্থিক স্থিতির বিবরণ, মেট্রোরেলের ইনফ্রাস্ট্র্যাকচারাল ও অপারেশনাল সেফটি, নন-রেল ব্যবসার বিস্তারিত ডকুমেন্ট প্রেরণের জন্য ডিএমটিসিএল-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক-এর সভাপতিত্বে ১৭ জুন ২০২১ তারিখে মেট্রোরেল লাইন-৫ নর্দার্ন রুট-এর লাইসেন্স বিষয়ে সুপারিশের নিমিত্ত বাছাই কমিটির ১ম সভা

ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর নিমিত্ত JICA'র কারিগরি সহায়তায় "ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট" বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের অধীনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ফুলবাড়ীয়া ও পল্টন ইন্টারসেকশনে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টারসেকশনে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজসহ ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। একক উৎস ভিত্তিক পরামর্শক সেবা গ্রহণ করে Image সার্ভার স্থাপনের জন্য প্রকল্পের টিএপিপি'র ব্যয়ে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কাজের সমন্বয়হীনতার কারণে সাইটে স্থাপিত ক্যাবল নেটওয়ার্ক ও সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত সরঞ্জাম পরিদর্শন (মার্চ, ২০২১)

রোড সেফটি ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীতে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে রোড 'সেফটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে-

(১) ঢাকা শহরের ঝুঁকিপুর্ণ সড়ক এবং সংযোগ সড়ক চিহ্নিতকরণ;
(২) ঢাকা শহরের ১০০ কিলোমিটার সড়ক এবং সড়কে পথচারীদের চলাচলে নিরাপত্তা বিধান;
(৩) ঢাকা শহরের জন্য স্কুল জোনিং এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ সড়ক বিষয়ক পুস্তিকা প্রণয়ন;
(৪) ডিটিসিএ'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে-

- পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুতকরণ
- আরবান রোড সেফটি গাইডলাইনস প্রস্তুতকরণ
- নিরাপদ ওয়ার্ক জোন এবং মবিলিটি গাইড লাইনের উন্নয়ন
- গণপরিবহনে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রস্তুতকরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন
- দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।

এ প্রকল্পে BUET-এর Accident Research Institute (ARI)-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রকল্পের Inception Report, Interim Report এবং খসড়া Urban Road Safety Audit Guideline প্রণয়ন করেছে।

Feasibility study on Bus Rapid Transit (BRT) Line-7

ডিটিসিএ-এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন BRT Line-7 এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি ৪৮৯.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে অংশীজন সভা অনুষ্ঠানসহ ৩টি কর্মশালা করে বিআরটি লাইন-৭ এর এলাইনমেন্ট নির্ধারণ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য রুট নারায়ণগঞ্জ (চাষাড়া) - সাইনবোর্ড - ডেমরা–বনশ্রী-মাদানী এভিনিউ – আফতাবনগর – পুর্বাচল – মীরেরবাজার - পূবাইল-রাজেন্দ্রপুর - কাপাসিয়া (গাজীপুর) পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়, যার দৈর্ঘ্য ৯০ কিলোমিটার। বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

BRT Line-7 প্রকল্পের অধীনে ডিটিসিএ'র কর্মকর্তাদের Trans CAD and TUAB শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot প্রকল্প

Revised Strategic Transport Plan (RSTP) এর Study/Planning on relocation of inter-district bus terminal এ সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকা শহরের ভিতরে অবস্থিত তিনটি বাস টার্মিনাল (মহাখালী, যাত্রাবাড়ী ও গাবতলী) স্থানান্তরের লক্ষ্যে Feasibility Study and Conceptual Design of Proposed Bus Terminal and Depot প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প মূল্য ৪৯৫.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত মেয়াদ অক্টোবর ২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১। প্রকল্পের আওতায় ঢাকার চারপাশে প্রস্তাবিত ১০টি স্থানে বাস টার্মিনাল ও ডিপো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কনসেপ্চুয়াল ডিজাইন প্রস্তুত করা হচ্ছে। উভয় সিটি কর্পোরেশন-এর মাননীয় মেয়র কর্তৃক টার্মিনাল নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থান (গ্রাম-ভাটুলিয়া, হেমায়েতপুর, আটিবাজার, কেরাণিগঞ্জ, কাঁচপুর) পরিদর্শন করা হয়। মার্চ ২০২০ এ Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।

প্রকল্পের Draft Final Report এর উপর জুন ২০২১ এ অনুষ্ঠিত কর্মশালা।

মাননীয় মেয়র কর্তৃক বাস টার্মিনালের জন্য প্রস্তাবিত স্থানসমূহ পরিদর্শন

ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোডঃ ইষ্টার্ন, ওয়েষ্টার্ন এন্ড নর্দান পার্ট প্রকল্প

এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য আউটার রিং রোডের ইষ্টার্ন, ওয়েষ্টার্ন এন্ড নর্দান অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে আউটার রিং রোডের প্রয়োজনীয়তা, এলাইনমেন্ট যাচাই করা। অত:পর ঋণ প্রকল্প বা পিপিপি অর্থায়নের জন্য বিবেচনার নিমিত্ত প্রাথমিক নকশা এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২০ হতে জুলাই ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকবে:

- প্রাথমিক নকশা: করিডোর এলাইনমেন্ট, টার্মিনাল এবং লজিস্টিক সেন্টারের অবস্থান, অ্যাক্সেস সড়ক;
- প্রাথমিক অপারেশন পরিকল্পনা;
- ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা;
- অর্থনৈতিক ও আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন;
- প্রাথমিক পরিবেশগত মূল্যায়ন (আইইই) প্রতিবেদন;
- উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলন;
- বাস্তবায়ন সময়সূচী;
- পিপিপি'র সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ।

প্রকল্পটি গত ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬০৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (স্বতন্ত্র) নিয়োগের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্য গত ১৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ EoI আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও আউটসোর্সিং স্টাফ নিয়োগের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০'

Socially Distanced, Digitally Connected প্রতিপাদ্য নিয়ে ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় ভার্চুয়াল মাধ্যম এবং সরাসরি অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০'-এর ই-গভনেন্স জোনে ডিটিসিএ অংশগ্রহণ করে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ডিটিসিএ স্টলের প্রদর্শিত কন্টেন্টসমূহ দর্শন

করেন। ডিটিসিএ এর কর্মকর্তাবৃন্দ অনলাইনে সংযুক্ত থেকে ডিটিসিএ এর কার্যাবলী ও সেবা সম্পর্কে দর্শনার্থীদের সাথে তথ্য বিনিময় করেন।

'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০' এর ই-গভনেন্স জোনে ডিটিসিএ এর ভার্চুয়াল স্টল

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠণ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠণের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ সংশোধনপূর্বক ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র "সমগ্র বাংলাদেশ" নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম "বাংলাদেশ আরবান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি" করা ও প্রয়োজনীয় বিধি, প্রবিধান ও গাইড লাইন প্রণয়নের জন্য কনসালটিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারী সংস্থা Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এর আওতায় নিম্নবর্ণিত ডকুমেন্টসমূহ প্রণয়ন করা হবে:

- খসড়া বাংলাদেশ নগর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২১
- খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ট্রাফিক সার্কুলেশন) প্রবিধানমালা ২০২১
- খসড়া পথচারী নিরাপত্তা প্রবিধানমালা ২০২১
- খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (পার্কিং) বিধিমালা ২০২১
- খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (কর নির্ধারণ, কমিটি গঠন ইত্যাদি) বিধিমালা ২০২১
- খসড়া পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত গাইডলাইন ২০২১

ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত নকশা অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমণ ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ অর্থবছরে ৩টি বহুতল ভবনের এবং ১টি হাউজিং প্রকল্পের অনাপত্তি/অনুমোদন প্রদান করেছে।

বাস রুট রেশনালাইজেশন

ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং যানজট নিরসনে Bus Route Rationalization ও কোম্পানীর মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে আহবায়ক এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর নির্বাহী পরিচালককে সদস্য সচিব করে ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে ডিটিসিএ সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। এ পর্যন্ত কমিটির ১৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি কর্তৃক বাস রুট রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিদ্যমান গণপরিবহন ব্যবস্থার বাস সার্ভিসের ৩৮৮টি রুটকে ৪২টি রুট, ২২টি কোম্পানী ও ৯টি ক্লাস্টারে পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ বছর একটি রুটে (ঘাটারচর-বসিলা-মোহাম্মদপুর-মতিঝিল-কাঁচপুর ব্রিজ) বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজি পাইলটিং শুরু করা হবে। ডিটিসিএ'র কর্তৃক গৃহীত বাস রুট রেশনালাইজেশন এবং কোম্পানী ভিত্তিক বাস পরিচালনা প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন প্রয়োজনীয় সকল ট্রাফিক সার্ভে বিশেষত গণপরিবহণের উপর সার্ভে (অরিজিন-ডেস্টিনেশন, বোর্ডিং-এলাইটিং ইত্যাদি) করা হবে। বাস রুট ও বাসের সংখ্যা চূড়ান্তকরণ ও প্রতিটি রুটের টপোগ্রাফি করা হবে। পূর্ববর্তী ও নতুন ট্রাফিক সার্ভে হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ রিভিউ ও হালনাগাদ করে ভবিষ্যৎ ট্রাফিক চাহিদা নিরূপণ করা হবে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় বাস-বে, বাস-স্টপ, যাত্রী ছাউনি ইত্যাদির স্থান নির্ধারণ ও নির্মাণের জন্য নকশা প্রণয়ন করা হবে।

মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভা

স্মার্ট কার্ড প্রবর্তন এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিষ্ঠা

JICA-র সহায়তায় ঢাকা শহরে গণপরিবহন ব্যবস্থা সুসংহত এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া আদায় পদ্ধতির প্রচলন ও এ পদ্ধতিকে সমন্বয় করার লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপন করা হয়েছে। SMART Card (Rapid Pass) ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান সরকারি ও বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে Clearing House এর ১ম ধাপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করে ক্লিয়ারিং হাউজ-২ বাস্তবায়ন করা হবে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

তেজগাঁও এ ০২ (দুই) বিঘা ভূমি'র উপর ডিটিসিএ'র ১৩তলা অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৯ মে ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০২১ পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭৪.৯৬৫ শতাংশ। ভবনের নির্মাণ কাজ নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নেতৃত্বে ডিটিসিএ এর প্রতিনিধি দল ৬ মার্চ ২০২১ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মাজারে পুষ্প স্তবক অর্পণ ও মোনাজাত করেন।

টুঙ্গি পাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত

২। ১৭ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি দল সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নেতৃত্বে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

৩। ১৭ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে ডিটিসিএ-তে মুজিববর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফেস্টুন ও ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় ও বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর আলোকপাত করে আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

৪। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ডিটিসিএ-তে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর ডিটিসিএ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান

৫। মুজিবর্ষের গৌরবজ্জ্বল উদ্দীপনায় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ "বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বল্প দূরত্বে হেঁটে যাতায়াত ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের নিকট হতে "শিক্ষার্থীদের হেঁটে বা সাইকেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতে উৎসাহিত করতে করণীয়" বিষয়ক প্রবন্ধ আহবান করা হয় এবং মাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিকট হতে "বিদ্যালয়ে হেঁটে যাতায়াতে কেমন পরিবেশ চাই" এ বিষয়ে রচনা আহবান করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে স্কুলের শিক্ষাথীদের মধ্যে ট্রাফিক আইন ও সড়ক ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছেঃ

ক) বিসিএসআইআর উচ্চ বিদ্যালয়, সাইন্সল্যাব, ধানমন্ডি, ঢাকা
খ) ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর-১, ঢাকা
গ) তারবিয়াতুল মিল্লাত একাডেমী, ২/২ দারুস সালাম, ফুরফুরা শরিফ, মিরপুর-১, ঢাকা
ঘ) আলী আহমেদ হাই স্কুল, গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা
ঙ) গেন্ডারিয়া হাই স্কুল, ২৩-২৪ সতিশ সরকার রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
চ) ঢাকা কটন মিল উচ্চ বিদ্যালয়, নবীনচন্দ্র গোস্বামী রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা
ছ) রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ১২৫ শেরে বাংলা নগর রোড, ঢাকা-১২০৯

৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্মের ওপর ডিটিসিএ এর কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে একটি উপস্থাপনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

৮। ডিটিসিএ-তে 'কারাগারের রোচনামচা' ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস উদযাপন

মুজিববর্ষের গৌরবোজ্জ্বল উদ্দীপনায় যানজট নিরসন, বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাসে ব্যক্তিগত গাড়ির পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস (World Car Free Day) উদযাপন করা হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "হাঁটা ও সাইকেলে ফিরি, বাসযোগ্য নগর গড়ি" (Back to Walking and Cycling for Liveable Cities)। এ বছর (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি বিবেচনায় দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচি ভিন্নভাবে সাজানো হয়। এর মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের হাঁটা ও সাইকেল চালানোর প্রতি উৎসাহিত করতে অনলাইনে প্রবন্ধ আহবান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর সভাকক্ষে দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল

সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ফেসবুক প্রোফাইল ফ্রেম তৈরি '২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আমি ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করবো না' মর্মে ক্যাম্পেইন এবং মতামত নেয়া হয়। ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টায় "হাঁটা ও সাইকেলে ফিরি, বাসযোগ্য নগর গড়ি" শীর্ষক ওয়েবিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিবসটিকে কেন্দ্র করে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন সড়ক দ্বীপে ফেস্টুন স্থাপন করা হয়।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ এবং রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ

১৬ মার্চ ২০২১ তারিখ ডিটিসিএ'র সভাকক্ষে বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ:

ডিটিসিএ-তে জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স 'Linux System Administration' প্রশিক্ষণ, সুশাসন সংহতকরণ বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন, তথ্য অধিকার, বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ 'পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন' প্রশিক্ষণ, 'বাজেট বিষয়ক' প্রশিক্ষণ, ই-জিপি প্রশিক্ষণ (PU User Module), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (নৈতিকতা, অফিস শিষ্টাচার, অফিস যোগাযোগ, নথি বিনষ্টকরণ, ছুটি বিধি, আর্থিক বিধি), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত (ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তাবায়নে সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা (খ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)-এ উল্লিখিত সেবাসমূহ কার্যকরভাবে প্রদানের জন্য অধিকতর ধারণা প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, আরপিএটিসি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারিরা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা আয়োজন

পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ এবং পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ডিটিসিএ কর্তৃক ৬টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা কটন মিলস উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও কর্মশালা

জনবল ও পদ সৃজন

ডিটিসিএ প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ৬৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বর্ধিত অধিক্ষেত্র, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার ডিটিসিএ-তে আরো ১৪৮ জনবল মঞ্জুর করে। বর্তমানে ডিটিসিএ'র মোট জনবল ২১২। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯ম গ্রেডভুক্ত ২ জন এবং সর্বশেষ গত ২৮ জুন ২০২১ তারিখে ১৬-১৭ গ্রেডভুক্ত ৩য় শ্রেণির ৫টি ক্যাটাগরির ১৪টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ (আঠারো) জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ০৩ মে ২০২১ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো এবং দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী

ডিটিসিএ'র শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার (২০২০-২০২১) অন্তর্ভুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ১৭ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি একটি প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানীতে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে ডিটিসিএ হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডিটিসিএ মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৪.৮০% নম্বর অর্জন করেছে। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য ডিটিসিএ'র ০২ (দুই) জন কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বয় কার্যক্রম:

ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে। ডিটিসিএ ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা সংশোধন ও পরিমার্জন করে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) প্রণয়ন করছে যা ২৯ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সকল পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের জন্য র‍্যাপিড পাস চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি বাস সার্ভিসে র‍্যাপিড পাস চালু রয়েছে। ডিটিসিএ এমআরটি লাইন-১, এমআরটি লাইন-৫ (উত্তরাংশ) এর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এমআরটি লাইন-৫ (দক্ষিণাংশ) প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করেছে। ডিটিসিএ আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ডিএমটিসিএল গঠন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

ঢাকার যানজট নিরসনের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা অনুযায়ী গণপরিবহণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন অতি জরুরি। ডিটিসিএ আইনে কোন জরিমানার বিধান না থাকায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা ডিটিসিএ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফলে ডিটিসিএ বিভিন্ন পরিবহন সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় করতে পারছেনা। ঢাকা মহানগরীর ৩৮৮টি বাস রুটকে রেশনালাইজেশনের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাস করে ৪২টি রুট, ২২টি কোম্পানী এবং পুনর্বিন্যাস মাধ্যমে বাস পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ডিটিসিএ'র কার্যাবলী পুনর্গঠন এবং জরিমানার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। র‍্যাপিড পাস এর মাধ্যমে ভ্রমণের জন্য MRT, BRT, BRTC, BIWTC সহ বেসরকারি বাস অপারেটরদেরকে Clearing House প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য Clearing House ফেজ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মেয়াদ ২০২৪ সাল। জনদুর্ভোগ নিরসনে বাস টার্মিনাল/ডিপো এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। ঢাকা মহানগরীতে বাসরুট ফ্র্যাঞ্চাইজিং প্রবর্তনের মাধ্যমে যানজট হ্রাস ও নিরাপদ এবং সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগামী ৫(পাঁচ) বছরে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একমাত্র রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন সংস্থা। ১৯৬১ সালের ৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ত এ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত বিআরটিসি দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বিআরটিসি দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তঃদেশীয় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা সম্প্রসারিত করেছে।

রূপকল্প

নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

- ❑ যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- ❑ ডিপোর বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা।
- ❑ পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা।
- ❑ নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

কার্যাবলি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০ এর ধারা ৫-এ নির্ধারিত বিআরটিসির কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- ❑ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সেবা প্রদান করা;
- ❑ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সেবা প্রদান করা;
- ❑ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ইউনিট বা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা;
- ❑ প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন মেরামত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করা;
- ❑ দেশে ও বিদেশে যাত্রী ও পণ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও ট্রাক সংগ্রহ করা;
- ❑ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দখলে রাখা বা ব্যবহার বা হস্তান্তর করা;
- ❑ পরিবহণ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে টার্মিনাল, ডিপো, যাত্রী ছাউনি বা অন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টি করা;
- ❑ আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক যাত্রী ও পণ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিদেশে কার্যালয় বা টার্মিনাল, ডিপো, যাত্রী ছাউনি বা অন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টি করা;
- ❑ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা লাভজনক নহে এইরূপ বাস বা ট্রাক দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে ইজারায় পরিচালনা করা;
- ❑ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে ইজারায় যাত্রীবাহী বাস বা পণ্যবাহী ট্রাক পরিচালনা করা;
- ❑ কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- ❑ সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা করা;
- ❑ বিশেষ পরিস্থিতি, যেমন- হরতাল, পরিবহণ ধর্মঘট, জরুরি অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজন, বিশ্ব ইজতেমা, মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ এবং অনুরূপ কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ সড়ক পরিবহণ সেবা প্রদান করা;
- ❑ কর্পোরেশনের গাড়ি সম্ভার, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত, ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করা;
- ❑ কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা;
- ❑ কর্পোরেশনের কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় যেকোনো ধরনের মালামাল মজুদ করা; এবং
- ❑ সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২০-২১ অর্থবছরে বিআরটিসি কর্তৃক সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ৫২০৯.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত "দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ৩টি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৯০৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৯৭৯.০২ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে ১৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ১টি কেন্দ্রের ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত আরো ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ৩টির নির্মাণ কাজ চলমান। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য সরকারি পরিবহন পুল হতে প্রাপ্ত ১০০টি কারের মধ্যে ৫০টি এবং ১০টি বাসের মধ্যে ৪টির মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ। ৩০ জুন ২০২২-এ প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২৩ জুন ২০২১ তারিখে বিআরটিসির অধীনস্থ ডিপো, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ সেন্টারসমূহের ইউনিট প্রধানদের সাথে বিআরটিসির চেয়ারম্যান এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্কোর ছিল ৮৫%। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম.	কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১।	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সভা ও সেমিনার আয়োজন	সংখ্যা	১০০	৯০
২।	ট্রাফিক আইন সম্পর্কে চালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সভা আয়োজন	সংখ্যা	৩০	৩০
৩।	বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৫৫০	৩৪৫.৮০
৪।	ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	পরিবহন (হাজার টন)	৬৩০	৫৯৫.৩৫
৫।	সংগৃহীত রাজস্ব	কোটি টাকা	১৪৬৫	১৩৫০
৬।	পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১০	১০
৭।	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৪০০০	৩৪৬১
৮।	ToT এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪৩০	৪৩০
৯।	SEIP-BRTC এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৫০৪৮	১২৯৩৯
১০।	প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন	সংখ্যা	১৭	১৫

হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

‘‘হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HILIP)” এর কম্পোনেট ৩ এর আওতায় নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় দক্ষ ড্রাইভার ও মেকানিক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিসি ও HILIP প্রকল্পের সাথে বিআরটিসি’র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০৯ জুন ২০২১ তারিখে বিআরটিসি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে ৮৭ জন ড্রাইভার কাম অটোমেকানিক তৈরির লক্ষ্যে ৪ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চেয়ারম্যান, বিআরটিসি কর্তৃক ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়।

পদ্মাসেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ

পদ্মাসেতু প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করার নিমিত্ত মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর এবং শরিয়তপুর জেলার ৪৫৪ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৭ মার্চ ২০২১ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এ যাবৎ ১০০ জন এর প্রশিক্ষণ চলমান।

গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন

বাস বহর

বর্তমানে বিআরটিসি’র বাস বহরে বিদ্যমান ১৬৫০টি বাসের মধ্যে ১২৬৮টি চলমান, ২০৪টি ভারী মেরামতাধীন এবং ১৭৮টি অকেজো করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার যাত্রী বিআরটিসি'র পরিবহন সেবা গ্রহণ করেছে।

বিআরটিসি এসি বাস সার্ভিস

ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে বর্তমানে মোট ৫৯০টি ট্রাক রয়েছে। তম্মধ্যে ৪৯৮টি ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন সেবা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটে ২৬টি ট্রাক ট্রেনিং কাজে নিয়োজিত আছে। অবশিষ্ট ট্রাকসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে মেরামতাধীন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি ট্রাক সার্ভিস

বাস ডিপো

বিআরটিসির বাস ডিপোর সংখ্যা ২২টি। দিনাজপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে বাংলাবান্ধা এবং বগুড়া বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে সিরাজগঞ্জ সাব ডিপো স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

ট্রাক ডিপো

বিআরটিসি'তে বর্তমানে মোট ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে। ঢাকা এবং চট্রগ্রাম ট্রাক ডিপোর মাধ্যমে বিআরটিসি সারাদেশে পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি জাতীয় দূর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে সাশ্রয়ী ভাড়ায় পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রসমূহে পরিবহন সেবায় মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিআরটিসি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ চালক সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে এবং দেশে

ও বিদেশে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, আনসার ও ভিডিপি, জেলা পরিষদ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিআরটিসির প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল ক্যাডারের বিসিএস কর্মকর্তাবৃন্দ, সার্ডির বিসিএস (কৃষি) কর্মকর্তাবৃন্দ বার্ড, বিসিএস প্রশিক্ষণ একাডেমী, Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) , টেলিকমিউনিকেশন ষ্টাফ কলেজ, জয়দেবপুর, গাজীপুর, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী (নাটা) জয়দেবপুর, গাজীপুর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, কুমিল্লা (নার্সভুক্ত কৃষি বিজ্ঞানী), সামরিক বাহিনী,/নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ/আনসার ও ভিডিপি/ ফায়ার সার্ভিস/ র‍্যাব, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার/ ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট/ আইআইটি , জেলা পরিষদঃ (গাজীপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর) Skills for Employment Investment Program (SEIP), এবং Haor Infrastructure and livelihood Improvement Project (HILIP) প্রকল্প।

বিআরটিসির সার্ভিসসমূহ

সিটি বাস সার্ভিস :

সিটি শহরগুলোতে যানজট নিরসন ও নগরবাসীর উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সিটি বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি'র ৩৭১টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের ৪৭টি রুটে সিটি বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

সিটি সার্ভিস বাস

চক্রাকার বাস সার্ভিস :

ধানমন্ডি-নিউমার্কেট রুটে বিআরটিসি'র ৮টি এসি বাসের মাধ্যমে চক্রাকার বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সার্ভিসটি বন্ধ ছিল।

চক্রাকার এসি বাস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস:

বিআরটিসির আন্ত:জেলা বাস সার্ভিসে বিভিন্ন ধরণের ৪৬৮টি বাস (এসি/নন এসি) ১৮৩টি রুটে সমগ্র বাংলাদেশে চলাচল করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার যাত্রী পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস:

ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা ও ঢাকা-খুলনা-কলকাতা রুটসমূহে বিআরটিসি'র বাস চলাচল করছে। ঢাকা-শিলিগুড়ি-গ্যাংটক রুট চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

স্টাফ বাস সার্ভিস:

- বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসির ১৮২টি বাস ১৭৪টি রুটে চলাচল করছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

স্টাফ বাস

মহিলা বাস সার্ভিস:

বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবীসহ ও অন্যান্য মহিলাদের বিভিন্ন গন্তব্যে আনা নেয়ার জন্য বিআরটিসি'র ২২টি বাস ১৭টি রুটে মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে চালু রয়েছে।

মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল/কলেজ বাস সার্ভিস:

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুটে ও শেওড়া বাজার (শেওড়া বাসস্ট্যান্ড) হতে এমইএস (নেভাল হেডকোয়ার্টার) রুটে মোট ০৩টি ও চট্টগ্রাম শহরের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ১০টি বাস স্টুডেন্ট সার্ভিস হিসেবে চালু রয়েছে।

স্টুডেন্ট বাস সার্ভিস

বিশেষ যাত্রী সেবা:

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন সময়ে এবং ধর্মীয় উৎসব ও সম্মেলনে অপ্রচলিত (Unconventional) রুটে বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে থাকে। উপরন্তু বনভোজন ও বিনোদনমূলক শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা আস্থা অর্জন করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারীকালে বিশেষ যাত্রী সেবা

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করছে;

- বিদেশ ফেরত যাত্রীদের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বহন এবং যাত্রীদের মালামাল পরিবহনের জন্য সময়ে সময়ে ১৯৪টি এসি বাস ও ১০টি ট্রাক নিয়োজিত করা হয়।
- ঢাকাস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য সুলভে ৭টি বাস ডিপোর মাধ্যমে ঢাকায় ১৭টি (দ্বিতল ও একতলা) এবং চট্টগ্রামে ৩টি বাস সার্ভিস দেয়া হয়।

পণ্য পরিবহন সেবা

সারাদেশে সরকারি খাদ্যশষ্য, সার, ঔষধ, পেপার এবং সুগারমিলের জরুরি পণ্য পরিবহনের জন্য বিআরটিসি'র ৪০০টি ট্রাক নিয়োজিত রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়কালে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রায় ৩৫ হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম দেশের বিভিন্ন সরকারি খাদ্য গুদামে পরিবহন করা হয়। বর্তমানে উক্ত পণ্য পরিবহন সেবা চলমান আছে। শীতকালিন সময়ে উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রানভান্ডার হতে ৬৪ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণের কাজে বিআরটিসি'র ট্রাক নিয়োজিত করা হয়।

মেরামত কার্যক্রম

ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন নিয়মিত মেরামত করা হয়ে থাকে। উক্ত মেরামত কারখানায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩০০টি যানবাহন মেরামত করে ৪,৫৯,৫০,২২৪/- টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

যাত্রীবান্ধব কার্যক্রম

বিআরটিসি'র বাসে নিম্নরূপ বিশেষ কার্যক্রম সংযোজন করা হয়েছে;

- প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে
- বিআরটিসি'র সকল বাসে ধুমপান নিষিদ্ধ করে 'ধুমপানমুক্ত যানবাহন' ষ্টিকার সংযোজন
- বিআরটিসি'র বাসে পুলিশ হেল্প লাইন '৯৯৯' নম্বরযুক্ত ষ্টিকার সংযোজন
- প্রতিটি বাসের সংশ্লিষ্ট চালক ও কন্ডাক্টরের নাম এবং মোবাইল নম্বর বাসের অভ্যন্তরে প্রদর্শন
- প্রত্যেক বাসে ময়লা ফেলার ঝুঁড়ি সংযোজন

ডিজিটাল কার্যক্রম

বিআরটিসি'কে ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে IT Cell গঠন

বিআরটিসি আধুনিকায়নে ফোর জি নেটওয়ার্ক এর আওতায় বিআরটিসি'র নিজস্ব সার্ভার ক্রয়/স্থাপন, সার্ভার পরিচালনা, আইসিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিনির্দেশ প্রস্তুতকরণ, ভেহিকল ট্রাকিং সিস্টেম কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে IT Cell গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিপিএফ এর অর্থ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান

সেবাসহজীকরণের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিপিএফ এর অর্থ ০৯/০৫/২০২১ তারিখ হতে অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সিপিএফ এর অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান

'আমাদের বিআরটিসি' এ্যাপস

নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে মোবাইল এ্যাপস- '**আমাদের বিআরটিসি**' পরীক্ষামূলক চালু করা হয়। এ্যাপসের সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

- ওয়েব/মোবাইল এ্যাপস এ জিপিএস লোকেশন ট্রেকারের মাধ্যমে বাসের অবস্থান নির্ণয়;
- গুগুল ম্যাপে বাসের রুট ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ;
- মোবাইল এ্যাপস/ওয়েব এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সকল রুট ও বাসের সঠিক সময় ও অবস্থান নির্ণয়;
- বাস ছাড়ার সময়সূচি এবং বাস গন্তব্যে পৌছানোর সম্ভাব্য সময় জানা;

মোবাইল এ্যাপস- 'আমাদের বিআরটিসি

ই-টিকেটিং পদ্ধতি

বিআরটিসি বাসে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতে টিকেট ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জ ডিপোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা-নারায়গঞ্জ রুটে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যাত্রাবাড়ী বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা-মাওয়া ও ঢাকা-গৌরিপুর রুট, মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে মোঃপুর-কুড়িল বিশ্বরোড রুট, জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে কুড়িল বিশ্বরোড-আড়াইহাজার রুট এবং গাজীপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে কুড়িল বিশ্বরোড-গাউছিয়া রুটে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব শীঘ্রই এ সকল রুটে ই-টিকেটিং পদ্ধতি চালু করা হবে।

বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন

বিআরটিসি'র অপারেশনাল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৩টি বাস ডিপো যথাক্রমেঃ জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর ও গাবতলী বাস ডিপোর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিআরটিসি ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

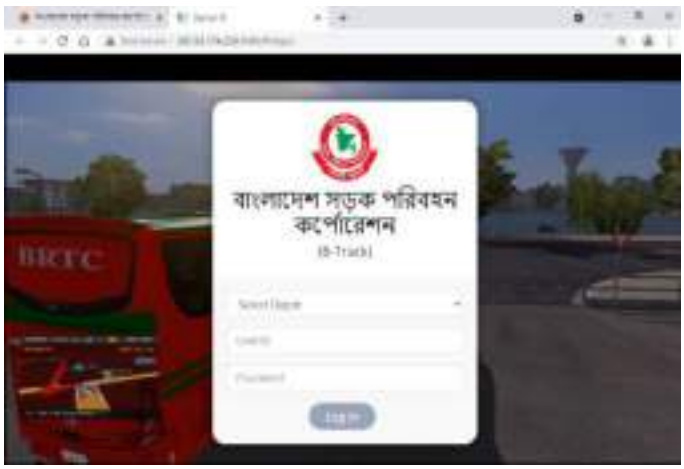

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২০-২১ বাস্তবায়ন

বিআরটিসি কর্তৃক সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবিদের নিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশীজন সভা ২০২০-২০২১ zoom app এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অ**তিথি** হি**সে**বে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম**,** সচিব**,** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সভাপ**তি হিসেবে** জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান বিআরটিসি **উপস্থিত ছিলেন।**

zoom app এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশীজন সভা ২০২০-২০২১

"গণশুনানী ২০২১" কার্যক্রম

সারাদেশের বিআরটিসির সুবিধাভোগী এবং বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ও বিআরটিসির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে

৭ জুন ২০২১ তারিখ গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বিআরটিসির সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ যাত্রী, মহিলা যাত্রী, মালামাল পরিবহণে অংশীজন, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও ড্রাইভিং ছাত্র, বিআরটিএ, সড়ক ও মহাসড়ক অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, বিআরটিসির অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিকট হতে বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়। গনশুনানীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসহ অন্যান্য সমস্যা অবহিত হয়ে সেবার মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বিআরটিসি কর্তৃক মুজিব শতবর্ষ **ও** স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

- গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া হতে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পর্যন্ত বিনামূল্যে যাত্রী পরিবহনের নিমিত্ত বিআরটিসি'র ০২টি বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।
- পর্যটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর (ধানমন্ডি-৩২ নম্বর), জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (আগারগাঁও) এবং নভোথিয়েটার পরিদর্শনের জন্য বিআরটিস'র ২টি ডিপোর মাধ্যমে ২টি দ্বিতল বাস হ্রাসকৃত ভাড়ায় যাত্রিসেবা প্রদান করছে।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও কর্মের উপর একটি ১৫ মিনিটের ভিডিও ক্লিপ প্রস্তুত করে তা নতুন আমদানীকৃত বাসগুলোর মনিটরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- বিআরটিসি সদর কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে গৃহীত কার্যক্রমের চিত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবসহ বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিআরটিসি'র গৃহীত কার্যক্রম

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিআরটিসি'র ডিপো/ইউনিটসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৯ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৪১ জন পুরুষ এবং ৯১ জন মহিলা প্রশিক্ষনার্থীসহ ১৮৩২ জনকে ড্রাইভিং ও মেকানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি ও সুশাসন সংক্রান্ত ইনহাউজ প্রশিক্ষণে ৩০২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিক্ষিত বেকার ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল যুবকদের সময়োপযোগি ড্রাইভিং ও কারিগরি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষিত বেকার ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল যুবকদের সময়োপযোগি ড্রাইভিং ও কারিগরি প্রশিক্ষন

SEIP প্রজেক্টের আওতায় প্রশিক্ষণ

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অর্থায়নে সম্পুর্ণ সরকারি খরচে ৫ বছরে ১ লক্ষ ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে বিআরটিসি কর্তৃক ৩৬০০০ ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম ৩ বছরে ২২৮০০ জনকে ড্রাইভিং প্রশিক্ষন প্রদানের বিষয়ে বিআরটিসি ও SEIP এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২১০৯ জনসহ মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চালকের সংখ্যা ১৫০৪৮ জন।

SEIP প্রজেক্টের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চ্যালেঞ্জ

- কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহনে কাঙ্খিত রাজস্ব অর্জিত না হওয়ায় বিআরটিসি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।
- বাংলোদেশ সড়ক পরিবহন আইন, ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোন রুটে বিআরটিসি'র বাস চলাচলের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু জনগনের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাধার কারণে বিআরটিসির নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যেকোন রুটে গাড়ী পরিচালনা করতে পারছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ

- বিআরটিসিতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন পদ্ধতি চালুকরণ;
- সকল ডিপো/ইউনিটে ওয়াশিং প্ল্যান্ট স্থাপন;
- পার্কিং সুবিধাসহ জোয়ার সাহারা ডিপোতে বহুতল ভবন নির্মাণ;
- নতুন ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো স্থাপন;
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রধান কার্যালয়সহ কর্মচারীদের আবাসন ভবন নির্মাণ;
- সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস, ১০০টি স্কুল বাস, ২০০টি একতলা নন-এসি সিটি বাস, ২০০টি একতলা এসি সিটি বাস ও ১০০টি ভ্যান ট্রাক সংযোজন।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ভূমিকা

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা, সার্ভে, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত The Companies Act 1994 অনুযায়ী গত ০৩ জুন ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। DMTCL এর Authorized Share Capital ১০ (দশ) হাজার কোটি টাকা এবং Paid-up Capital ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা।

রূপকল্প

বাঁচবে সময়, বাঁচবে পরিবেশ

যানজট কমাবে মেট্রোরেল

অভিলক্ষ্য

দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন

পরিচালনা পরিষদ

DMTCL-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান। পরিচালনা পরিষদের প্রথম সভা ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত পরিচালনা পরিষদের ৪২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫টি সভা কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে গৃহীত ২৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৭টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

DMTCL-এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় কোম্পানির ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের হিসাব বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, পরিচালকগণের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন, কোম্পানির নিরীক্ষক নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ ও নিরীক্ষকের ফি অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য ডিএমটিসিএল-এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা যথাক্রমে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৪, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ও ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

"সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণ এবং ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমন্বয়ে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি MRT বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে।

ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের নিমিত্ত সরকারের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সম্ভাব্য সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৪	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			উড়াল

এ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশনে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময় সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎচালিত, পরিবেশবান্ধব ও দূরনিয়ন্ত্রিত আধুনিক MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৬৭.৬৩ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৮৭.৮০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৬৫.৪৮ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৫৯.৪৮ শতাংশ। এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজের উল্লেখযোগ্য অর্জন হল: মোট ২০.১০ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ১৫.৯৩৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের Erection সম্পন্ন হয়েছে; প্রথম ৯টি মেট্রোরেল স্টেশনের Sub-structure ও Concourse ছাদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট মেট্রোরেল স্টেশনসমূহের নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে; উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে; অবশিষ্ট স্টেশনসমূহের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ চলমান আছে; ডিপোর অভ্যন্তরে রেল লাইন স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ভায়াডাক্টের উপরে মেইন লাইনে ১৪.৫০ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছে; ডিপোর অভ্যন্তরে OCS Mast স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ভায়াডাক্টের ওপর আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত ১০.৫০ কিলোমিটার ট্র্যাকে OCS Mast স্থাপন করা হয়েছে; ডিপো ও ভায়াডাক্টের উপরে ১২.৫০ কিলোমিটার ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে; গত ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট এবং গত ০৩ জুন ২০২১ তারিখ দ্বিতীয় মেট্রো ট্রেন সেট ঢাকার উত্তরা ডিপোতে পৌঁছায়; ডিপোর অভ্যন্তরে ট্রেন দুইটির নির্ধারিত টেস্টিং কাজ চলমান আছে এবং ডিপোর অভ্যন্তরের টেস্টসমূহ শেষে ভায়াডাক্টের উপর মেইন লাইনে আগামী আগস্ট ২০২১ মাসে Performance Test করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে। ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশনে MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে সকল Detailed Study, Survey ও Basic Design শেষে Detailed Design কাজের অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ। ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর রুটেই বাংলাদেশে প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। ২০২৮ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৪টি স্টেশনে MRT Line-5: Northern Route-এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর প্রথম এ পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor–এর বিভিন্ন সার্ভে ও ভূমি অধিগ্রহণের কাজ বর্তমানে চলমান আছে। ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৬টি স্টেশনে MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Basic Design কাজের অগ্রগতি ১৫ শতাংশ। একই সময়ের মধ্যে G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের নিমিত্ত PPP Research সম্পন্ন হয়েছে। চলমান Preliminary Study এর অগ্রগতি ৬০ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে PPP পদ্ধতিতে কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বয়ে গঠিত মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক

ডিএমটিসিএল-এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভুক্ত MRT বা মেট্রোরেল নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার। তন্মধ্যে উড়াল ৬৭.৫৬৯ কিলোমিটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ কিলোমিটার। মোট স্টেশন সংখ্যা ১০৪টি। তন্মধ্যে উড়াল ৫১টি এবং পাতাল ৫৩টি। এমআরটি লাইনভিত্তিক দৈর্ঘ্য ও স্টেশন সংখ্যার বিভাজন নিম্নরূপ:

এমআরটি লাইনের নাম	কিলোমিটারে দৈর্ঘ্য			স্টেশনের সংখ্যা		
	মোট	উড়াল	পাতাল	মোট	উড়াল	পাতাল
এমআরটি লাইন-৬	*২০.১০	২০.১০	-	১৬	১৬	-
এমআরটি লাইন-১	৩১.২৪১	১১.৩৬৯	১৯.৮৭২	২১	০৭	১৪
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	২০.০০	০৬.৫০	১৩.৫০	১৪	০৫	০৯
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	১৭.৪০	০৪.৬০	১২.৮০	১৬	০৪	১২
এমআরটি লাইন-২	২৪.০০	০৯.০০	১৫.০০	২২	০৪	১৮
এমআরটি লাইন-৪	১৬.০০	১৬.০০	-	১৫	১৫	-
মোট=	**১২৮.৭৪১**	**৬৭.৫৬৯**	**৬১.১৭২**	**১০৪**	**৫১**	**৫৩**
* মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।						

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে **স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল** এবং **Dream Comes True: Metro Rail** নামে বাংলা ও ইংরেজিতে একত্রে মিনি পুস্তিকা অক্টোবর ২০২০ মাসে প্রকাশ করা হয়। পুস্তিকাটি বহুল প্রচারের জন্য মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে এবং ডিএমটিসিএল-এর ওয়েবসাইটেও অপলোড করা হয়েছে।

স্বপ্নের বাস্তবায়ন: মেট্রোরেল এবং **Dream Comes True: Metro Rail** পুস্তিকার প্রচ্ছদ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ একটি আলোচনা সভা ডিএমটিসিএল-এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় Zoom Cloud এর মাধ্যমে জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে চেয়ারম্যান, ডিএমটিসিএল-এর নেতৃত্বে 'টিম ডিএমটিসিএল' কর্তৃক গত ০৬ মার্চ ২০২১ তারিখ জাতির পিতার সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখ মোহাম্মদপুরস্থ নূরজাহান রোডে অবস্থিত বায়তুল ফজল মাদ্রাসায় পবিত্র কোরআন খতম এবং মাদ্রাসার এতিমদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পবিত্র কোরআন খতম এবং মাদ্রাসার এতিমদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ডিএমটিসিএল খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জী ২০২১ প্রকাশ করে। গত ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শিরোনামে একটি আলোচনা সভা ফার্মগেট সাইট অফিসে ও Zoom Cloud-এ অনুষ্ঠিত হয়।

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিএমটিসিএল-এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭,৬৩২.১৫ কোটি (জিওবি ৩৫৫৬.০৬ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৪,০৭৬.০৯ কোটি) টাকা। এ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬,২৯৯.০৮ কোটি (জিওবি ৩৫৫১.০৯ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২৭৪৭.৯৯ কোটি) টাকা। এই ব্যয় ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৮২.৫৩ শতাংশ (জিওবি ৯৯.৮৬ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৭.৪২ শতাংশ)। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদেশী পরামর্শকগণের বাংলাদেশে আগমন এবং বাংলাদেশীদের জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় বৈদেশিক সহায়তা খাতের অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় এবং বাস্তবায়নের শতকরা হার নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

প্রকল্পের নাম	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	শতাংশ
এমআরটি লাইন-৬	৫৫৪২.৮৩	৪২৮৫.৩১	৭৭.৩১
এমআরটি লাইন-১ [ই/এস]	১৩০.১৫	১২৯.৯২	৯৯.৮২
এমআরটি লাইন-১	৫৯১.০৯	৫৯০.৯৯	৯৯.৯৮
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট	১৩০৭.৭৩	১২৬১.৪৩	৯৬.৪৬
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	৬০.৩৫	৩১.৪৩	৫২.০৮
ডিএমটিসিএল মোট	**৭৬৩২.১৫**	**৬২৯৯.০৮**	**৮২.৫৩**

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)

সার্বিক ও পর্যায়ভিত্তিক অগ্রগতি

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসরণে প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬টি স্টেশনে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত, পরিবেশবান্ধব, দূরনিয়ন্ত্রিত ও আধুনিক MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৬৭.৬৩ শতাংশ। উত্তরা তৃতীয় পর্ব হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৮৭.৮০ শতাংশ এবং আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৬৫.৪৮ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম এবং রোলিং স্টক (রেলকোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ কাজের সমন্বিত অগ্রগতি ৫৯.৪৮ শতাংশ।

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

- মোট ২০.১০ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ১৫.৯৩৩ কিলোমিটার Erection সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রথম ৯টি স্টেশনের Sub-structure ও Concourse ছাদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট স্টেশনসমূহের নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে;
- উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্টেশনসমূহের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ চলমান আছে;
- ডিপোর অভ্যন্তরে রেল লাইন স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ভায়াডাক্টের উপরে মেইন লাইনে ১৪.৫০ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিপোর অভ্যন্তরে ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেম (OCS) Mast স্থাপনের কাজ সমাপ্ত এবং ভায়াডাক্টের ওপর আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশন পর্যন্ত ১০.৫০ কিলোমিটার ট্র্যাকে OCS Mast স্থাপন করা হয়েছে;
- ডিপো ও ভায়াডাক্টের উপরে ১২.৫০ কিলোমিটার ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে;
- গত ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট এবং গত ০৩ জুন ২০২১ তারিখ দ্বিতীয় মেট্রো ট্রেন সেট ঢাকার উত্তরা ডিপোতে পৌঁছায়। ট্রেন দু'টির নির্ধারিত টেস্টিং কাজ চলমান আছে এবং টেস্টসমূহ শেষে ভায়াডাক্টের উপর মেইন লাইনে আগস্ট ২০২১ মাসে Performance Test করা হবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে।

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত অংশীজন সভা, Social Study, Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Detailed Design ও ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মতিঝিল থানাধীন উত্তর ব্রাহ্মণচিরণ মৌজায় ১.৬৮৯২ একর এবং মতিঝিল মৌজায় ০.১৮৬৭ একর সর্বমোট ১.৮৭৫৯০ একর ব্যক্তি মালিকাধীন ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ৬৪৬,১৩,৭১,৭১৫.০৪ টাকা জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা-এর মালিকানাধীন আরও ৪.০৫৮১৫ একর ভূমি হস্তান্তরের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন।

MRT Line-6 এর সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন সংখ্যা

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করা হলে এ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ২১.২৬ কিলোমিটারে এবং স্টেশন সংখ্যা ১৭টিতে উন্নীত হবে। এ লাইনের সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট হবে: উত্তরা ৩য় পর্ব - পল্লবী - রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট - হোটেল সোনারগাঁও - শাহবাগ - টিএসসি - দোয়েল চত্বর - তোপখানা রোড - বাংলাদেশ ব্যাংক - জসিম উদ্দিন রোডের প্রথম অংশ হয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে সার্কুলার রোড সংলগ্ন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকা।

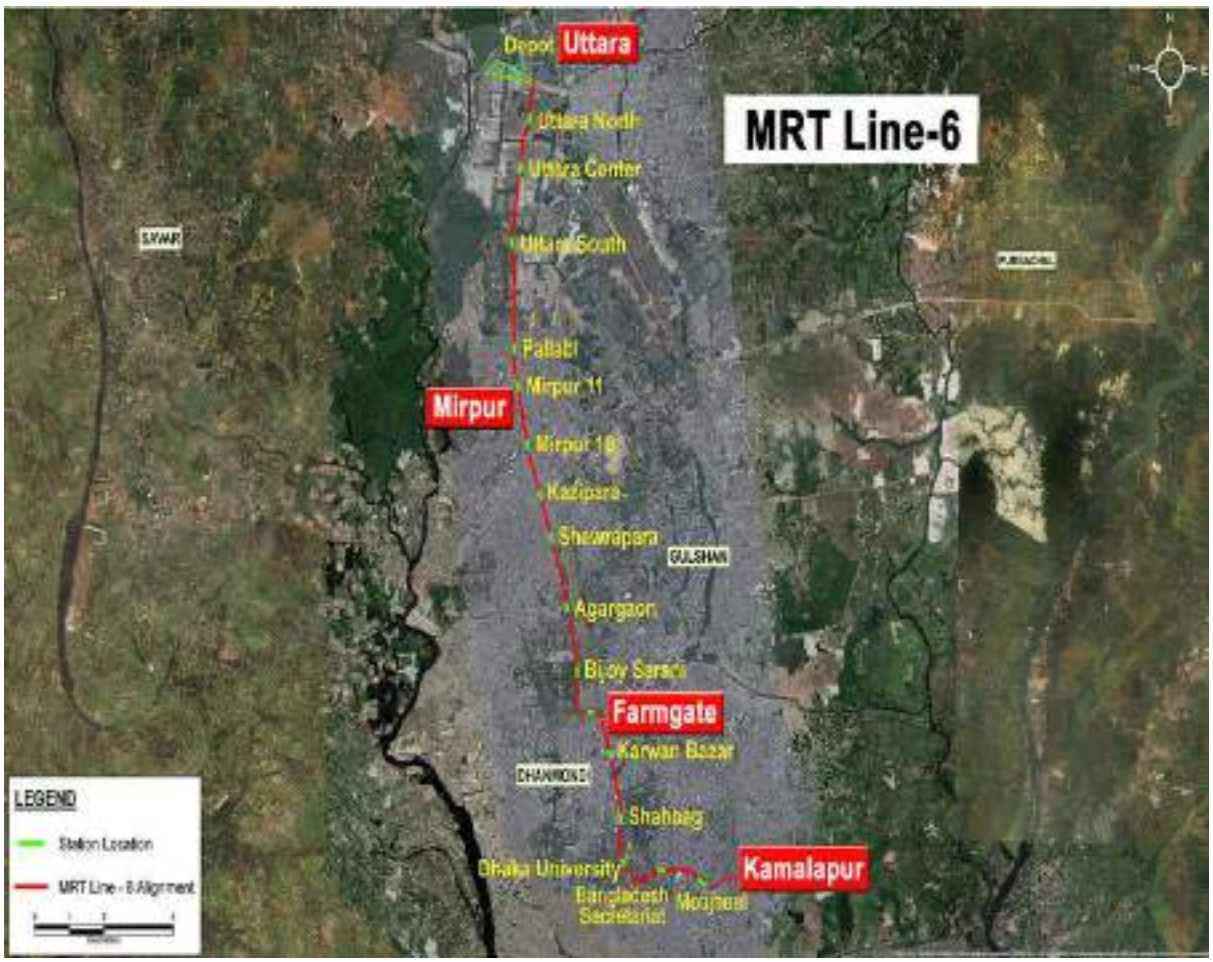

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের সংশোধিত রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশনের অবস্থান

MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে ১৭টি স্টেশন নিম্নরূপ:

ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম
০১	উত্তরা উত্তর	০২	উত্তরা সেন্টার	০৩	উত্তরা দক্ষিণ	০৪	পল্লবী
০৫	মিরপুর-১১	০৬	মিরপুর-১০	০৭	কাজীপাড়া	০৮	শেওড়াপাড়া
০৯	আগারগাঁও	১০	বিজয় সরণি	১১	ফার্মগেট	১২	কারওয়ান বাজার
১৩	শাহবাগ	১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়	১৬	মতিঝিল
১৭	কমলাপুর		-		-		-

MRT Line-6 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৬ এর মিরপুর-১০ স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট, কারওয়ান বাজার স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, ২ ও ৪ এর সঙ্গে আন্তঃলাইন সংযোগ বা Interchange থাকবে।

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)-এর প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- **প্যাকেজ-০১ (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন):** এ প্যাকেজের চুক্তি মূল্য ৫১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। বাস্তব কাজ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ শুরু হয়ে নির্ধারিত সময়ের ০৯ (নয়) মাস পূর্বে গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এতে ৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ সমাপ্ত উত্তরা ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ

- **প্যাকেজ-০২ (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে মোট ৫২টি অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নির্মিত অবকাঠামোগুলো হলো: ১. Test Track, ২. Heavy Cleaning Shed, ৩. Blow Down plant Area, ৪. Inspection Shed, ৫. IOH & POH Shed, ৬. Auto Train Wash Plant, ৭. Wash Plant Machine Room, ৮. Storage Area, ৯. PSI/OCS Stores & Office, ১০. PSI/OCS Stores (Open), ১১. P/Way Store (Shed), ১২. Under floor wheel lathe Shed, ১৩. Shunting Vehicle Shed, ১৪. Depot Canteen, ১৫. Medical Center, ১৬. Capital Spare Store, ১৭. Heavy Material Park (Open), ১৮. Signaling Building, ১৯. Auxiliary and Traction Substation Building, ২০. Construction of Railway Track bed formation in Zone 1, 2, & 3 (Stabling Yard), ২১. Storm Drainage Network, ২২. Sewerage Drainage Line, ২৩. Shunting Neck & Coach Unloading Area এবং ২৪. Depot Retaining wall. পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৯ শতাংশ। স্থাপনার চারপাশে একই ধরণের সিরামিক টাইলস্ দিয়ে স্থাপত্য শৈলীর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৪ শতাংশ। Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) কাজের অগ্রগতি ৮০ শতাংশ। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের উত্তরা ডিপোর একাংশ

- **প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ):** উভয় প্যাকেজের কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, টেস্ট পাইল, মূল পাইল, পাইল ক্যাপ, আই-গার্ডার, প্রিকাস্ট সেগমেন্ট কাস্টিং, পিয়ার হেড, ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট, ১৪,৭৪৮টি প্যারাপেট ওয়াল ভায়াডাক্টের উপর স্থাপন, ০৫টি Long Span Balanced Cantilever নির্মাণ, সকল স্টেশনের Sub-structure ও Concourse ছাদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট স্টেশনসমূহের প্ল্যাটফর্ম ও Steel Roof Structure নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী ও মিরপুর-১১ স্টেশনে Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর কাজসহ এন্ট্রি-এক্সিট স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৮২.১৭ শতাংশ।

নির্মাণাধীন উত্তরা দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশন

- **প্যাকেজ-০৫ (আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মাণ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, ট্রায়াল ট্রেঞ্চ, টেস্ট পাইল, স্থায়ী বোরড্ পাইল, পিয়ার কলাম, পিয়ার হেড ও পাইল ক্যাপ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল স্টেশনত্রয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বিজয় সরণি স্টেশনের ডানপাশের ১৩৫ মিটার রিটেইল লেভেল স্লাব কাস্টিং, ফার্মগেট স্টেশনের ১৮০ মিটার সম্পূর্ণ রিটেইল লেভেল স্লাব কাস্টিং এবং কারওয়ান বাজার স্টেশনের ডানপাশের ১৮০ মিটার রিটেইল লেভেল স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট ৪৯৫ রিটেইল লেভেল স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ২টি Special Long Span এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। ৬টি Portal Beam এর মধ্যে ৪টি, ১০৪৮টি প্রিকাস্ট সেগমেন্ট এর মধ্যে ৭৭৪টি, ৩২৩৪টি প্যারাপেট ওয়ালের মধ্যে ১৫০৭টি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৯৪টি Span এর মধ্যে ৫৭টি'র Segment Erection সম্পন্ন হয়েছে। ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ১.৭৬৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হয়েছে। এরই মাধ্যমে উত্তরা উত্তর থেকে বিজয় সরণি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভায়াডাক্ট নির্মাণ সম্পন্ন। এ প্যাকেজের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭০.০৩ শতাংশ।

কারওয়ান বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ভায়াডাক্টের একাংশ

- **প্যাকেজ-০৬ (কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মাণ):** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ অংশে পরিষেবা স্থানান্তর, চেকবোরিং, ট্রায়াল ট্রেঞ্চ, টেস্ট পাইল, স্থায়ী বোরড্ পাইল, পিয়ার হেড ও পিয়ার কলাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯৮টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ২৭০টি, ১৭৬৪টি প্রিকাস্ট সেগমেন্ট এর মধ্যে ১৬০৭টি, ৪৯৪৬টি প্যারাপেট ওয়ালের মধ্যে ২৫০০টি, ১৫৪টি স্টেশন কলামের মধ্যে ১২২টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৯টি Portal Beam এর মধ্যে ৭টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ও মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের ১৩৫ মিটার কনকোর্স লেভেল স্লাব কাস্টিং এবং ডানপাশের ৪৫ মিটার প্ল্যাটফর্ম লেভেল স্লাব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১৫১টি Span এর মধ্যে ৮০টির Segment Erection সম্পন্ন হয়েছে। ৪.৯২২ কিলোমিটার ভায়াডাক্টের মধ্যে ২.৪৩৮কিলোমিটার দৃশ্যমান হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৭০.৪৬ শতাংশ।

মতিঝিল এলাকায় ভায়াডাক্ট Erection এর কাজ চলছে

- **প্যাকেজ-০৭ (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম):** ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সরবরাহ ও নির্মাণ কাজের অধীনে উত্তরা ডিপোতে রিসিভিং সাব-স্টেশনের পূর্ত কাজ শেষে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মতিঝিল রিসিভিং সাব-স্টেশন ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। ডিপো এলাকার ওয়ার্কশপ শেড-এর অভ্যন্তরে ১২টি রেল লাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্ট্যাবলিং শেড এর অভ্যন্তরে এবং সংলগ্ন ইয়ার্ডে ১৯টি ব্যালাস্টেড রেল লাইনের মধ্যে সকল রেল লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভায়াডাক্টের ওপর মেইন লাইনের ২৬৭৮টি রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্টে ২৩.৯৬ ট্র্যাক কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে Track Plinth Casting সহ ১৭.৫০ কিলোমিটার রেল ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪.৫০ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করা হয়েছে। ডিপোর অভ্যন্তরে OCS Mast স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং Overhead Catenary Wire স্থাপন কাজ চলমান। ওয়ার্কশপ শেড এবং সংলগ্ন রেল ট্র্যাক এর Overhead Catenary System (OCS)-এর বৈদ্যুতিক টেস্টিং/কমিশনিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভায়াডাক্টের ওপর আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত ট্র্যাকে OCS Mast স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২.৫০ কিলোমিটার ওয়্যারিং সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭২ শতাংশ।

নির্মাণাধীন উত্তরা উত্তর মেট্রোরেল স্টেশনে স্থাপিত রেলওয়ে ট্র্যাক ও Overhead Catenary System

- **প্যাকেজ-০৮ [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ]:** এ প্যাকেজের বাস্তব কাজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ শুরু হয়েছে। এ প্যাকেজের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্যোগে Third Party Inspection এর মাধ্যমে ৬টি যাত্রীবাহী কোচ সম্বলিত প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট গত ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ ঢাকার উত্তরা ডিপোতে পৌঁছায়। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় মেট্রো ট্রেন সেট গত ০৩ জুন ২০২১ তারিখ ঢাকার উত্তরা ডিপোতে পৌঁছায়। ডিপোর অভ্যন্তরে ট্রেন দু'টির নির্ধারিত টেস্টিং কাজ চলমান আছে। গত ১১ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ও দূরনিয়ন্ত্রিত মেট্রো ট্রেন সেট ডিপোর অভ্যন্তরে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর চলাচলের শুভ সূচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্পিড ট্রেন যুগে পদার্পন করে। ডিপোর অভ্যন্তরের টেস্টসমূহ শেষে ভায়াডাক্টের উপর মেইন লাইনে আগামী আগস্ট ২০২১ মাসে Performance Test করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ মেট্রো ট্রেন সেট গত ২২ জুন ২০২১ তারিখ জাপানের কোবে সমুদ্রবন্দর হতে জাহাজ যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে যা মোংলা বন্দরে ২০ জুলাই ২০২১ তারিখে এবং ঢাকার উত্তরা ডিএমটিসিএল ডিপোতে আগস্ট ২০২১ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পৌঁছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৫ম ট্রেন সেটের জাপান হতে শিপমেন্টের সম্ভাব্য সময় আগস্ট ২০২১। আরও ৩টি মেট্রো ট্রেন সেট জাপানের কারখানায় নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পঞ্চম মেট্রো ট্রেন সেট বাংলাদেশে নিয়ে আসার পর নির্মিত এই ০৩টি মেট্রো ট্রেন সেট চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও Third Party Inspection এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ প্যাকেজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০ শতাংশ।

ডিপোতে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেন সেট

এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তি

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর মাধ্যমে ডিএমটিসিএল-এর জন্য Enterprise Resource Management System (ERMS) সংগ্রহের নিমিত্ত ১০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এমআরটি লাইন-৬ এর ডিপিপি-তে নতুন প্যাকেজ সিপি-০৯ অন্তর্ভুক্ত করে পরামর্শক নিয়োগের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC)

আধুনিক গণপরিবহন মেট্রোরেল সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে MRT Line-6 এর উত্তরা ডিপো এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC) নির্মাণ করা হচ্ছে। জনসাধারণকে মেট্রো ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য মেট্রো ট্রেনের Mock Up উত্তরা ডিপোস্থ MREIC-তে স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে মিল রেখে Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vending Machine (TVM) MREIC-তে স্থাপন করা হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে Smart Card Based স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ এবং বহিরগমন গেইটও স্থাপন করা হয়েছে। MREIC-এর প্রদর্শনী হলে প্রদর্শনের জন্য মেট্রোরেলের অভ্যন্তরে ও মেট্রোরেল স্টেশনে যাত্রীগণের করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহের সচিত্র উপস্থপনা সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। MREIC-এর ভিডিও প্রদর্শনী হলে প্রদর্শনের জন্য ভিডিও এবং এ্যানিমেটেড কার্টুন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮ শতাংশ।

Metro Rail Exhibition & Information Center

Safety Managment System of MRT Line-6

এমআরটি লাইন-৬ এর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত গত ০৪ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং Japan International Cooperation Agency (JICA) এর মধ্যে Record of Discussions (RoD) for the Project on Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of MRT Line-6 চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী জুলাই ২০২১ মাসে ৩টি ব্যাচে ৫৫ জন কর্মকর্তাকে Mass Rapid Transit Safety Management System এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

Safety Management System of MRT Line-6 –এর RoD স্বাক্ষর অনুষ্ঠাণ

Panel of Experts

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণে উদ্ভূত বড় চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি নির্দেশনা প্রদানের জন্য Panel of Experts (PoEs) রয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর Panel of Experts (PoEs) এর প্রথম চেয়ারম্যান National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury এঁর ইন্তেকালের পর গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ Dr. M. Shamim Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of Asia Pacific-কে PoEs এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী Panel of Experts সরেজমিনে পরিদর্শন ও যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ প্রদান করেন।

PoEs-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান Dr. M. Shamim Z. Basunia-এঁর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

অডিট আপত্তি

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩০টি অডিট আপত্তি Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৯টি অডিট আপত্তি সম্পূর্ণ এবং একটি অডিট আপত্তি আংশিক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি পূর্ণ অডিট আপত্তি ও ০১টি আংশিক অডিট আপত্তি FAPAD-এ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ

- ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই চালু করার লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার সন্নিকটে প্রকল্প টিমের অবস্থান ও নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি উত্তরা, আগারগাঁও, ফার্মগেট ও গাবতলীতে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় প্রকল্পের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। তিনি ১১ মে ২০২১ তারিখ উত্তরা ডিপোর অভ্যন্তরে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন ভার্চুয়ালি প্রত্যক্ষ করেন

- জনাব এম. এ. মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ঢাকা মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য সরকার গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকা, Metro Rail Exhibition & Information Center (MREIC), নির্মাণাধীন উত্তরা দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশন ও আগারগাঁও সাইট অফিস পরিদর্শনকালে এমআরটি লাইন-৬ এর দিয়াবাড়ি সিপি-০২ এর সাইট অফিসে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা ডিপো এলাকা পরিদর্শন

- সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ডিএমটিসিএল নিয়মিতভাবে এমআরটি লাইনসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১১ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন উপলক্ষ্যে উত্তরা ডিপোতে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভা শেষে উত্তরা ডিপোর অভ্যন্তরে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন।

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন

- বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন উপলক্ষে ১১ মে ২০২১ তারিখ উত্তরা ডিপোতে আয়োজিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশে জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদুত জনাব ইতো নাওকি অংশগ্রহণ করেন এবং উত্তরা ডিপোর অভ্যন্তরে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রত্যক্ষ করেন।

জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদুত জনাব ইতো নাওকি বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো ট্রেনের চলাচল প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করেন

- পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ এর নেতৃত্বে ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ একটি পরিদর্শন টিম এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল এমআরটি লাইন-৬ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত সভা করেন। সভায় প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় নির্ধারণপূর্বক সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি নিয়মিত ও আকস্মিকভাবে মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের Concourse ছাদ ঢালাই এর কাজ আকস্মিক পরিদর্শন

- প্রকল্প পরিচালক প্রতি সপ্তাহে প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করে সরেজমিনে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এতে বাস্তবায়নে উদ্ভূত ছোট ছোট চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া সম্ভব হয়।

প্রকল্প পরিচালক, এমআরটি লাইন-৬ কর্তৃক উত্তরা ডিপোর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S]

২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-1 নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design এর কাজ চলমান। **কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত রুটে বাংলাদেশে প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে।** MRT Line-1 নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং MRT Line-1 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) নির্মাণ ও পরিচালনার নিমিত্ত সরকার ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে মেট্রোরেল লাইসেন্স নম্বর-০২/২০২০ ইস্যু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় Review of Feasibility Study, Environmental Impact Assessment (EIA), Traffic Demand Forecast & Road Traffic Survey, Hydrological Survey, Topographic Survey, Basic Design এবং ডিপোর Land Acquisition Plan (LAP) সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও Resettlement Action Plan (RAP) চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং Detailed Design এর অগ্রগতি ৭৫ শতাংশ ও নির্মাণ কাজের দরপত্র দলিল প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।

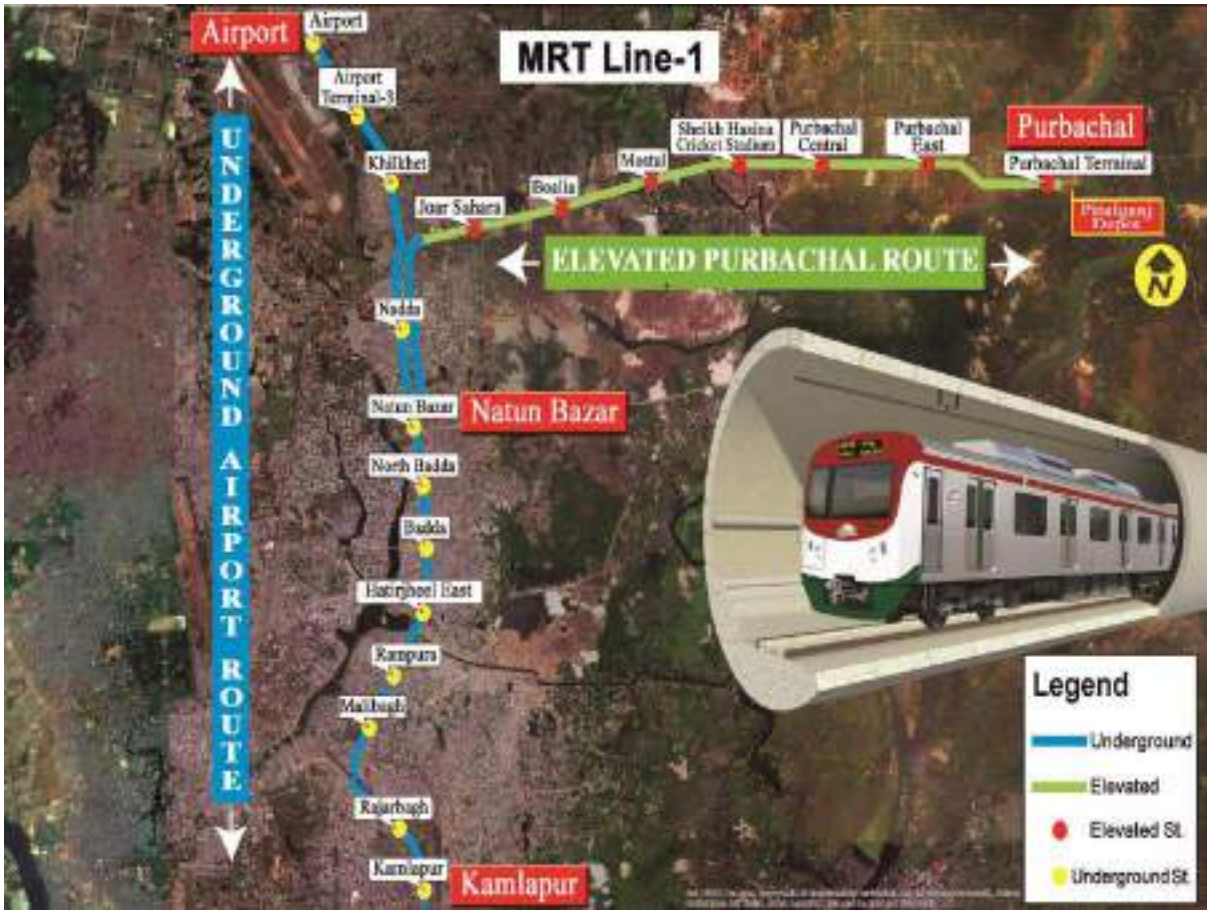

MRT Line-1 এর উভয় রুটের এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1)

২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। বিমানবন্দর রুট এ্যালাইনমেন্ট: বিমানবন্দর-বিমানবন্দর টার্মিনাল ৩-খিলক্ষেত-নন্দা-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডা-হাতিরঝিল পূর্ব-রামপুরা-মালিবাগ- রাজারবাগ-কমলাপুর। এ এলাইনমেন্টের দৈর্ঘ্য ১৯.৮৭২ কিলোমিটার এবং পাতাল স্টেশন সংখ্যা ১২টি। পূর্বাচল উড়াল রুট এলাইনমেন্ট: নতুন বাজার-নন্দা-জোয়ার সাহারা - বোয়ালিয়া - মস্তুল -শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম - পূর্বাচল সেন্টার - পূর্বাচল পূর্ব-পূর্বাচল টার্মিনাল-পিতলগঞ্জ ডিপো। পূর্বাচল রুটের দৈর্ঘ্য ১১.৩৬৯ কিলোমিটার এবং স্টেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মধ্যে ৭টি স্টেশন হবে উড়াল। নতুন বাজার ও নন্দা স্টেশনদ্বয় বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে পাতাল নির্মিত হবে। নতুন বাজার স্টেশনে Inter-change থাকবে। এ Inter-change ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে এবং বিপরীতক্রমে যাওয়া যাবে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)

সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে প্রায় ৫২ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে MRT Line-1 চালু হলে এর উভয় রুটে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

MRT Line-1 এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্ত:লাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর নতুন বাজার স্টেশনে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে। একইভাবে এমআরটি লাইন-১ এর হাতিরঝিল পূর্ব স্টেশনের সঙ্গে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন এর আফতাব নগর পশ্চিম স্টেশনে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে। উপরন্তু কমলাপুর স্টেশনে এমআরটি লাইন-১, ২, ৪ এবং ৬ এর মধ্যে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

এমআরটি লাইন-১ এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালি মৌজায় ৯২.৯৭২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৭ ধারার নোটিশ জারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ EOI এবং ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ১০ জুন ২০২১ তারিখ দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বিমানবন্দর রুটের পাতাল স্টেশনসমূহ নির্মাণের নিমিত্ত পরিষেবা চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে।

রাজারবাগ এলাকায় ভূগর্ভস্থ পরিষেবা চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route

২০২৮ সালের মধ্যে হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) স্টেশন বিশিষ্ট এবং প্রথম পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor নির্মাণের লক্ষ্যে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। MRT Line-5: Northern Route-এর এ্যালাইনমেন্ট হল: হেমায়েতপুর-বালিয়ারপুর-বিলামালিয়া-আমিনবাজার-গাবতলী-দারুস সালাম-মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - মিরপুর ১৪ - কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২ - নতুন বাজার-ভাটারা। MRT Line-5: Northern Route বা ঢাকা মহানগরীর প্রথম পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোরেলে ২০২৮ সালে প্রতিদিন ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

MRT Line-5: Northarn Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর Feasibility Study ও Basic Design এর কাজ সম্পন্ন করে বিভিন্ন সার্ভে ও Detailed Design এর কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া ও কোন্ডা মৌজায় ১ম পর্যায়ে ৪০.১৮২২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ০৯ জুন ২০২১ তারিখ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় যৌথ তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া ও কোন্ডা মৌজায় ১ম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত যৌথ তদন্ত কার্যক্রম

MRT Line-5: Northern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের গাবতলী স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে। এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুটের মিরপুর-১০ ও নতুন বাজার স্টেশনের সাথে যথাক্রমে এমআরটি লাইন-৬ এবং এমআরটি লাইন-১ এর আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে দাশেরকান্দি পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১২.৮০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৪.৬০ কিলোমিটার) এবং ১৬টি স্টেশন (পাতাল ১২টি এবং উড়াল ৪টি) বিশিষ্ট পূর্ব-পশ্চিম MRT Corridor নির্মাণের লক্ষ্যে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ লাইনের রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গাবতলী - টেকনিক্যাল - কল্যাণপুর - শ্যামলী - কলেজ গেইট - আসাদ গেইট - রাসেল স্কয়ার - কারওয়ান বাজার - হাতিরঝিল পশ্চিম-তেজগাঁও - নিকেতন - আফতাব নগর পশ্চিম - আফতাব নগর সেন্টার -আফতাব নগর পূর্ব - দাশেরকান্দি - বালুরপাড়। এ মেট্রোরেল নির্মিত হলে প্রতিদিন ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

M

RT Line-5: Southern Route এর এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-5: Southern Route এর সঙ্গে অন্যান্য MRT Lines-এর আন্তঃলাইন সংযোগ

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট কারওয়ান বাজার, আফতাব নগর পশ্চিম ও গাবতলী স্টেশনে যথাক্রমে এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-১ হাতিরঝিল পূর্ব স্টেশন ও এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর আন্ত:লাইন সংযোগ থাকবে। ভবিষ্যতে নির্মিতব্য এমআরটি লাইন-২ গাবতলীতে এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুটের সাথে সংযুক্ত হবে।

অগ্রগতি:

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট নির্মাণের লক্ষ্যে গৃহীত সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance এর নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গত ২৯ মার্চ ২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গত ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে কাজ শুরু করেছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত Basic Design প্রণয়নের অগ্রগতি ১৫ শতাংশ। দাশেরকান্দি এলাকায় ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

MRT Line-2

২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে 'চিটাগং রোড' পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং গোলাপ শাহ মাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত প্রায় ২.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-2 জিটুজি ভিত্তিতে পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণের লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নীতিগত অনুমোদন করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাপান ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণে ৪টি প্ল্যাটফরম সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ প্ল্যাটফরম সভা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। MRT Line-2 এর PPP Research সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রিলিমিনারি স্টাডি চলমান। ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রিলিমিনারি স্টাডি'র অগ্রগতি ৬০ শতাংশ। MRT Line-2 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার ডেমরা এলাকায় মাতুয়াইল ও দামড়িপাড়া মৌজায় গ্রীন মডেল টাউন এবং আমুলিয়া মডেল টাউন এর মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) একর ভূমি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন ২০২১ তারিখ দাখিল করা হয়েছে।

গত ২৬ মে ২০২১ তারিখ টিম ডিএমটিসিএল এমআরটি লাইন-২ এর প্রস্তাবিত ডিপো এলাকা পরিদর্শন করেন

MRT Line-2 এর **মেইন লাইনের** সম্ভাব্য রুট এ্যালাইমেন্ট হল: গাবতলী - বেড়িবাঁধ সড়ক - বসিলা - মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাস স্টপ - সাত মসজিদ রোড - ঝিগাতলা - ধানমন্ডি ২ নম্বর রোড - সাইন্স ল্যাবরেটরি - নিউ মার্কেট - নীলক্ষেত - আজিমপুর - পলাশী - শহীদ মিনার - ঢাকা মেডিকেল কলেজ - পুলিশ হেড কোয়ার্টার- গোলাপ শাহ মাজার - বঙ্গভবন সংলগ্ন পূর্ব দিকের সড়ক - মতিঝিল - আরামবাগ - কমলাপুর - মুগদা - মান্ডা - ডেমরা - চিটাগাং রোড। এ লাইনের ১টি শাখা লাইন থাকবে, যার সম্ভাব্য রুট এ্যালাইনমেন্ট হল: গোলাপ শাহ মাজার - নয়া বাজার - সদরঘাট। এমআরটি লাইন-২ এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট ও এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট এবং কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-৪ এর আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

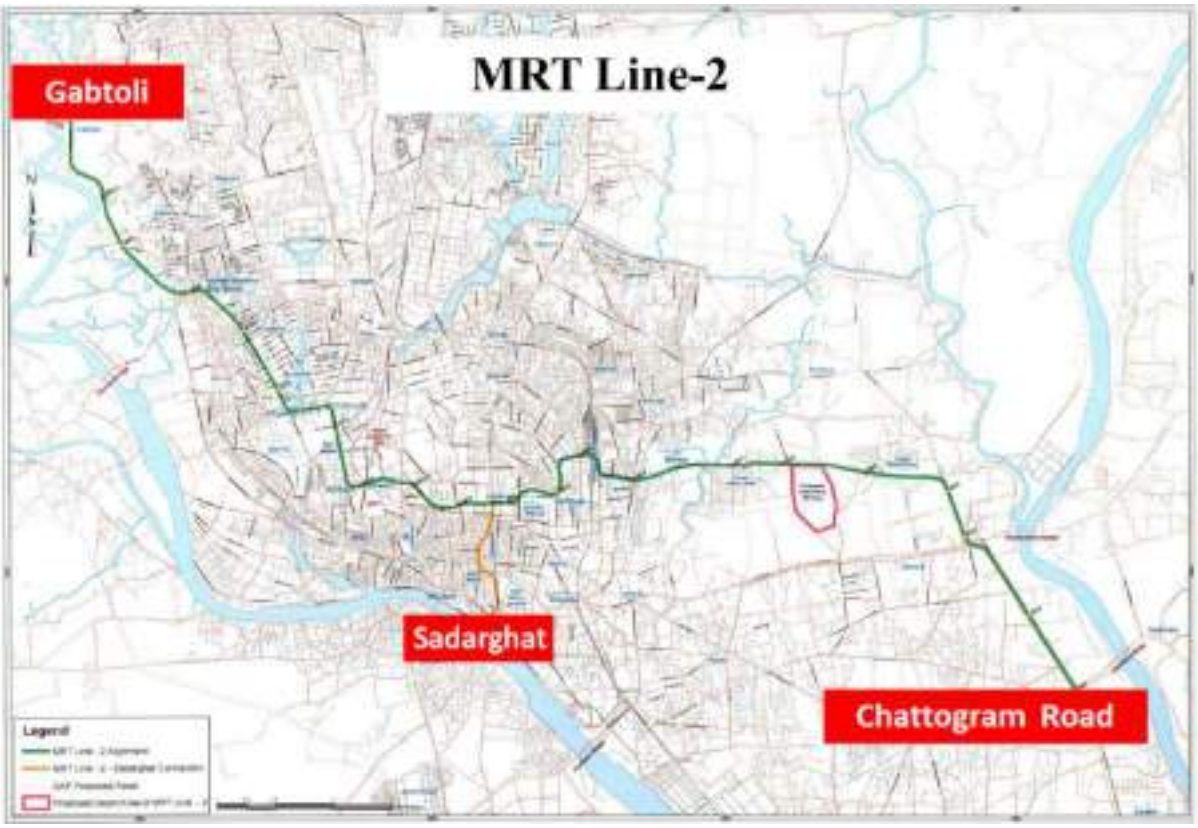

MRT Line-2 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

MRT Line-4

২০৩০ সালের মধ্যে PPP পদ্ধতিতে কমলাপুর - নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল মেট্রোরেল হিসেবে MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য যে, এমআরটি লাইন-৪ এর কমলাপুর মেট্রোরেল স্টেশনে এমআরটি লাইন-৬, এমআরটি লাইন-১ ও এমআরটি লাইন-২ এর সঙ্গে আন্তঃলাইন সংযোগ থাকবে।

MRT Line-4 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

ডিজিটাল কার্যক্রম

Interactive Website

ডিএমটিসিএল-এর কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে ডিএমটিসিএল'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হওয়ার পাশাপাশি অভিযোগ, মতামত ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। Website-টি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এই Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery সংযুক্ত আছে, যেখানে ডিএমটিসিএল সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়। Video Gallery তে YouTube Channel-এর লিংক সংযুক্ত আছে। ডিএমটিসিএল সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদিও ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত আছে। পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএল ও এর আওতাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে LAN ও WAN-এর আওতায় আনা হয়েছে। ডিএমটিসিএল এবং আওতাধীন প্রকল্পসমূহের সকল ডকুমেন্ট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত '**ডিএমটিসিএল ডিজিটাল আর্কাইভ**' উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-নথি

ডিএমটিসিএল ও এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহকে ই-নথি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। পেপারলেস অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যালয়সমূহে ই-নথি কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

e-Service Roadmap Plan

ডিএমটিসিএল কর্তৃক প্রণীত e-Service Roadmap Plan এর আওতায় Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ০৬টি মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার নিমিত্ত ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) সাময়িকভাবে তরঙ্গ বরাদ্দ করেছে। চূড়ান্ত তরঙ্গ বরাদ্দ BTRC-তে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Electronic Document Management System (EDMS)

ডিএমটিসিএল, প্রকল্প কার্যালয়, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্রুত Project Documents আদান প্রদানের লক্ষ্যে Cloud Based ACONEX সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডিএমটিসিএলকে Electronic Document Management System (EDMS) এর আওতায় আনা হয়েছে। প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Document এর সাইজ নির্বিশেষে Document সরাসরি দেখতে পারেন বিধায় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কার্যক্রম সহজে করা যায়।

Communication Based Train Control System (CBTC)

বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য Communication Based Train Control System (CBTC) সংযোজন প্রয়োজন। এ সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। এরই অংশ হিসেবে Public Information System (PIS) এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সংগ্রহের কাজও এগিয়ে চলছে। মেট্রোরেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তার নিমিত্ত Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera System সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহের কাজ চলছে।

মেট্রোরেলের নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও যাত্রী সেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল

ডিএমটিসিএল এবং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার নিমিত্ত ডিএমটিসিএল-কে ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

Video Conference

সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ডিএমটিসিএল ও আওতাধীন প্রকল্প কার্যালয়সমূহের মধ্যে Video Conference এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে Zoom Video Conference এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

MRT Pass

একই পাস ব্যবহার করে মেট্রোরেলের সকল লাইনে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য MRT Pass –এর ডিজাইন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। Mobile Apps এবং Web Application ব্যবহার করে MRT Pass সহজেই রিচার্জ করা যাবে। মেট্রোরেলের প্রতিটি স্টেশনে Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vending Machine (TVM) এর মাধ্যমে MRT Pass রিচার্জ করা যাবে। বিআরটি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের সুবিধার্থে MRT Pass-

কে Rapid Pass Compatible করা হয়েছে। Rapid Pass ব্যবহার করেও মেট্রোরেলে যাতায়াত করা যাবে। একই স্থান ও ডিভাইস হতে MRT Pass এবং Rapid Pass রিচার্জ করার সুবিধা রয়েছে।

MRT Pass এর Perspective Design

মানব সম্পদ উন্নয়ন

নবনিযুক্ত প্রকৌশলীগণের প্রশিক্ষণ

মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত লোকবলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নবনিযুক্ত জনবলকে এমআরটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বুনিয়াদি, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে এবং টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে নবনিযুক্ত জনবলকে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভবপর হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে যাঁরা এখনও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি তাঁদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ও টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ বরাবর অনুরোধ করা হয়েছে।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের নৈতিকতা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩৫১ জনকে শ্রেণীকক্ষে ও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল; উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি; Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) Guidelines, মেট্রোরেল আইন, ২০১৫; মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ ইত্যাদি বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্রিফিং প্রদান

মাঠ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মচারী ও সরকারি-বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ নিয়মিত মেট্রোরেলের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করে থাকেন। এ সময় প্রশিক্ষণার্থীগণকে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

৩৮তম বিসিএ (সওজ) ক্যাডার কর্মকর্তাদের এমআরটি কার্যক্রম পরিদর্শন

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ডিএমটিসিএল এর প্রকল্পসমূহের অধীন ট্রেন অপারেশন এবং মেইনটেনেন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান NKDM Association এবং Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় ১৬৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে ০১ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ কর্মশালা

'উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ' বিষয়ে ১৫ মার্চ ২০২১ এবং ১৪ জুন ২০২১ তারিখ ৫৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ০২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি শ্রেণী কক্ষে এবং দ্বিতীয়টি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

অন্যান্য কার্যক্রম

- মেট্রোরেল লাইসেন্স গ্রহণ;
- Transit Oriented Development (TOD) Hub স্থাপন;
- Station Plaza নির্মাণ;
- বিশেষায়িত MRT Police গঠন;
- মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন ফুটপাত সম্প্রসারণ;
- ভাড়া নির্ধারণ;
- মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ডিএমটিসিএল-এর কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- গুলশান হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় নিহত জাপানী নাগরিকদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০২০-২১ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ডিএমটিসিএল অংশের ৯টি সূচকের মধ্যে ৮টি সূচকের শতভাগ এবং ১টি সূচকের ৬৭.৬৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিএমটিসিএল-এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১৮টি সূচকের মধ্যে ১৫টি সূচকের শতভাগ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ১৭টি সূচকের মধ্যে ১৪টি সূচকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শতভাগ। উল্লেখ্য ২০১৯-২০ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছিল।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো ২০২০-২১ এর মোট ৩৩টি সূচকের মধ্যে ডিএমটিসিএল এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূচকের সংখ্যা ২২টি। ডিএমটিসিএল এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ২২টি সূচকেরই লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণা

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সকল ডকুমেন্ট ও তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত **ডিএমটিসিএল ডিজিটাল আর্কাইভ** শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা গৃহীত হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণাটির বিপরীতে জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে এমআরটি লাইন-৬ এর ডকুমেন্ট ও তথ্য-উপাত্ত ডিএমটিসিএল এর ওয়েবসাইট (www.dmtcl.gov.bd) এ সংরক্ষণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে একটি স্বতন্ত্র Logo ব্যবহার করে সেবাবক্স তৈরি করা হয়েছে। এ সেবাবক্সে এমআরটি লাইন-৬ এর ডকুমেন্ট ও তথ্য-উপাত্ত আপলোড করা হচ্ছে।

অংশীজন সভা

MRT Line-6 মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিতকরণ বিষয়ে ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখ অংশীজন সমন্বয়ে মতিঝিল এজিবি কলোনি কমিউনিটি সেন্টারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশীজনেরা তাঁদের নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন।

এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ বিষয়ক অংশীজন সভা

প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি

গত ১৩ জুন ২০২১ তারিখ ডিএমটিসিএল এর সম্মেলন কক্ষ এবং Zoom Cloud-এর মাধ্যমে এমআরটি লাইন-৬ মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে চ্যালেঞ্জ ও পরামর্শ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ বিষয়বস্তুর উপর সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানি

উত্তম চর্চা

আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য DMTCL Quick Response Team গঠন করা হয়। ১১-২০ গ্রেডের করোনা আক্রান্ত কর্মচারিদের সহায়তার নিমিত্ত **ডিএমটিসিএল করোনা সহায়তা তহবিল গঠন** করা হয়। এ তহবিল হতে ৪ (চার) জন আক্রান্ত কর্মচারিকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ডিটিসিএতে কর্মরত একজন সহকারী পরিচালক-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট চিকিৎসার জন্য ডিএমটিসিএল এবং আওতাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত ১ম থেকে ১০ম গ্রেড কর্মকর্তাগণের ০১ (এক) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ ৩,২০,৮৬৩/- (তিন লক্ষ বিশ হাজার আটশত তেষট্টি) টাকা চিকিৎসা বাবদ প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ডিএমটিসিএল ও আওতাধীন প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের পরিপূর্ণ Screening ব্যবস্থা চালু আছে। গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১০ শয্যা বিশিষ্ট এবং উত্তরা পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন ইয়ার্ডে ১৪ শয্যা বিশিষ্ট Field Hospital নির্মাণ করা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ভার্চুয়ালি Field Hospital উদ্বোধন করেন। ডিএমটিসিএল ও আওতাধীন প্রকল্প এবং পরামর্শক ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সকলকে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ টিকা গ্রহণকারীগণের একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৭৩৪ জন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। কোনো মৃত্যু নেই।

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভার্চুয়ালি Field Hospital এর উদ্বোধন

চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী পরামর্শক ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের জনবল স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বিদেশী জনবলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বিশেষ উদ্যোগে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও জ্যেষ্ঠদের অনেকেই প্রত্যাবর্তন করতে না পারায় সশরীরে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। অপরদিকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় আবশ্যকীয় পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ সামগ্রী নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে এমআরটি লাইন-৬ এর Early Commissioning এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিলম্বিত হতে পারে।

ঢাক বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড
(ঢাকা বিআরটি)

ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে 'রিভাইজড স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান'-এ বাসভিত্তিক ২টি এবং রেলভিত্তিক ৫টি গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তণের সুপারিশের আলোকে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার জন্য ১ জুলাই ২০১৩ তারিখে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন 'ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালের ১০ ও ২৫ নভেম্বর যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু হয়।

রূপকল্প

নগরে ছন্দময় পথচলা।

অভিলক্ষ্য

সড়কপথে একচ্ছত্র লেনসম্বলিত অবকাঠামো, নির্দিষ্ট সময়ে বাসের গমনাগমন এবং নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর নিশ্চয়তাসহ নিরাপদ, সুলভ, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব বিআরটি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ করে মহানগরীর যাত্রী সাধারণের ভ্রমণ ও দৈনন্দিন কর্ম পরিকল্পনায় সাবলীলতা আনয়নের মাধ্যমে ছন্দময় এক আবহ সৃষ্টি করা।

পরিচালনা পর্ষদ

ঢাকা বাস র‍্যাপডি ট্রানজটি কোম্পানী লিমিটেডের ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত পরিচালনা পর্ষদের মোট ১৩টি সভার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্মীয়মান বিআরটি (গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) রুট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিআরটি একটি অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা। একচ্ছত্র লেনে বাস চলাচল করবে বিধায় দ্রুত, নিরাপদ এবং কম সময়ে যাতায়াত নিশ্চিত করবে। নির্মীয়মান বিআরটি চালু হলে গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার সড়কে যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং কোনরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ৩৫-৪০ মিনিটের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছাবে। ঘন্টায় উভয় দিকে সর্বোচ্চ ২০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে সক্ষম হবে।

No.	Chainage	Name of Station
1	Ch 0+360	Terminal at Airport
2	Ch 1+020	Sector 1 Uttara (Jasimuddin Sarani)
3	Ch 2+175	Azampur
4	Ch 3+075	House Building
5	Ch 3+800	Abdullahpur
6	Ch 4+460	First Gate of [illegible] Rd (Bata)
7	Ch 5+230	Station Road
8	Ch 5+[illegible]	[illegible] Gate
9	Ch 6+625	Cherag Ali Market
10	Ch 7+275	Tongi College
11	Ch 7+915	Hosain Market (Ershad Nagar)
12	Ch 8+[illegible]	Gazipara
13	Ch 9+[illegible]	Targach
14	Ch 10+380	Boardbari Bazar
15	Ch 11+086	Board Bazar
16	Ch 11+760	Open University
17	Ch 12+900	Hazipukur
18	Ch 13+580	Malekar Bari
19	Ch 14+445	Bogra (South)
20	Ch 15+475	Bogra (North)
21	Ch 16+250	Chowrasta
22	Ch 17+480	BRT Depot
23	Ch 18+710	Aarong Milk Factory
24	Ch 19+425	Agricultural Research Institute
25	Ch 20+170	Gazipur Terminal

ঢাকা বিআরটি রুট

ঢাকা বিআরটি প্রকল্প

প্রকল্পটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উত্তরাস্থ হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী কলেজ গেইট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ, ৬টি ফ্লাইওভার ও ৬টি বিআরটি স্টেশন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মানাধীন রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বিআরটি করিডোর ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গাজীপুরস্থ বাসডিপো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ৬৫টি ফিডার রোডের উন্নয়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিআরটি করিডোরে ২টি নিবেদিত বিশেষ লেন, ৪টি মিক্সড ট্রাফিক লেন, ২টি অযান্ত্রিক লেন ও পথচারী চলাচলের জন্য সড়কের উভয় পার্শ্বে ফুটপাথের ব্যবস্থা রয়েছে। মূল করিডোর ও সংযোগ সড়কসমূহের উভয়পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত লেনে অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ট্যান্ডার্ড এসি বাস চলাচল করবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য স্টেশনে লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ব্যবস্থাসহ বাস স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার এবং বাস আগমনের আগাম বার্তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এটাই হবে ঢাকা ও গাজীপুর মহানগরীর মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম বাসভিত্তিক গণপরিবহন ব্যবস্থা।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্যাকেজ-১: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, বিআরটি লেন, ফ্লাইওভার ও বিআরটি ষ্টেশন নির্মাণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এই প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ৯৩১.৯২ কোটি টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৩.৪০ শতাংশ।

প্যাকেজ-২: সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, এলিভেটেড বিআরটি লেন, টঙ্গি সেতু ও বিআরটি ষ্টেশন নির্মাণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ৯৩৫.১২ কোটি টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৫.৬০ শতাংশ।

প্যাকেজ-৩: ফুটপাথ, ড্রেইনেজ ও পৌর অবকাঠামো নির্মাণ

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) উল্লিখিত প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ৩৭.৩৪ কোটি টাকা জুন ২০২১ পর্যন্ত শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্যাকেজ-৪: বিআরটি বাস ডিপো নির্মাণ

স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) উল্লিখিত প্যাকেজের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ প্যাকেজের চুক্তিমূল্য ৩৭.৩৪ কোটি টাকা জুন ২০২১ পর্যন্ত শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান প্রধান অর্জন

ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড শতভাগ সরকারী মালিকানাধীন একটি সরকারী কোম্পানী যা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাভূক্ত। কোম্পানীটির অন্যতম একটি প্রকল্প হলো গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রাসপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) (জিডিএসইউটিপি) প্রকল্প । গত তিন অর্থবছরে গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) -এ ৪টি পূর্ত প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, বাকি ২টি প্যাকেজের আওতায় শিববাড়ী থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ডেডিকেটেড বাস-লেন নির্মাণসহ বিদ্যমান সড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। বিআরটি বিজনেস মডেল প্রস্তুত ও ব্যবসা পরিচালনার আওতায় কোম্পানীটি ইতিমধ্যে প্রকল্পের ‘অপারেশনাল ডিজাইন এন্ড বিজনেস মডেল’ পরামর্শক এর সহযোগিতায় বিআরটি পরিচালনা কৌশল, বিজনেস মডেল, ভাড়া কাঠামো, বাসের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ, আইটিএস ইকুইপমেন্ট চূড়ান্তকরণ, অপারেটর নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে এবং চুড়ান্তকরণের শেষ পর্যায়ের রয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) এ বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো হলো-

- প্রকল্প করিডোরে বিদ্যমান বিভিন্ন সংস্থার ইউটিলিটি সার্ভিস স্থানান্তর;
- ব্যস্ততম এ করিডোরে ট্রাফিক চালু রেখে নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা;
- ডিটেইলড ডিজাইন প্রস্তুতে দীর্ঘ সূত্রিতা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে নকশায় পর্যাপ্ত নির্দেশনার অভাব;
- করোনার প্রভাব;
- ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যাশার চেয়ে কম জনবল, অর্থ ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের প্রথম বিআরটি (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) ব্যবস্থা চালুকরণ এবং ২০২৭ সালের মধ্যে বিআরটি লাইন ৭ এর আওতায় গুলিস্তান-নারায়ণগঞ্জ রুটে বিআরটি ব্যবস্থা চালুকরণ।

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জনসমূহ

- ১০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কোম্পানী সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ।
- ঢাকা নর্থ সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) হতে গত ৩ জুন ২০২১ তারিখে বিআরটি'র ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ;
- বিভিন্ন সময়ে ব্রান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ ও ব্রান্ড ডিজাইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত বিআরটি ব্রান্ড নেইম, লোগো এবং ট্যাগলাইন ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন।

DHAKA LINE
TRANSFORMING TRAVEL

ওয়েবসাইট চালুকরণ:

বিআরটির ওয়েবসাইট ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জনগণের জন্য অবমুক্ত করা হয়। ওয়েব কনটেন্টসমূহ বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে।

লোকবল নিয়োগ কার্যক্রম:

উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) এবং ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে আবেদন পত্রের প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লিখিত পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। উল্লিখিত পদসমূহে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ মানবসম্পদ উন্নয়ন:

বিআরটি কোম্পানী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১-৩০ মার্চ ২০২১ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, শিডিউলিং, মান ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে মডিউলার কোর্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে জাতীয় শোক দিবস পালন, অফিস প্রাঙ্গণে বিলবোর্ড স্থাপন এবং আলোচনা সভার আয়োজন উল্লেখযোগ্য। ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জীবন ও কর্মের উপর একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ:

ঢাকা বিআরটি কোম্পানী ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২১ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ২০০টি শীতবস্ত্র বিতরণ করে।

শীতবস্ত্র বিতরণ

উন্নয়ন মেলা এবং ডিজিটাল ফেয়ারে অংশগ্রহণ:

২৭ মার্চ ২০২১ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানী অংশগ্রহন করে। ৯-১১ ডিসেম্বর ২০২০ আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০' মেলায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানী নিজস্ব স্টলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে এবং ভার্চুয়াল দর্শনার্থীদের বিআরটি বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়।

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রমে

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সাথে আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/কোম্পানি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও প্রনোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ আওতাধীন অধীদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানগণের শুদ্ধাচার পুরুষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জোন প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আব্দুল মালেক, চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কার্যক্রম পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী কর্তৃক কুমিল্লা-নোয়াখালী ৪-লেন মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জোন প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ইউছুব আলী মোল্লা কর্তৃক জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন) এর আওতায় বিজয়পাশা-তালারহাট-জয়নগরঘাট সড়ক এর উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার কর্তৃক বড়তাকিয়া (আবুতোরাব) থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়ক প্রকল্প পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব মোঃ আনিসুর রহমান কর্তৃক কালারপোল-ওহিদিয়া সেতু পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব দীপঙ্ককর মন্ডল কর্তৃক শালিখা (মাগুরা)-আড়পাড়া-কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) জেলা মহাসড়ক প্রশস্থকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্প প্যাকেজনং : WP-01"-এলাকা পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান ড. সৈয়দা সালমা বেগম কর্তৃক ভালুকা-গফরগাঁও,-হোসেনপুর জেলা মহাসড়ক এর সমাপ্তকৃত রক্ষাপ্রদ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান সুলতানা ইয়াসমীন কর্তৃক সাসেক-II প্রকল্পে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কাংশে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব ফাহমিদা হক কর্তৃক ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের হেমায়েতপুর ইউ-টার্ণ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক কর্তৃক নীলফামারী সড়ক বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

মনিটরিং টিম প্রধান জনাব নীলিমা আফরোজ কর্তৃক দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদ-যশোর-খুলনা-মংলা(দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়কে সড়ক প্রশস্থকরণ কাজ পরিদর্শন।